ত্রিংশতিতম পারা

টীকা-১. সূরা নাবা। এটাকে 'সূরা তাসাওল' ও 'সূরা 'আম্মা ইয়াতাসা-আলূন'ও বলা হয়। এ সূরাটি মক্কী। এর মধ্যে দু'টি রুকূ', চল্লিশ কিংবা একচল্লিশটি আয়াত, একশ তিয়াত্তরটি পদ এবং নয়শ সত্তরটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. ক্বোরাঈশ-বংশীয় কাফিরগণ

টীকা-৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কাবাসীদেরকে তাওহীদের (আল্লাহর একত্ববাদ) দাওয়াত দিলেন এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করার সংবাদ দিলেন আর ক্বোরআন করীম তেলাওয়াত করে তাদেরকে শুনালেন, তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হলো এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো- 'মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ কি ধর্ম নিয়ে আসলেন?' এ আয়াতের মধ্যে তাদের এ জিজ্ঞাসাবাদের বর্ণনা রয়েছে এবং মহত্ব প্রকাশের জন্য তা প্রশ্নবোধক বাক্যের ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন; অর্থাৎ তা কী মহা মর্যাদার কথা, যার প্রসঙ্গে এরা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে! অতঃপর সে কথাই বর্ণনা করা হচ্ছে-

সূরা ঃ ৭৮ নাবা ১০৫৩ পারা ঃ ৩০

সূরা নাবা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সূরা নাবা মক্কী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৪০ রুকূ'-২

রুকূ' - এক

১. এরা (২) পরস্পর পরস্পরকে কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে (৩)?

২. মহা সংবাদ সম্পর্কে (৪),

৩. যে সম্পর্কে তাদের মতভেদ রয়েছে (৫)।

৪. হাঁ, অবশ্যই, শীঘ্র তারা জেনে যাবে;

৫. অতঃপর, হাঁ, অবশ্যই শীঘ্র তারা জানতে পারবে (৬)।

৬. আমি কি যমীনকে বিছানা করিনি (৭)

৭. এবং পাহাড়গুলোকে পেরেক (৮)?

৮. এবং তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি (৯),

৯. এবং তোমাদের নিদ্রাকে আরামের বস্তু করেছি (১০),

১০. এবং রাতকে পর্দা পরিহিত করেছি (১১),

عَمَّ يَتَسَآءَلُوۡنَ ۚ ﴿۱﴾

عَنِ النَّبَاِ الۡعَظِيۡمِ ۙ ﴿۲﴾

الَّذِىۡ هُمۡ فِيۡهِ مُخۡتَلِفُوۡنَ ؕ ﴿۳﴾

كَلَّا سَيَعۡلَمُوۡنَ ۙ ﴿۴﴾

ثُمَّ كَلَّا سَيَعۡلَمُوۡنَ ﴿۵﴾

اَلَمۡ نَجۡعَلِ الۡاَرۡضَ مِهٰدًا ۙ ﴿۶﴾

وَّالۡجِبَالَ اَوۡتَادًا ﴿۷﴾

وَّخَلَقۡنٰكُمۡ اَزۡوَاجًا ۙ ﴿۸﴾

وَّجَعَلۡنَا نَوۡمَكُمۡ سُبَاتًا ۙ ﴿۹﴾

وَّجَعَلۡنَا الَّيۡلَ لِبَاسًا ۙ ﴿۱۰﴾

মানযিল - ৭

টীকা-৪. 'মহা সংবাদ' দ্বারা হয়ত 'ক্বোরআন মজীদ' বুঝানো হয়েছে; অথবা 'বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নবূয়ত এবং তাঁর দ্বীন' কিংবা 'মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করার মাস্আলা' (বুঝানো হয়েছে।)

টীকা-৫. অর্থাৎ কেউ কেউ তো সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে, কেউ কেউ আবার সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। আর ক্বোরআন মজীদকে কেউ কেউ 'যাদু' বলে মন্তব্য করে, কেউ কেউ 'কাব্য' ও কেউ কেউ 'জ্যোতির্বিদ্যা' বলে। আর অন্যান্যরা অন্য কিছু। অনুরূপভাবে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কেউ বলে 'যাদুকর', কেউ বলে 'কবি', কেউ বলে 'গণক'।

টীকা-৬. এ মিথ্যাবাদ ও অস্বীকৃতির পরিণতি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় আশ্চর্যজনক কুদরতসমূহ থেকে কয়েকটি বস্তুর উল্লেখ করেছেন, যেন এসব মানুষ এগুলোর নিদর্শন ও প্রমাণ দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদকে উপলব্ধি করতে পারে এবং একথাও বুঝতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে সৃষ্টি করা আর এরপর সেটাকে ধ্বংস করা এবং ধ্বংস করার পর হিসাব-নিকাশের জন্য পুনরায় সৃষ্টি করার উপরও ক্ষমতাবান।

টীকা-৭. যাতে তোমরা তাতে বসবাস করতে পারো এবং তা যেন তোমাদের আবাসস্থল হয়

টীকা-৮. যেগুলো দ্বারা যমীন প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী হয়।

টীকা-৯. পুরুষ ও স্ত্রী,

টীকা-১০. তোমাদের শরীরসমূহের জন্য, যাতে তা দ্বারা তোমাদের ক্লান্তি ও অবসন্নতা দূরীভূত হয় এবং শান্তি লাভ হয়।

টীকা-১১. যা স্বীয় অন্ধকার দ্বারা প্রতিটি বস্তুকে ঢেকে রাখে,

টীকা-১২. যেন তোমরা তাতে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ এবং স্বীয় জীবিকার ধান্ধা করতে পারো,

টীকা-১৩. যেগুলোর উপর কালচক্রের কোন প্রভাব পড়ে না এবং পুরাতনত্ব বা জীর্ণশীর্ণতার কোন লক্ষণ এগুলো পর্যন্ত পৌঁছারি কোন অবকাশ পায়না। এ 'ছাদসমূহ' দ্বারা 'সপ্ত আস্‌মানই' বুঝানো হয়েছে।

وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

১১. এবং দিনকে রোজগারের জন্য বানিয়েছি (১২),

وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾

১২. এবং তোমাদের উপর সাতটা মজবুত ছাদ (আসমান) প্রস্তুত করেছি (১৩),

وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ﴿١٣﴾

১৩. এবং সেগুলোর মধ্যে একটা অতি উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি (১৪)।

وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾

১৪. এবং আমার বর্ষণকারী মেঘ থেকে মুষলধারে বারি বর্ষণ করেছি,

لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ﴿١٥﴾

১৫. যাতে তা দ্বারা উৎপন্ন করি শস্য এবং উদ্ভিদ,

وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ﴿١٦﴾

১৬. এবং ঘন-সন্নিবিষ্ট বাগান (১৫)।

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿١٧﴾

১৭. নিশ্চয় ফয়সালার দিন (১৬) হলো এক নির্ধারিত সময়;

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ﴿١٨﴾

১৮. যেদিন শিংগায় ফুৎকার করা হবে (১৭), তখন তোমরা চলে আসবে (১৮) দলে দলে,

وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ﴿١٩﴾

১৯. এবং আসমান খোলা হবে, অতঃপর বহু দরজা হয়ে যাবে (১৯)।

وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾

২০. এবং পাহাড়সমূহ চালিত করা হবে, অতঃপর সেগুলো হয়ে যাবে মরীচিকা, যা দূর থেকে পানি বলে ভ্রমে ফেলবে।

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾

২১. নিশ্চয় দোযখ ওঁৎ পেতে রয়েছে,

لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ﴿٢٢﴾

২২. উদ্ধতদের (অবাধ্যগণ) ঠিকানা।

لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ﴿٢٣﴾

২৩. তারা তাতে যুগ যুগ ধরে থাকবে (২০);

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾

২৪. (তারা) তাতে কোন প্রকার ঠাণ্ডার আস্বাদ পাবে না এবং না কোন পানীয়-

اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾

২৫. কিন্তু (পাবে শুধু) ফুটন্ত পানি এবং দোযখবাসীদের জ্বলন্ত পূঁজ;

جَزَآءً وِّفَاقًا ﴿٢٦﴾

২৬. যেমন কর্ম তেমন ফল (২১)।

اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾

২৭. নিশ্চয় তাদের (মনে) হিসাবের ভয় ছিলো না (২২),

وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾

২৮. এবং তারা আমার আয়াতগুলোকে সীমাতীত অস্বীকার করেছে।

وَكُلَّ شَىْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ﴿٢٩﴾

২৯. এবং আমি (২৩) প্রত্যেক বস্তুকে গুনে-লিখে রেখেছি (২৪)।

فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

৩০. এখন তোমরা স্বাদ গ্রহণ করো, অনন্তর আমি তোমাদের জন্য বর্দ্ধিত করবোনা, কিন্তু কঠিন শাস্তি।

টীকা-১৪. অর্থাৎ সূর্য, যাতে রয়েছে আলো ও তাপ।

টীকা-১৫. সুতরাং যিনি এতসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করলে তাতে আশ্চর্যান্বিত হবার কি আছে? অনুরূপভাবে, উক্ত সব বস্তু সৃষ্টি করা মহান বাস্তবজ্ঞানী'রই কাজ। আর বাস্তবতা সম্পর্কে বিজ্ঞ সত্তার কোন কাজ কখনো অনর্থক ও অকেজো হতে পারেনা। আর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হয়ে ওঠায় এবং শাস্তি কিংবা প্রতিদানে অবিশ্বাস করলে একথা অপরিহার্য হয়ে যায় যে, অবিশ্বাসীর নিকট সমস্ত কাজই অনর্থক (মনে) হবে। বস্তুতঃ অনর্থক হওয়ার ধারণা বাতিল ও অবাস্তব। কাজেই, পুনর্জীবিত হয়ে উত্থিত হওয়া এবং প্রতিদানকে অস্বীকার করাও ভিত্তিহীন। এ অকাট্য প্রমাণ থেকে একথা প্রমাণিত হলো যে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়া এবং হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান নিশ্চিত; এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

টীকা-১৬. প্রতিদান ও শাস্তির জন্য

টীকা-১৭. এটা দ্বারা 'সর্বশেষ ফুৎকার' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৮. নিজ নিজ কবর থেকে কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশের জন্য নির্দ্ধারিত স্থানের দিকে

টীকা-১৯. এবং এতে বহু রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। সেগুলো নিয়ে ফিরিশ্‌তাগণ অবতীর্ণ হবেন।

টীকা-২০. যার কোন শেষ নেই, অর্থাৎ সর্বদাই থাকবে;

টীকা-২১. 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। অর্থাৎ 'কুফর' যেমন জঘন্যতম অপরাধ তেমনি কঠিনতম শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে।

টীকা-২২. কেননা, তারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করতো,

টীকা-২৩. 'লওহ্-ই-মাহ্‌ফূয্'-এর মধ্যে

টীকা-২৪. তাদের সমস্ত সৎ ও অসৎ কর্ম আমার জ্ঞানে রয়েছে। আমি তাদেরকে প্রতিফল দেবো। আর পরকালে শাস্তি প্রদানের সময় তাদের উদ্দেশ্যে বলা হবে-

টীকা-২৫. বেহেশ্‌তের মধ্যে; যেখানে তারা শাস্তি থেকে মুক্তিলাভ করবে এবং প্রত্যেক উদ্দেশ্য সফল হবে;

টীকা-২৬. যে গুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরণের উৎকৃষ্ট ফলদার গাছ থাকবে

টীকা-২৭. উৎকৃষ্ট মানের পানীয়ের।

টীকা-২৮. অর্থাৎ বেহেশতের মধ্যে না কোন অনর্থক কথাবার্তা কানে আসবে, না কেউ অপরের প্রতি মিথ্যাবাদ দেবে;

রুকূ' - দুই

৩১. নিশ্চয় খোদাভীরুদের জন্য সাফল্যের স্থান রয়েছে (২৫);

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾

৩২. বাগান (২৬) এবং আঙ্গুরফল,

حَدَآئِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾

৩৩. এবং উঠতি যৌবনসম্পন্না সমবয়স্কা (যুবতীগণ),

وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾

৩৪. এবং পানীয়ের পরিপূর্ণ পেয়ালাসমূহ (২৭)।

وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾

৩৫. যার মধ্যে না কোন অনর্থক কথা শুনবে, না মিথ্যাবাদ (২৮);

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ﴿٣٥﴾

৩৬. পুরস্কার, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (২৯), নিতান্তই যথেষ্ট দান;

جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾

৩৭. যিনি প্রতিপালক আসমানগুলো ও যমীনের এবং যা কিছু উভয়ের মধ্যে রয়েছে (সবকিছুর), পরম দয়ালু, যাঁর সাথে (কেউ) কথা বলার অধিকার রাখবেনা (৩০)।

رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾

৩৮. যেদিন জিব্রাঈল এবং সব ফিরিশ্‌তা সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান হবে, (তখন) কেউ (কিছু) বলতে পারবেনা (৩১), কিন্তু যাকে পরম দয়ালু (খোদা তা'আলা) অনুমতি দেবেন (৩২), এবং সে সঠিক কথা বলেছে (৩৩)।

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

৩৯. ওটা সত্য দিন; এখন যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে তার প্রতিপালকের দিকে রাস্তা অবলম্বন করুক (৩৪)!

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَآءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهِ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾

৪০. আমি তোমাদেরকে (৩৫) এমন এক শাস্তি থেকে ভীতি প্রদর্শন করছি, যা অতি নিকটে এসে পৌঁছেছে (৩৬), যেদিন মানুষ দেখবে যাকিছু (কার্যাদি) তার দু'হাত অগ্রে প্রেরণ করেছে (৩৭) এবং কাফিরগণ বলবে, 'হায়, যদি আমি কোন প্রকারে মাটির সাথে মিশে যেতাম (৩৮)!' ★

إِنَّآ أَنذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يٰلَيْتَنِي كُنتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾

টীকা-২৯. তোমাদের কৃতকর্মসমূহের,

টীকা-৩০. তাঁরই ভয়ের কারণে।

টীকা-৩১. তাঁরই ভীতি ও মহত্ত্বের মহিমার কারণে,

টীকা-৩২. কথা বলার কিংবা সুপারিশ করার

টীকা-৩৩. দুনিয়ার মধ্যে এবং তদনুযায়ী আমল করেছে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, 'সঠিক কথা' দ্বারা 'কলেমা তৈয়্যবাহ্‌'- 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌.........' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৩৪. সৎকর্ম করে, যেন আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে।

টীকা-৩৫. হে কাফিরগণ!

টীকা-৩৬. এতে আখিরাতের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

টীকা-৩৭. অর্থাৎ প্রতিটি সৎ ও অসৎ কর্ম তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে, যা সে রোজ-ক্বিয়ামতে দেখতে পাবে।

টীকা-৩৮. ফলে, আমি আযাব থেকে মুক্তি পেতাম।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন- ক্বিয়ামতের দিন যখন সমস্ত জীব ও চতুষ্পদ প্রাণীকে উঠানো হবে এবং তাদের পরস্পরকে পরস্পর থেকে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে। যেমন- শিংধারী পশু যদি কোন শিংবিহীন পশুর উপর আক্রমণ চালিয়েছে এমন হয় তবে তাকে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে। অতঃপর এসবকে মাটিতে পরিণত করা হবে। এটা দেখে কাফিরও আরজু করবে- "আহা, যদি আমাকেও মাটিতে পরিণত করা হতো!"

কোন কোন তাফসীরকারক এর এ অর্থও বর্ণনা করেছেন যে, মু'মিনদের উপর আল্লাহ্‌ তা'আলার উক্ত পুরস্কার দেখে কাফিরগণ আরজু করবে- 'আহা! তারাও যদি দুনিয়ায় মাটি হয়ে থাকতো! অর্থাৎ বিনয়ী হতো; অহংকারী ও অবাধ্য না হতো!'

তাফসীরকারকদের অন্য এক অভিমত এ যে, 'কাফির' দ্বারা 'ইবলীস' বুঝানো হয়েছে, যে হযরত আদম (আলায়হিস্‌ সালাম)-কে তিরস্কার করে বলেছিলো যে, তাকে তো মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর নিজে আগুন দ্বারা সৃষ্টি হবার কারণে অহংকার করেছিলো। যখন সে হযরত আদম (আলায়হিস্‌ সালাম) এবং তাঁর ঈমানদার সন্তান-সন্ততির পুরস্কার দেখবে এবং নিজেকে কঠিনতম শাস্তির মধ্যে লিপ্ত দেখতে পাবে, তখন বলবে, "হায়, আমি যদি মাটি হতাম! অর্থাৎ হযরত আদম (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর ন্যায় মাটির সৃষ্টি হতাম!" ★

****

★ 'সূরা নাবা' সমাপ্ত।

টীকা-১. সূরা 'ওয়ান্ না-যি'আত' মক্কী। এ'তে দু'টি রুকূ', ছেচল্লিশটি আয়াত, একশ সাতনব্বইটি পদ এবং সাতশ তিপ্পান্নটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. অর্থাৎ সেসব ফিরিশ্‌তার,

টীকা-৩. কাফিরদের,

টীকা-৪. অর্থাৎ মু'মিনদের প্রাণ নম্রতা সহকারে বের করবে,

সূরা আন্ না-যি'আত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আন্-না-যি'আত মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৪৬ রুকূ'-২

রুকূ' - এক

বাংলা	আরবী
১. শপথ তাদেরই (২) যারা কঠোরতার সাথে প্রাণ টেনে নেয় (৩),	وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ﴿١﴾
২. এবং নম্রতার সাথে বন্ধন খুলে দেয় (৪),	وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ﴿٢﴾
৩. এবং সহজভাবে প্রাণ নিয়ে উড়ে যায় (৫),	وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ﴿٣﴾
৪. অতঃপর সম্মুখে ধাবিত হয়ে দ্রুত পৌঁছে যায় (৬),	فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ﴿٤﴾
৫. অতঃপর কাজের ব্যবস্থাপনা করে (৭) যে, কাফিরদের উপর শাস্তি হবে।	فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ﴿٥﴾
৬. যেদিন কম্পনকারী কম্পন করবে (৮),	يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾
৭. তার পশ্চাতে আসবে পশ্চাদ্‌গমনকারী (৯),	تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿٧﴾
৮. কত হৃদয় সেদিন ধড়ফড় করতে থাকবে;	قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ﴿٨﴾
৯. চক্ষুগুলো উপরের দিকে উঠাতে পারবে না (১০)।	اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴿٩﴾
১০. কাফিররা (১১) বলে, 'আমাদেরকে কি পুনরায় উল্টো দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে (১২)-	يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾
১১. আমরা কি যখন গলিত হাড় হয়ে যাবো (১৩)?	ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴿١١﴾
১২. (তারা) বললো, 'এভাবে (তখন) এ প্রত্যাবর্তন তো নিরেট ক্ষতিই (১৪)।'	قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾
১৩. অতঃপর তা (১৫) তো নয়, কিন্তু একটা	فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿١٣﴾

টীকা-৫. শরীরের অভ্যন্তরে কিংবা আস্‌মান ও যমীনের মাঝখানে মু'মিনদের প্রাণ নিয়ে। [যেমন- হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু) থেকে বর্ণিত হয়েছে।]

টীকা-৬. স্বীয় সেবা-কার্যের উপর, যার জন্য তারা আদিষ্ট। (তাফসীর-ই-রূহুল বয়ান)

টীকা-৭. অর্থাৎ পার্থিব বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা, যা তাদের সাথে সম্পৃক্ত। সেটা সম্পাদন করে। এ শপথটা তাদের উপরই

টীকা-৮. যমীন, পাহাড় এবং প্রতিটি জিনিষ প্রথম ফুৎকারেই অস্থিরতার মধ্যে এসে পড়বে। আর সমস্ত সৃষ্টি মৃত্যুবরণ করবে,

টীকা-৯. অর্থাৎ দ্বিতীয় ফুৎকার করা হবে। যার ফলে আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে, প্রত্যেকটি জিনিষকে পুনরায় জীবিত করে দেয়া হবে। উক্ত দু'টি ফুৎকারের মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান থাকবে।

টীকা-১০. সেদিনের আতঙ্ক ও ভয়ের কারণে এ ধরণের অবস্থা কাফিরদেরই হবে।

টীকা-১১. যারা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করে। যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমাদেরকে মৃত্যুর পর আবার জীবিত করে উঠানো হবে, তখন

টীকা-১২. অর্থাৎ মৃত্যুর পর কি পুনরায় জীবন-যাপনের দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে?

টীকা-১৩. টুক্‌রো টুক্‌রো, বিক্ষিপ্তাবস্থায়। তবুও কি জীবিত করা হবে?

টীকা-১৪. 'অর্থাৎ যদি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা সত্য হয়, আর যদি মৃত্যুর পর আমাদের উঠানো হয়, তবে এতে আমাদের মহা ক্ষতি। কেননা, আমরা দুনিয়ার মধ্যে তাঁকে অস্বীকার করতে থাকি।' তাদের এ উক্তিটা ঠাট্টার ভঙ্গীতে ছিলো॥ এর জবাবে তাদেরকে বলা হয়, "তোমরা মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াকে এটা মনে করোনা যে, তা আল্লাহ্‌র জন্য কোন কষ্টসাধ্য কাজ হবে। কেননা, সত্য শক্তিমান সত্তার পক্ষে এসব কিছুর কোনটাই কষ্টসাধ্য নয়।

টীকা-১৫. সর্বশেষ ফুৎকার

টীকা-১৬. যার মাধ্যমে সব কিছু একত্রিত করে নেয়া হবে এবং যখন সর্বশেষ ফুৎকার করা হবে,

প্রচণ্ড ধমক (১৬),

১৪. তখনি তারা খোলা মাঠে এসে পড়বে (১৭)।

فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ١٤

১৫. (হে হাবীব!) আপনার নিকট কি মূসার বৃত্তান্ত এসেছে (১৮)?

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ١٥

১৬. যখন তাঁকে তাঁর প্রতিপালক পবিত্র উপত্যকা 'তূওয়া'র মধ্যে (১৯) ডাক দিয়ে বললেন,

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ١٦

১৭. 'ফিরআউনের নিকট যাও! সে মাথা চাড়া দিয়েছে (২০)।'

اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ١٧

১৮. অতঃপর তাকে বলো, 'তোমার কি এদিকে আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হবে (২১)–

فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ ١٨

১৯. আর তোমাকে (আমি) তোমার প্রতিপালকের দিকে (২২) পথ প্রদর্শন করবো, যেন তুমি ভয় করো (২৩)?'

وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ١٩

২০. অতঃপর মূসা তাকে খুব বড় নিদর্শন দেখালো (২৪)।

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ٢٠

২১. অতঃপর সে অস্বীকার করলো এবং অমান্য করলো (২৫)।

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ٢١

২২. অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো (২৬), স্বীয় প্রচেষ্টায় লেগে গেলো (২৭)।

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ٢٢

২৩. অতঃপর লোকজনকে একত্রিত করলো (২৮)। তারপর আহ্বান করলো।

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ٢٣

২৪. অতঃপর বললো, 'আমি তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক (২৯)।'

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ٢٤

২৫. অতঃপর আল্লাহ্ তাকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের শাস্তিতে পাকড়াও করলেন (৩০)।

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ٢٥

২৬. নিশ্চয় এর মধ্যে শিক্ষা লাভ হয় তারই, যে ভয় করে (৩১)।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ٢٦

রুকূ' - দুই

২৭. তোমাদের বুঝ মতে, তোমাদের সৃষ্টি করা (৩২) দুঃসাধ্য, না আসমানের (সৃষ্টি)? আল্লাহ্ সেটা তৈরী করেছেন;

أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا ٢٧

২৮. সেটার ছাদ উঁচু করেছেন (৩৩) অতঃপর সেটাকে ঠিক (বরাবর) করেছেন (৩৪)।

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ٢٨

টীকা-১৭. জীবিত হয়ে।

টীকা-১৮. এ সম্বোধন করা হয় বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে। যখন গোত্রীয় লোকদের অস্বীকার তাঁর নিকট কষ্টদায়ক ও বিরক্তিকর হলো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁরই শান্তনার জন্য হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর কথা উল্লেখ করেন, যিনি স্বীয় গোত্রীয় লোকদের দ্বারা বহু কষ্ট পেয়েছিলেন। অর্থাৎ নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) এ ধরণের অবস্থাদির সম্মুখীন হতে থাকেন। আপনি এ'তে দুঃখিত হবেন না।

টীকা-১৯. যা সিরিয়ার 'তূর' পাহাড়ের নিকটে অবস্থিত,

টীকা-২০. এবং সে কুফর এবং ফ্যাসাদে সীমাতিক্রম করে গেছে।

টীকা-২১. কুফর, শির্ক, পাপাচার ও অবাধ্যতা থেকে–

টীকা-২২. অর্থাৎ তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর পূর্ণ পরিচিতির দিকে

টীকা-২৩. তাঁরই শাস্তিকে?

টীকা-২৪. يَدِ بَيْضَاء (ইয়াদে বায়দা) বা 'পবিত্র জ্যোতির্ময় হাত' এবং 'আসা' (বা অলৌকিক লাঠি)।

টীকা-২৫. হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-কে।

টীকা-২৬. অর্থাৎ ঈমান থেকে বিমুখ করেছে,

টীকা-২৭. ফ্যাসাদ ছড়িয়েছে।

টীকা-২৮. অর্থাৎ যাদুকরদেরকে এবং স্বীয় সৈন্যদলকে।

টীকা-২৯. অর্থাৎ 'আমার উপরে অন্য কোন প্রতিপালক নেই।'

টীকা-৩০. পৃথিবীতে পানিতে নিমজ্জিত করেছেন এবং পরকালে দোযখে প্রবেশ করাবেন।

টীকা-৩১. মহামহিম আল্লাহ্‌কে। অতঃপর পুনরুত্থানের অস্বীকারকারী-দেরকে তিরস্কার করা হচ্ছে–

টীকা-৩২. তোমাদের মৃত্যুর পর।

টীকা-৩৩. কোন থাম ব্যতিরেকেই,

টীকা-৩৪. এমনিভাবে যে, সেগুলোতে কোন প্রকার ত্রুটি নেই।

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحٰهَا ﴿٢٩﴾

২৯. সেটার রাতকে অন্ধকারময়ী করেছেন এবং সেটার আলোককে চমকিত করেছেন (৩৫);

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ﴿٣٠﴾

৩০. এবং এর পরে যমীনকে প্রসারিত করেছেন (৩৬)।

أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰهَا ﴿٣١﴾

৩১. সেটার মধ্য থেকে (৩৭) সেটার পানি এবং চারা বের করেছেন (৩৮),

وَالْجِبَالَ أَرْسٰهَا ﴿٣٢﴾

৩২. এবং পাহাড়গুলোকে জমিয়ে রেখেছেন (৩৯);

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾

৩৩. তোমাদের নিজেদের এবং তোমাদের পশুগুলোর উপকারার্থে।

فَإِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ﴿٣٤﴾

৩৪. তারপর যখন এসে পড়বে সেই সাধারণ বিপদ, যা সর্বাধিক ভয়ঙ্কর (৪০),

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿٣٥﴾

৩৫. সেদিন মানুষ স্মরণ করবে যা প্রচেষ্টা করেছিলো (৪১),

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং জাহান্নামকে প্রতিটি প্রত্যক্ষকারীর সামনে প্রকাশ করা হবে (৪২)।

فَأَمَّا مَنْ طَغٰى ﴿٣٧﴾

৩৭. অতঃপর যে ব্যক্তি অবাধ্যতা প্রকাশ করেছে (৪৩)

وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾

৩৮. এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে (৪৪),

فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوٰى ﴿٣٩﴾

৩৯. সুতরাং নিশ্চয় জাহান্নামই তার ঠিকানা।

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾

৪০. আর সেই ব্যক্তি, যে আপন প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবার ভয় করেছে (৪৫) এবং নাফ্সকে (মন) কু-প্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে (৪৬),

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى ﴿٤١﴾

৪১. তবে, নিশ্চয় জান্নাতই তার ঠিকানা (৪৭)।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسٰهَا ﴿٤٢﴾

৪২. (হে হাবীব!) আপনাকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে- 'তা কোন্ সময়ের জন্য নির্ধারিত রয়েছে?'

فِيْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا ﴿٤٣﴾

৪৩. এর বর্ণনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক (৪৮)?

إِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ﴿٤٤﴾

৪৪. আপনার প্রতিপালক পর্যন্তই সেটার শেষ।

إِنَّمَآ أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا ﴿٤٥﴾

৪৫. আপনি তো শুধু তাকেই ভীতি প্রদর্শনকারী, যে তাতে ভয় করে।

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحٰهَا ﴿٤٦﴾

৪৬. যেদিন তারা সেটাকে দেখবে (৪৯), তখন (মনে করবে) যেন দুনিয়ার মধ্যে (তারা) অবস্থান করেনি, কিন্তু একটা মাত্র সন্ধ্যা কিংবা এর একটা পূর্বাহ্ন মাত্র। ★

টীকা-৩৫. সূর্যের জ্যোতি প্রকাশ করেছেন;

টীকা-৩৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো আসমানের পূর্বেই, কিন্তু সম্প্রসারিত করা হয়নি।

টীকা-৩৭. ঝরণা (প্রস্রবণ) প্রবাহিত করে

টীকা-৩৮. যাকে পশু খেয়ে থাকে,

টীকা-৩৯. ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে, যেন তা স্থিরতা লাভ করে;

টীকা-৪০. অর্থাৎ দ্বিতীয়বার ফুৎকার করা হবে, যা দ্বারা মৃতদেহকে জীবিত করে উঠানো হবে।

টীকা-৪১. পৃথিবীতে সৎ কিংবা অসৎ,

টীকা-৪২. এবং সমস্ত সৃষ্টি তা দেখবে।

টীকা-৪৩. সীমা অতিক্রম করেছে এবং কুফর অবলম্বন করেছে

টীকা-৪৪. আখিরাতের উপর এবং কু-প্রবৃত্তির অনুসারী হয়েছে।

টীকা-৪৫. আর সে অবগত হয়েছে যে, তাকে ক্বিয়ামতের দিন স্বীয় প্রতিপালকের সামনে হিসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিত হতে হবে

টীকা-৪৬. হারাম বস্তুসমূহের,

টীকা-৪৭. হে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! মক্কার কাফিরগণ

টীকা-৪৮. এবং এর সময় বর্ণনা করার কী প্রয়োজন!

টীকা-৪৯. অর্থাৎ কাফিররা ক্বিয়ামতকে, যাকে তারা অস্বীকার করে। তখন সেটার আতঙ্ক ও ভয়ের কারণে স্বীয় পার্থিব জীবনের সময়সীমার কথা ভুলে যাবে এবং মনে করবে যে, ★

****

★ 'সূরা আন্ না-যি'আত' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা আবাসা' মক্কী। এ'তে একটি রুকূ' বিয়াল্লিশটি আয়াত, একশ ত্রিশটি পদ এবং পাঁচশ তেত্রিশটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম),

টীকা-৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাক্তূম।

শানে নুযূলঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ওত্বাহ্ ইবনে রবী'আহ্, আবূ জাহ্ল ইবনে হিশাম, আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব, উবাই ইবনে খালাফ এবং উমাইয়া ইবনে খালাফ- ক্বোরায়শ বংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে ইসলামের দাওরাত দিচ্ছিলেন। ইত্যবসরে অন্ধ আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাক্তূম উপস্থিত হলেন। তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বারংবার সম্বোধন করে আরয করলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যা শিখিয়েছেন তা আমাকে শিক্ষা দিন।" ইবনে মাক্তূম এটা বুঝতে পারেন নি যে, হুযূর (দঃ) অন্যান্য লোকদের সাথে আলাপরত আছেন, এর ফলে আলোচনায় বিঘ্ন ঘটবে। এটা হুযূর আক্দাস (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট বিরক্তিকর মনে হলো এবং বিরক্তির চিহ্ন তাঁর (দঃ) চেহারা মুবারকের উপর পরিলক্ষিত হলো। আর হুযূর আক্দাস (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপন বরকতময় হুজুরার দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। এর উপর এ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরা ঃ ৮০ আবাসা | ১০৫৯ | পারা ঃ ৩০

সূরা 'আবাসা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা 'আবাসা মক্কী	আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৪২ রুকূ'-১

১. (তিনি) ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন (২),	عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ ①
২. এ কারণে যে, তাঁর নিকট সেই অন্ধ ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছে (৩)।	اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ②
৩. এবং আপনি কি জানেন? হয়ত সে পবিত্র হতো (৪),	وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰىٓ ③
৪. কিংবা সে উপদেশ গ্রহণ করতো, অতঃপর তাকে উপদেশ উপকৃত করতো।	اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ④
৫. ঐ ব্যক্তি, যে বে-পরোয়া (৫) হয়ে যায়,	اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ⑤
৬. আপনি তারই পেছনে লেগে আছেন (৬)।	فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ⑥
৭. এবং সে পবিত্র না হলে তাতে আপনার কোন ক্ষতি নেই (৭)।	وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ⑦
৮. এবং ঐ ব্যক্তি যে আপনার দরবারে দৌড়ে এসেছে (৮)	وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ⑧
৯. এবং সে ভয়ও করেছে (৯),	وَهُوَ يَخْشٰى ⑨
১০. অতঃপর আপনি তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য দিকে মনোনিবেশ করেছেন;	فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ⑩
১১. এরূপ হতে পারেনা (১০)। এটাতো বুঝানো (বা উপদেশ দেয়া) মাত্র (১১);	كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ⑪

মানযিল - ৭

আর 'অন্ধ' বলার মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাক্তূমের যুক্তিসঙ্গত ওযরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এ কারণেই হুযূর আক্দাস (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর আলাপ-আলোচনার মধ্যে বাধা সৃষ্টি হয়েছিলো। এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর থেকে বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাক্তূমকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন।

টীকা-৪. পাপরাশি থেকে; আপনার উপদেশ শ্রবণ করে।

টীকা-৫. আল্লাহ্ তা'আলা থেকে এবং ঈমান আনার ব্যাপারে আপন ধন-সম্পদের কারণে

টীকা-৬. এবং তার ঈমান আনার আশায় তার প্রতি অগ্রসর হচ্ছেন।

টীকা-৭. ঈমান এনে ও হিদায়তপ্রাপ্ত হয়ে। কেননা, আপনার দায়িত্ব হচ্ছে- ইসলামের প্রতি আহ্বান করা এবং আল্লাহ্র বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া।

টীকা-৮. অর্থাৎ ইবনে উম্মে মাক্তূম

টীকা-৯. মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহ্‌কে,

টীকা-১০. এমন করবেন না।

টীকা-১১. অর্থাৎ ক্বোরআনের আয়াতগুলো হচ্ছে সৃষ্টির জন্য উপদেশ;

فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُۥ ﴿١٢﴾

১২. অতঃপর যার ইচ্ছা হয় সে এটা স্মরণ করবে (১২)।

فِى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾

১৩. ঐ সমস্ত পুস্তকের (সহীফা) মধ্যে, যেগুলো সম্মানিত (১৩),

مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ ﴿١٤﴾

১৪. উচ্চস্থানীয় (১৪), পবিত্রতাময় (১৫),

بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾

১৫. এমনসব লেখকের হাতে লিখিত,

كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾

১৬. যারা মর্যাদাসম্পন্ন, পূণ্যবান (১৬)।

قُتِلَ ٱلْإِنسَٰنُ مَآ أَكْفَرَهُۥ ﴿١٧﴾

১৭. মানুষ নিহত হোক! সে কেমন অকৃতজ্ঞ (১৭)!

مِنْ أَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ ﴿١٨﴾

১৮. তাকে কি উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন?

مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ ﴿١٩﴾

১৯. পানি-বিন্দু (বীর্য) থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাকে বিভিন্ন অঙ্গ-সৌষ্ঠবের মধ্যে রেখেছেন (১৮),

ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ ﴿٢٠﴾

২০. অতঃপর তার জন্য পথ সহজ করে দিয়েছেন (১৯);

ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقْبَرَهُۥ ﴿٢١﴾

২১. অতঃপর তাকে মৃত্যু প্রদান করেছেন, তারপর কবরে রাখিয়েছেন (২০);

ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ ﴿٢٢﴾

২২. অতঃপর যখন ইচ্ছা করবেন, তখন তাকে বের করবেন (২১)।

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُۥ ﴿٢٣﴾

২৩. কখনো নয়, সে এখনো পর্যন্ত তা পূর্ণ করেনি, যা তার প্রতি হুকুম হয়েছিলো (২২)।

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ﴿٢٤﴾

২৪. সুতরাং মানুষের উচিত যেন তার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে (২৩)

أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾

২৫. যে, আমি ভালভাবে পানি বর্ষণ করেছি (২৪);

ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾

২৬. অতঃপর ভূমিকে খুব বিদীর্ণ করেছি;

فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾

২৭. অতঃপর তাতে শস্য উৎপন্ন করেছি;

وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾

২৮. এবং আঙ্গুর ও চারা,

وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾

২৯. আর যায়তূন ও খেজুর,

وَحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾

৩০. এবং ঘন সন্নিবিষ্ট বাগানসমূহ,

وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾

৩১. এবং ফলমূল ও গবাদি-খাদ্য;

مَّتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ ﴿٣٢﴾

৩২. তোমাদের ও তোমাদের পশুগুলোর উপকারার্থে।

فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾

৩৩. অতঃপর যখন আসবে ঐ কর্ণ-বিদারক ধ্বনি (২৫),

يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾

৩৪. সেদিন মানুষ পলায়ন করবে নিজ ভাই,

وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾

৩৫. মাতা ও পিতা

وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে (২৬)।

টীকা-১২. এবং তা'দ্বারা উপদেশ গ্রহণকারী হয়।

টীকা-১৩. আল্লাহ্ তা'আলার নিকট,

টীকা-১৪. উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন,

টীকা-১৫. অর্থাৎ সেগুলোকে পবিত্র ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কেউ স্পর্শ করবেনা,

টীকা-১৬. আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পালনকারী এবং ঐসব ফিরিশ্‌তা, যাঁরা সেটাকে (ক্বোরআন মজীদ) 'লওহ্-ই-মাহফূয' থেকে নকল করছেন।

টীকা-১৭. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য নি'মাত এবং অপরিসীম অনুগ্রহ সত্ত্বেও কুফর করছে!

টীকা-১৮. কখনো বীর্যাকৃতিতে, কখনো রক্তপিণ্ডের সূরতে, কখনো মাংসের টুকরা অবস্থায়- সৃষ্টি পরিপূর্ণ হওয়া পর্যন্ত,

টীকা-১৯. মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার;

টীকা-২০. যেন মৃত্যুর পর অপমানিত না হয়;

টীকা-২১. অর্থাৎ মৃত্যুর পর হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানের জন্য। অতঃপর তার জন্য জীবন নির্দিষ্ট করেছেন।

টীকা-২২. তার প্রতিপালকের। অর্থাৎ কাফির ঈমান এনে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করলো না।

টীকা-২৩. যা খেয়ে থাকে এবং যা তার জীবন ধারণের উপকরণ। অর্থাৎ এর মধ্যে তার প্রতিপালকের কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যে, কিভাবে তা (খাদ্য) শরীরের অংশে পরিণত হচ্ছে এবং কেমন আশ্চর্যজনক নিয়ম-শৃংখলার মাধ্যমে কাজে আসছে! আর কি উপায়ে মহামহিম প্রতিপালক দান করেছেন- এসব বাস্তব জ্ঞানের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে-

টীকা-২৪. মেঘমালা দ্বারা;

টীকা-২৫. অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দ্বিতীয় ফুৎকারের ভয়ানক আওয়াজ, যা সৃষ্টিকে বধির করে ছাড়বে।

টীকা-২৬. এদের মধ্যে কারো প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপকারী হবেনা, (বরং) আপন চিন্তায়ই বিভোর থাকবে।

টীকা-২৭. ক্বিয়ামতের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করার পর শরীয়তের আদেশ-নিষেধ বর্তায়-এমন ব্যক্তিদের উল্লেখ করা হচ্ছে যে, তারা এ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত- সৌভাগ্যবান ও হতভাগা। যে সৌভাগ্যবান তার অবস্থার কথা এরশাদ হচ্ছে-

টীকা-২৮. ঈমানের আলো দ্বারা অথবা রাতের ইবাদতসমূহের কারণে অথবা ওযূর চিহ্নসমূহ দ্বারা,

টীকা-২৯. আল্লাহ্ তা'আলার নি'মাত ও দান এবং তাঁর সন্তুষ্টির উপর। এরপর হতভাগা ব্যক্তিদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে-

৩৭. তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সেদিন একটা মাত্র ভাবনা থাকবে, যা-ই তাকে (অন্যের ভাবনা থেকে) বিরত রাখবে (২৭)।

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾

৩৮. কতগুলো চেহারা সেদিন উজ্জ্বল হবে (২৮),

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾

৩৯. হাসবে, খুশী উদ্‌যাপন করবে (২৯)।

ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾

৪০. এবং সেদিন কতগুলো চেহারার উপর ধূলিবালি পড়েছে-এমন হবে;

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾

৪১. সেগুলোর উপর কালিমা ছেয়ে থাকবে (৩০)।

تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾

৪২. এরা হচ্ছে তারাই, (যারা) কাফির, পাপী। ★

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

সূরা তাক্ভীর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সূরা তাক্ভীর মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-২৯ রুকূ'-১

১. যখন সূর্যরশ্মি লুপ্ত করা হবে (২),

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾

২. এবং যখন তারকাপুঞ্জ ঝরে পড়বে (৩),

وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ﴿٢﴾

৩. আর যখন পাহাড়-পর্বতকে চলমান করা হবে (৪),

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾

৪. আর যখন পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রীগুলো (৫) বাধাহীন অবস্থায় ফিরবে (৬),

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾

৫. এবং যখন বন্যপশুগুলোকে একত্রিত করা হবে (৭),

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾

৬. আর যখন সমুদ্রকে উত্তপ্ত করা হবে (৮),

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾

৭. আর যখন আত্মাসমূহ সম্মিলিত হবে (৯),

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾

টীকা-৩০. অপমানিত অবস্থা ও ভীত সন্ত্রস্ত চেহারা। ★

টীকা-১. 'সূরা তাক্ভীর' মক্কী। এ'তে একটি রুকূ', ঊনত্রিশটি আয়াত, একশ চারটি পদ এবং পাঁচশ ত্রিশটি বর্ণ আছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তির একথা পছন্দ হবে যে, ক্বিয়ামত দিবসকে এমনই দেখবে যেন তা চোখেরই সামনে রয়েছে, তার উচিৎ যেন 'সূরা ইযাশ্ শামসু কুভভিরাত', 'সূরা ইযাস্ সামা-উন্ ফাতারাত' এবং 'ইযাস্ সামাউন্ শাক্কাত' পাঠ করে।" (তিরমিযী)

টীকা-২. অর্থাৎ সূর্যের আলোকরশ্মি বিলুপ্ত হয়ে যাবে,

টীকা-৩. বৃষ্টির ন্যায় আকাশ থেকে পৃথিবী-পৃষ্ঠে পতিত হবে এবং কোন তারকা নিজ স্থানে স্থির থাকবে না।

টীকা-৪. এবং ধূলি-বালির মত বাতাসে উড়ে যেভাবে।

টীকা-৫. যেগুলোর গর্ভকাল দশমাস অতিবাহিত হয়েছে এবং প্রসবকাল নিকটবর্তী হয়ে এসেছে,

টীকা-৬. না এগুলোর কোন রাখাল থাকবে, না কোন সংরক্ষণকারী। এ দিনের ভয়াবহ অবস্থার প্রকৃতি এমনি হবে এবং মানুষ তার অবস্থায় এমনিভাবে ব্যস্ত হবে যে, তখন এগুলোর প্রতি যত্ন নেয়ার কেউ থাকবে না।

টীকা-৭. ক্বিয়ামতের দিন পুনরুত্থানের পর একে অপর থেকে প্রতিশোধ নেবে। তারপর মাটিতে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে।

টীকা-৮. তারপর সেগুলো মাটি হয়ে যাবে,

টীকা-৯. এভাবে যে, পূণ্যবান পূণ্যবানদের সাথে হবে এবং পাপী পাপীদের সাথে। অথবা এর অর্থ এ'যে, আত্মাগুলোকে দেহগুলোর সাথে সংযুক্ত করা হবে। অথবা এ যে, আপন আমলগুলোর সাথে সংযুক্ত করা হবে, অথবা এ যে, ঈমানদারদের আত্মাগুলো হূরদের সাথে এবং কাফিরদের আত্মাগুলো শয়তানদের সাথে একত্রিত করা হবে।

★ 'সূরা আবাসা' সমাপ্ত।

وَإِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۝٨

৮. এবং যখন জীবন্ত প্রোথিতা (কন্যা সন্তান)-কে জিজ্ঞাসা করা হবে (১০),

بِأَيِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ ۝٩

৯. কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে (১১)?

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠

১০. যখন আমলনামা খোলা হবে,

وَإِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ۝١١

১১. আর যখন আসমানকে সেটার আপন স্থান থেকে সরিয়ে নেয়া হবে (১২),

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝١٢

১২. আর যখন জাহান্নামকে অগ্নি-প্রজ্জ্বলিত করা হবে (১৩),

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝١٣

১৩. এবং যখন বেহেশ্‌তকে নিকটে আনা হবে (১৪),

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ ۝١٤

১৪. তখন প্রত্যেক আত্মা অবগত হবে সে সম্পর্কে, যা সে উপস্থিত করেছে (১৫)।

فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝١٥

১৫. সুতরাং তারই শপথ (১৬), যা প্রত্যাবর্তন করে,

الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝١٦

১৬. সোজা চলে, স্থিত থাকে (১৭),

وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۝١٧

১৭. এবং রাতের (শপথ), যা পৃষ্ঠ প্রদান করে (১৮),

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝١٨

১৮. আর প্রভাতের (শপথ), যখন শ্বাস গ্রহণ করে (১৯),

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝١٩

১৯. নিশ্চয় এটা (২০) সম্মানিত প্রেরিতের (২১) বাণী,

ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝٢٠

২০. যিনি শক্তিশালী, আরশাধিপতির দরবারে সম্মানিত,

مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝٢١

২১. সেখানে তার আদেশ পালন করা হয় (২২), (যিনি) আমানতদার (২৩)।

وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ۝٢٢

২২. তোমাদের মুনিব, যিনি তোমাদের সাথে আছেন (২৪), পাগল নন (২৫),

وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ۝٢٣

২৩. এবং নিশ্চয় তিনি তাকে (২৬) আলোকিত প্রান্তে দেখলেন (২৭),

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝٢٤

২৪. এবং এ নবী অদৃশ্য বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে কৃপণ নন।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَٰنٍ رَّجِيمٍ ۝٢٥

২৫. এবং ক্বোরআন বিতাড়িত শয়তানের বাণী নয়।

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۝٢٦

২৬. সুতরাং তোমরা কোন্ দিকে যাচ্ছো (২৮)?

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ۝٢٧

২৭. এটাতো উপদেশই সারা বিশ্বের জন্য;

টীকা-১০. অর্থাৎ ঐ প্রোথিত কন্যা থেকে, যাকে জীবন্ত কবরস্থ করা হয়েছে, যেমন আরবের প্রথা ছিলো যে, জাহেলিয়াতের যুগে কন্যা সন্তানদের তারা জীবন্ত দাফন করে ফেলতো।

টীকা-১১. এ প্রশ্ন হত্যাকারীকে তিরস্কারের জন্য; যেন ঐ বালিকাটি এ উত্তর দেয়, "আমি বিনা দোষে নিহত হয়েছি।"

টীকা-১২. যেভাবে যবেহকৃত ছাগলের দেহ থেকে চামড়া খুলে নেয়া হয়,

টীকা-১৩. আল্লাহর শত্রুদের জন্য,

টীকা-১৪. আল্লাহর প্রিয়দের,

টীকা-১৫. পূণ্য অথবা পাপ।

টীকা-১৬. তারকাপুঞ্জ,

টীকা-১৭. ঐগুলো হচ্ছে পাঁচটি তারকা, যেগুলোকে 'খামসা-ই-মুতাহাইয়্যেরাহ্' বলা হয়। (ঐ তারকাগুলো হচ্ছে- ১) যুহল (শনিগ্রহ), ২) মুশ্‌তারী (বৃহস্পতিগ্রহ), ৩) মির্‌রিখ (মঙ্গলগ্রহ), ৪) যোহ্‌রা (শুক্রগ্রহ) এবং ৫) উতারিদ (বুধগ্রহ)।

অনুরূপই হযরত আলী ইবনে আবী তালিব থেকে বর্ণিত আছে।

টীকা-১৮. এবং তার অন্ধকার হালকা হয়ে যাবে।

টীকা-১৯. এবং তার ঔজ্জ্বল্য খুব প্রসারিত হবে,

টীকা-২০. ক্বোরআন শরীফ,

টীকা-২১. হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম)

টীকা-২২. অর্থাৎ আসমানগুলোর ফিরিশ্‌তাগণ তাঁর আনুগত্য করেন,

টীকা-২৩. আল্লাহর ওহীর,

টীকা-২৪. হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

টীকা-২৫. যেমন, মক্কার কাফিরগণ বলে থাকে,

টীকা-২৬. অর্থাৎ জিব্রাঈল আমীন (আলায়হিস্ সালাম)-কে তাঁর আসল সূরতে

টীকা-২৭. অর্থাৎ সূর্যের উদয়স্থলের উপর,

টীকা-২৮. এবং কেন ক্বোরআন থেকে বিমুখ হচ্ছো?

টীকা-২৯. অর্থাৎ যার সত্যের অনুসরণ এবং তার উপর অটল থাকার ইচ্ছা হয়। ★

****

لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ﴿٢٨﴾

২৮. তারই জন্য, যে তোমাদের মধ্যে সোজা-সরল হতে চায় (২৯)।

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. আর তোমরা কি চাইবে, কিন্তু এটাই যা আল্লাহ্, সারা বিশ্বের প্রতিপালক চান। ★

সূরা ইন্‌ফিতার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ইন্‌তিফার মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১৯ রুকূ'-১

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾

১. যখন আস্‌মান ফেটে পড়বে,

وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾

২. আর যখন তারকাপুঞ্জ ঝরে পড়বে,

وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٣﴾

৩. আর যখন সমুদ্র প্রবাহিত করা হবে (২),

وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ﴿٤﴾

৪. এবং যখন কবরগুলো উন্মোচিত করা হবে (৩),

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ﴿٥﴾

৫. তখন প্রত্যেক আত্মা অবগত হবে সে সম্পর্কে, যা সে পূর্বে প্রেরণ করেছে (৪) এবং পশ্চাতে (রেখে এসেছে) (৫)।

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ﴿٦﴾

৬. হে মানুষ! তোমাকে কোন্ জিনিষ ভুলিয়ে রেখেছে আপন করুণাময় প্রতিপালক থেকে (৬)?

الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾

৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন (৭), অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন (৮) অতঃপর সুসমঞ্জস করেছেন (৯),

فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾

৮. যে আকৃতিতেই চেয়েছেন, তোমাকে গঠন করেছেন (১০)।

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ﴿٩﴾

৯. কখনো নয় (১১), বরং তোমরা বিচার হওয়াকে অস্বীকার করছো (১২);

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ﴿١٠﴾

১০. এবং নিশ্চয় তোমাদের উপর কিছু সংখ্যক রক্ষণাবেক্ষণকারী রয়েছে (১৩);

كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ﴿١١﴾

১১. সম্মানিত লিখকগণ (১৪);

يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿١٢﴾

১২. জানেন যা কিছু তোমরা করো (১৫)।

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ﴿١٣﴾

১৩. নিশ্চয় পুণ্যবান তো (১৬) অবশ্যই

টীকা-১. 'সূরা ইন্‌ফিতার' মক্কী। এ'তে একটি রুকূ', উনিশটি আয়াত, আশিটি পদ এবং তিনশ সাতাশটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. এবং মিষ্ট ও লবণাক্ত পানি, সব মিলে এক হয়ে যাবে,

টীকা-৩. এবং ঐগুলোর মৃতদেরকে জীবিত করে বের করা হবে,

টীকা-৪. ভাল কিংবা মন্দ কাজ

টীকা-৫. ছেড়ে এসেছে, তা পুণ্য হোক কিংবা পাপ।

আর অন্য এক অভিমত হচ্ছে এ যে, 'যা আগে প্রেরণ করেছে' দ্বারা সাদ্‌ক্বাসমূহের কথা বুঝানো হয়েছে এবং 'যা পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে' দ্বারা 'মীরাস' বা পরিত্যক্ত সম্পত্তি বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৬. তুমি তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা সত্ত্বেও তাঁর প্রাপ্য চিনতে পারোনি এবং তাঁর নাফরমানী করেছো।

টীকা-৭. এবং অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে এনেছেন,

টীকা-৮. সুস্থ অঙ্গসম্পন্ন, শ্রবণকারী, অবলোকনকারী,

টীকা-৯. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য রেখেছেন,

টীকা-১০. লম্বা অথবা খাটো, সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট অথবা কুৎসিত, ফর্সা কিংবা কালো, পুরুষ কিংবা স্ত্রী।

টীকা-১১. আপন প্রতিপালকের কৃপার উপর তোমাদের অহংকারী না হওয়া চাই;

টীকা-১২. এবং প্রতিদান-দিবসকে অস্বীকারকারী হচ্ছো;

টীকা-১৩. তোমাদের কর্ম ও বাক্যসমূহের এবং তাঁরা হচ্ছেন- ফিরিশ্‌তা।

টীকা-১৪. তোমাদের আমলের;

টীকা-১৫. ভাল কিংবা মন্দ। তাঁদের নিকট থেকে তোমাদের কোন আমলই গোপন নয়।

টীকা-১৬. অর্থাৎ সত্যবাদী ঈমানদারগণ।

★ 'সূরা তাক্‌ভীর' সমাপ্ত।

শাস্তিতে থাকবে (১৭);

১৪. এবং নিশ্চয় পাপীরা তো (১৮) অবশ্যই জাহান্নামে যাবে;

১৫. ইনসাফের দিন তাতে গমন করবে;

১৬. এবং তা থেকে কোথাও লুকাতে পারবে না।

১৭. আর আপনি কি জানেন কেমন ভয়াবহ ইনসাফের দিন?

১৮. অতঃপর আপনি কি জানেন কেমন ভয়াবহ বিচারের দিন?

১৯. যে দিন কোন আত্মা অপর কোন আত্মার উপর কোন অধিকারই রাখবে না (১৯) এবং সেদিন সমস্ত হুকুম আল্লাহ্‌রই হবে। ★

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ⑭

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ⑮

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ⑯

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ⑰

ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ⑱

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ⑲

সূরা মুতাফ্‌ফিফীন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সূরা মুতাফ্‌ফিফীন মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৩৬ রুকূ'-১

১. পরিমাপে কারচুপিকারীদের ধ্বংস অবধারিত,

২. এরা যখন অপর লোকদের থেকে মেপে নেয়, তখন পুরোপুরিই নিয়ে থাকে,

৩. আর যখন তাদেরকে মেপে ও ওজন করে দেয়, তখন কম দিয়ে থাকে।

৪. ঐ লোকদের কি এ বিশ্বাস নেই যে, তাদেরকে উঠতে হবে–

৫. এক মহান দিবসের জন্য (২)?

৬. যেদিন সকল মানুষ (৩) রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে দণ্ডায়মান হবে!

৭. নিশ্চয়, কাফিরদের লিপি (৪) সবচেয়ে নিম্নস্থান 'সিজ্জীন'-এ রয়েছে (৫)।

৮. আপনি কি জানেন 'সিজ্জীন' কেমন (৬)?

৯. ঐ লিপিখানা একটা মোহরকৃত লিপি (৭)।

১০. ঐ দিন (৮) অস্বীকারকারীদের জন্য ধ্বংস রয়েছে,

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ①

الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ②

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ③

أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ④

لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ⑤

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ⑥

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ⑦

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ⑧

كِتَابٌ مَرْقُومٌ ⑨

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ⑩

টীকা-১৭. বেহেশ্‌ত;

টীকা-১৮. কাফির

টীকা-১৯. অর্থাৎ কোন কাফির অপর কোন কাফিরকে উপকৃত করতে পারবে না। (খাযিন) ★

****

টীকা-১. এক বর্ণনামতে, 'সূরা মুতাফ্‌ফিফীন' মক্কী এবং অপর এক বর্ণনামতে, মাদানী। অন্য একটি বর্ণনা হচ্ছে এ যে, হিজরতকালে এ সূরাটি মক্কা মুকাররামাহ্ ও মদীনা তৈয়্যবাহ্‌র মধ্যবর্তী স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে।

এ সূরায় একটি রুকূ' ছত্রিশটি আয়াত, একশ উনসত্তরটি পদ এবং সাতশ ত্রিশটি বর্ণ আছে।

শানে নুযূলঃ রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যখন মদীনা তৈয়্যবাহ্য় তাশরীফ আনলেন, তখন সেখানকার লোকেরা ওজনে খিয়ানত করতো। বিশেষভাবে, আবূ জুহায়নাহ্ নামক এক ব্যক্তি এমন ছিলো যে, সে দু'ধরণের পরিমাপক রাখতো। একটা নেয়ার এবং অন্যটা দেয়ার। এসব লোকের সম্পর্কে এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে এবং তাদেরকে সঠিকভাবে ওজন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

টীকা-২. অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন। ঐ দিন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব করা হবে।

টীকা-৩. নিজ নিজ কবর থেকে উত্থিত হয়ে

টীকা-৪. অর্থাৎ তাদের আমলনামাসমূহ

টীকা-৫. 'সিজ্জীন' হচ্ছে সপ্তম যমীনের নীচে একটি স্থান; যা ইব্‌লীস এবং তার সৈন্যদলের অবস্থানস্থল।

টীকা-৬. অর্থাৎ সেটা নিতান্তই ভয়-ভীতির স্থান।

টীকা-৭. যা না মিটে যেতে পারে, না পরিবর্তিত হতে পারে।

টীকা-৮. যখন ঐ লিপি বের করা হবে,

★ 'সূরা ইনফিতার' সমাপ্ত।

টীকা-৯. এবং প্রতিফল দিবস। অর্থাৎ তারা ক্বিয়ামত-দিবসকে অস্বীকারকারী।

টীকা-১০. সীমাতিক্রমকারী;

টীকা-১১. তাদের সম্পর্কে যে,

টীকা-১২. তার মন্তব্য ভুল,

টীকা-১৩. ঐসব নাফরমানী ও পাপ, যেগুলো তারা করছে। অর্থাৎ তাদের অপকর্মের পরিণাম ফলের কারণে তাদের অন্তর মরিচাময় এবং কালো হয়ে গেছে। হাদীস শরীফে আছে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, যখন বান্দা কোন গুনাহ্ করে তখন তার অন্তরে একটা কালো দাগ সৃষ্টি হয়ে যায়। যখন ঐ পাপ থেকে ফিরে আসে এবং তাওবা ও ইস্তিগফার করে তখন অন্তর পরিস্কার হয়ে যায়। আর যদি পুনরায় গুনাহ্ করে তখন ঐ দাগটি বৃদ্ধি পায়। শেষ পর্যন্ত সমগ্র অন্তরটা কালো হয়ে যায়। বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে- 'রায়ন'; অর্থাৎ ঐ মরিচা, যা সম্পর্কে আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। (তিরমিযী)

১১. যারা বিচার-দিবসকে অস্বীকার করে (৯)।

الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ⑪

১২. এবং ঐটাকে অস্বীকার করবে না, কিন্তু প্রত্যেক অবাধ্য (১০);

وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ⑫

১৩. যখন তার উপর আমার আয়াতগুলো পাঠ করা হয়, তখন বলে (১১), '(এগুলো হচ্ছে) পূর্ববর্তীদের কাহিনী।'

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ⑬

১৪. কখনো নয় (১২), বরং তাদের অন্তরগুলোর উপর মরিচা লেপন করে দিয়েছে তাদের কৃতকর্মগুলো (১৩)।

كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ⑭

১৫. হাঁ, হাঁ, নিশ্চয় ঐ দিন (১৪) তারা স্বীয় প্রতিপালকের সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত (১৫);

كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ⑮

১৬. অতঃপর নিশ্চয় তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে;

ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ⑯

১৭. তারপর (তাদেরকে) বলা হবে, 'এ হচ্ছে তা-ই (১৬), যেটাকে তোমরা অস্বীকার করতে (১৭)।'

ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ⑰

১৮. হাঁ, হাঁ, নিশ্চয়, পূণ্যবানদের লিপি (১৮) সবচেয়ে উচ্চস্থান 'ইল্লিয়্যীন'-এ রয়েছে (১৯)।

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ⑱

১৯. এবং তুমি কি জানো 'ইল্লিয়্যীন' কেমন (২০)?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ⑲

২০. ঐ লিপিটা হচ্ছে একটা মোহরকৃত লিপি (২১);

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ⑳

২১. নৈকট্যপ্রাপ্তরা (২২) যার যিয়ারত করে।

يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ㉑

২২. নিশ্চয় পূণ্যবান অবশ্যই শান্তিতে থাকে,

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ㉒

২৩. তখ্‌তসমূহের উপর (বসে) দেখে (২৩)।

عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ㉓

টীকা-১৪. অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন

টীকা-১৫. যেমন দুনিয়াতে তাঁর 'তাওহীদ' থেকে বঞ্চিত ছিলো;

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মু'মিনগণ আখিরাতে আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের নি'মাত সহজে লাভ করতে পারবে। কেননা, সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা কাফিরদের শাস্তির সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যা কাফিরদের জন্য শাস্তির হুমকি এবং ভীতি প্রদর্শন স্বরূপ হবে, তা মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারেনা। সুতরাং একথা নিশ্চিত হলো যে, এ 'বঞ্চিত হওয়া' মু'মিনদের জন্য প্রযোজ্য নয়। হযরত ইমাম মালেক (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন, "যখন তিনি নিজ দুশমনদেরকে স্বীয় সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত করেছেন, তখন বন্ধুদেরকে আপন তাজাল্লী দ্বারা ধন্য করবেন এবং নিজ সাক্ষাত দ্বারা সম্মানিত করবেন।

টীকা-১৬. আযাব,

টীকা-১৭. দুনিয়াতে।

টীকা-১৮. অর্থাৎ সত্যবাদী মু'মিনদের আমলনামাসমূহ

টীকা-১৯. 'ইল্লিয়্যীন' সপ্তম আসমানের মধ্যে এবং আরশের নীচে অবস্থিত।

টীকা-২০. অর্থাৎ এর অবস্থা আশ্চর্যজনক, মর্যাদাময় ও মহান।

টীকা-২১. 'ইল্লিয়্যীন'-এর মধ্যে। এ'তে তাদের আমলসমূহ লিপিবদ্ধ আছে।

টীকা-২২. ফিরিশ্‌তাগণ

টীকা-২৩. আল্লাহ্ তা'আলার সম্মান দান এবং তাঁর নি'মাতসমূহকে, যেগুলো তিনি তাদেরকে দান করেছেন এবং আপন শত্রুদেরকে, যারা বিভিন্ন

ধরণের শাস্তিতে লিপ্ত।

টীকা-২৪. যেহেতু তারা খুশীতে জাঁকজমকের মধ্যে থাকবে এবং অন্তরের আনন্দের চিহ্ন তাদের চেহারাগুলোর উপর উদ্ভাসিত হবে।

টীকা-২৫. যে, পূণ্যবানরাই এর মোহর ভাঙ্গবে।

টীকা-২৬. আনুগত্যের প্রতি অগ্রসর হয়ে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে।

টীকা-২৭. যা বেহেশতের পানীয়ের মধ্যে অতি উন্নতমানের।

تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ۝٢٤

২৪. আপনি তাদের চেহারাগুলোর উপর স্বস্তির সজীবতা দেখতে পাবেন (২৪),

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۝٢٥

২৫. বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে, যা মোহরকৃত অবস্থায় রাখা হয়েছে (২৫);

خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ۚ وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ۝٢٦

২৬. এর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর উপর এবং এরই উপর চাই আকাঙ্খাকারীদের আকাঙ্খা করা (২৬)।

وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ۝٢٧

২৭. এবং তার সংমিশ্রণ হচ্ছে 'তাসনীম' (২৭)-এর সাথে,

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ۝٢٨

২৮. সেই ঝরণা, যা থেকে (আল্লাহ্‌র) নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করেন (২৮)।

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ۝٢٩

২৯. নিশ্চয় দোষী ব্যক্তিরা (২৯) ঈমানদারদের নিয়ে (৩০) হাস্য করতো,

وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ۝٣٠

৩০. আর যখন তারা (৩১) তাদের (কাফিরগণ) পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করতো তখন তারা একে অপরকে তাদের (ঈমানদারগণ) প্রতি চোখ দিয়ে ইশারা করতো (৩২)।

وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ۝٣١

৩১. এবং যখন (৩৩) আপন ঘরের দিকে প্রত্যাবর্তন করতো, (তখন) তারা আনন্দ করতে করতে ফিরতো (৩৪),

وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ۝٣٢

৩২. আর যখন মুসলমানদেরকে দেখতো, তখন বলতো, 'নিশ্চয় এসব লোক পথভ্রষ্ট (৩৫)।'

وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ۝٣٣

৩৩. এবং এরা (৩৬) এদের (মুমিনগণ) জন্য কোন হিফাযতকারী হিসেবে প্রেরিত হয়নি (৩৭)।

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

৩৪. সুতরাং আজ (৩৮) ঈমানদারগণ

টীকা-২৮. অর্থাৎ বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তগণ বিশুদ্ধ পানীয় 'তাস্‌নীম' পান করবে। আর অন্যান্য বেহেশ্‌তীদের পানীয়ের মধ্যে তাস্‌নীমের শরাব (পানীয়) মিশ্রিত করা হবে।

টীকা-২৯. যেমন আবূ জাহ্‌ল, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা এবং আস্‌ ইবনে ওয়া-ইল প্রমুখ নেতৃস্থানীয় কাফির।

টীকা-৩০. যেমন- হযরত আম্মার, হযরত খোব্বাব, হযরত সোহায়ব এবং হযরত বিলাল প্রমুখ গরীব মু'মিন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)।

টীকা-৩১. ঈমানদারগণ

টীকা-৩২. সমালোচনা ও দোষত্রুটি আরোপ করার পন্থায়।

শানে নুযূলঃ বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী মুরতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু) মুসলমানদের একটা দলের মধ্যে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। মুনাফিকগণ তাঁদেরকে দেখে চোখে ইশারা করলো এবং ঠাট্টা করে হাসলো। আর পরস্পরের মধ্যে এসব হযরত সম্পর্কে অশোভনীয় উক্তি করলো। ওদিকে হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে পৌঁছার পূর্বেই এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৩. কাফিরগণ

টীকা-৩৪. অর্থাৎ মুসলমানদেরকে মন্দ বলে পরস্পরের মধ্যে তাঁদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতো এবং আনন্দিত হয়ে (ঘরে ফিরতো)।

টীকা-৩৫. কারণ, বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছেন এবং পার্থিব আনন্দ উপভোগগুলোকে পরকালের আশায় বর্জন করেছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করছেন–

টীকা-৩৬. কাফিরগণ

টীকা-৩৭. যেন তাদের অবস্থা ও আমলগুলোর উপর পাকড়াও করে; বরং তাদেরকে আত্মশুদ্ধির জন্য হুকুম দেয়া হয়েছে যেন তারা আপন অবস্থাকে সংশোধন করে নেয়। অন্যদেরকে বোকা সাব্যস্ত করা এবং তাদের প্রতি হাসি-ঠাট্টা করার মাধ্যমে কি উপকার পাবে?

টীকা-৩৮. অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন।

টীকা-৩৯. যেভাবে কাফিরগণ দুনিয়ায় মুসলমানদের দারিদ্র ও পরিশ্রমের উপর হাস্য করতো। এখানে ঘটনা তার বিপরীত। ঈমানদার স্থায়ী আরাম ও রহমতের মধ্যে আছেন, আর কাফিরগণ অপমানের স্থায়ী শাস্তিতে রয়েছে। দোযখের দরজা খোলা হবে। কাফিরগণ তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য দরজার দিকে দৌড়ে আসবে। যখন দরজার নিকট এসে পৌঁছবে তখন দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এ ধরণের বারবারই হতে থাকবে। কাফিরদের এ অবস্থা দেখে মুসলমানগণ তাদের প্রতি হাসবেন। আর মুসলমানদের অবস্থা এ যে, তাঁরা বেহেশতের মণিমুক্তার

مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾

عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٣٥﴾

هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

কাফিরদের প্রতি হাসছে (৩৯),

৩৫. তখ্‌তগুলোর উপর উপবিষ্ট হয়ে দেখছে (৪০)।

৩৬. কেন? কাফিরদের নিজ কৃতকর্মের কিছু প্রতিদান মিলেছে তো! ★

সূরা ইন্‌শিক্বাক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ইন্‌শিক্বাক্ব মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-২৫ রুকূ'-১

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴿١﴾

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴿٦﴾

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿٧﴾

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾

وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ

১. যখন আসমান বিদীর্ণ হবে (২),

২. এবং স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ শুনবে (৩) এবং তার জন্য উচিতও হচ্ছে এটাই।

৩. এবং যখন যমীনকে প্রসারিত করা হবে (৪),

৪. আর যা কিছু এর মধ্যে রয়েছে (৫) ঢেলে দেবে এবং শূন্য হয়ে যাবে,

৫. এবং স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ শুনবে (৬) এবং তার জন্য উচিতও হচ্ছে এটাই (৭)।

৬. হে মানব! নিশ্চয় তোমাকে আপন প্রতিপালকের প্রতি (৮) অবশ্যই দৌড়াতে হবে। অতঃপর তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে হবে (৯)।

৭. অতঃপর ঐ ব্যক্তি, যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে (১০),

৮. অতিসত্বর তার থেকে সহজ হিসাব গ্রহণ করা হবে (১১)

৯. এবং আপন পরিবার-পরিজনের প্রতি

টীকা-৪০. কাফিরদের অপমান, বেইজ্জতী এবং কঠিন শাস্তি। আর এর উপর হাসবেন।

টীকা-৪১. অর্থাৎ সমস্ত কৃতকর্মের– যা তারা দুনিয়াতে করেছিলো। ★

****

টীকা-১. 'সূরাইন্‌শাক্বক্বাত' যাকে 'সূরা ইন্‌শিক্বাক্ব'ও বলা হয়, মক্কী। এ'তে একটি রুকূ', পঁচিশটি আয়াত, একশ সাতটি পদ এবং চারশ' ত্রিশটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়,

টীকা-৩. সেটা বিদীর্ণ হওয়া সম্পর্কে এবং তাঁর আনুগত্য করবে

টীকা-৪. এবং তার উপর কোন দালান ও পাহাড় অবশিষ্ট থাকবে না,

টীকা-৫. অর্থাৎ তার অভ্যন্তরীন ধন-ভাণ্ডারসমূহ এবং মৃতদের সবাইকে বাইরে (ঢেলে দেবে)।

টীকা-৬. আপন অভ্যন্তরের বস্তুসমূহ বাইরে নিক্ষেপ করা সম্পর্কে এবং তাঁর আনুগত্য করবে।

টীকা-৭. তখন মানুষ নিজ কর্মের প্রতিফল দেখতে পাবে।

টীকা-৮. অর্থাৎ তাঁর দরবারে উপস্থিতির জন্য। তা দ্বারা মৃত্যুর কথা বুঝানো হয়েছে। (মাদারিক)

টীকা-৯. এবং স্বীয় কর্মের পরিণাম ফল পাবে।

টীকা-১০. এবং ঐ ব্যক্তি হচ্ছে– মু'মিন,

টীকা-১১. 'সহজ হিসাব' হচ্ছে– তার সামনে তার আমলগুলো উপস্থাপন করা হবে, সে নিজের পূণ্য ও পাপ চিনতে পারবে। অতঃপর পূণ্যের বিনিময় সাওয়াব দেয়া হবে এবং পাপের জন্য ক্ষমা করা হবে। এই হচ্ছে– 'সহজ হিসাব'। না এতে শক্ত পাকড়াও হবে, না একথা বলা যাবে যে, 'এমন কেন করেছো?' না কৈফিয়ৎ চাওয়া হবে, না এর উপর প্রমাণ দাঁড় করানো হবে। কেননা, যার নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হবে, তার কোন যুক্তিযুক্ত ওযর হস্তগত হবে না। আর সে কোন প্রমাণও পাবে না; (বরং) লজ্জিত হবে। (আল্লাহ্ তা'আলা কঠিন হিসাব থেকে মুক্তি দান করুন!)

★ 'সূরা মুতাফফিফীন' সমাপ্ত।

টীকা-১২. 'পরিবার-পরিজন' দ্বারা বেহেশ্‌তী পরিবারের সদস্যদের বুঝানো হয়েছে। তারা হুরদের মধ্য থেকে হোক, কিংবা মানুষের মধ্য থেকে হোক।

টীকা-১৩. নিজের এ সফলতার উপর।

টীকা-১৪. এবং ঐ ব্যক্তি হচ্ছে কাফির, যার ডান হাতকে তার গর্দানের সাথে মিলিয়ে কড়ায় বেঁধে দেয়া হবে এবং বাম হাতকে পিঠের দিকে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। তাতেই তার 'আমলনামা' দেয়া হবে। এ অবস্থা দেখে সে জানতে পারবে যে, সে দোযখীদের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং

টীকা-১৫. এবং বলবে, 'এয়া সাবূরা'! 'সাবূরা' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'ধ্বংস'।

টীকা-১৬. দুনিয়াতে

টীকা-১৭. আপন কু-প্রবৃত্তিসমূহ ও কামভাবের মধ্যে এবং অহংকারী ও দাম্ভিক ছিলো;

টীকা-১৮. 'স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি এবং তাকে মৃত্যুর পর উঠানো হবে না।'

مَسْرُوْرًا ﴿٩﴾

(১২) আনন্দিত অবস্থায় ফিরবে (১৩)।

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ﴿١٠﴾

১০. এবং ঐ ব্যক্তি, যার কর্মলিপি তার পিঠের পেছন দিকে দেয়া হবে (১৪)

فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ﴿١١﴾

১১. ঐ ব্যক্তি অচিরেই মৃত্যু প্রার্থনা করবে (১৫);

وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ﴿١٢﴾

১২. এবং প্রজ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে;

اِنَّهٗ كَانَ فِیْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ﴿١٣﴾

১৩. নিশ্চয় সে আপন ঘরে (১৬) আনন্দিত ছিলো (১৭);

اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ﴿١٤﴾

১৪. সে মনে করেছিলো যে, তাকে ফিরতে হবে না (১৮);

بَلٰۤى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ﴿١٥﴾

১৫. হাঁ, কেন নয় (১৯)? নিশ্চয় তার প্রতিপালক তাকে দেখছেন।

فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾

১৬. অতঃপর শপথ আমায়, সন্ধ্যালোকের ঔজ্জ্বল্যের (২০)

وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾

১৭. ও রাতের এবং ঐ সমস্ত বস্তুর, যা তন্মধ্যে একত্রিত হয় (২১),

وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾

১৮. এবং চন্দ্রের, যখন পূর্ণাঙ্গ হয় (২২)–

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾

১৯. অবশ্যই তোমরা স্তরের পর স্তরে উত্তীর্ণ হবে (২৩)।

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০. সুতরাং তাদের কি হয়েছে – তারা ঈমান আনছে না (২৪)

টীকা-১৯. অবশ্যই স্বীয় প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং মৃত্যুর পর উঠানো হবে ও হিসাব নেয়া হবে।

টীকা-২০. যা লালিমার পর পরিলক্ষিত হয়। আর তা অন্তর্নিহিত হবার পর, ইমাম অবূ হানীফা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর মতে, এশার নামাযের সময় আরম্ভ হয়। এ অভিমত হচ্ছে – অনেক সাহাবীর। আর কোন কোন আলিম 'শফক্ব' দ্বারা লালিমাই বুঝিয়ে থাকেন।

টীকা-২১. জীবজন্তুগুলোর মতো, যেগুলো দিনের বেলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং রাতে আপন আপন বাসস্থান ও ঠিকানাসমূহের প্রতি ফিরে আসে। আর যেমন অন্ধকার এবং তারকাপুঞ্জ ও সেই আমলসমূহ, যেগুলো রাতের বেলায় সম্পন্ন করা হয়। যেমন তাহাজ্জুদের নামায।

টীকা-২২. এবং সেটার আলো পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়। আর এটা 'আইয়্যাম-এ-বীদ্' (অর্থাৎ ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ তারিখ)-এ হয়ে থাকে।

টীকা-২৩. এ সম্বোধন হয়ত মানবজাতির প্রতি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ হবে এ যে, 'তোমাদের বর্তমান অবস্থার পর তোমাদের সামনে উপস্থিত হবে।' হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেছেন যে, (এর অর্থ–) মৃত্যুর কঠিন ও ভয়ানক অবস্থাদি; অতঃপর মৃত্যুর পর উঠা; তারপর হিসাব-নিকাশের নির্দ্ধারিত স্থানে উপনীত হওয়া। এবং এও বলা হয়েছে যে, মানুষের অবস্থাদির মধ্যে ক্রম-বিন্যাস রয়েছে। যেমন-এক সময় দুগ্ধপায়ী সন্তান হয়ে থাকে। তারপর সে দুধপান ছেড়ে দেয়। তারপর শৈশব আসে, তারপর যুবক হয়, তারপর যৌবনে ভাটা পড়ে, অতঃপর বৃদ্ধ হয়।

অন্য এক অভিমত হচ্ছে এ যে, এ সম্বোধন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে করা হয়েছে। কেননা, তিনি মি'রাজের রাতে প্রথম আসমানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, অতঃপর দ্বিতীয় আসমানে, এভাবে স্তরের পর স্তর, মর্যাদার পর মর্যাদা অতিক্রম করে নৈকট্যের স্তরগুলোতে পৌঁছেছেন। বোখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতের মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। তখন অর্থ হবে এ যে, 'মুশরিকদের উপর তাঁর বিজয় ও সফলতা অর্জিত হবে। আর পরিণামফল খুবই ভাল হবে। আপনি কাফিরদের অবাধ্যতা এবং তাদের অস্বীকার করার কারণে দুঃখিত হবেন না।'

টীকা-২৪. অর্থাৎ এখন ঈমান আনায় কি আপত্তি রয়েছে! স্পষ্ট প্রমাণাদি প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও কেন ঈমান আনছো না?

টীকা-২৫. এটা দ্বারা 'সাজদা-ই-তেলাওয়াত' বুঝানো হয়েছে।

শানে নুযূলঃ যখন সূরা 'ইক্বরা'র মধ্যে 'ওয়াস্‌জুদ ওয়াক্বতারিব' (وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ) অবতীর্ণ হলো, তখন সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পড়ে সাজদা করলেন, ঈমানদারগণও তাঁর সাথে সাজদা করলেন। কিন্তু ক্বোরায়শের কাফিররা সাজদা করলো না। তাদের এ কাজের নিন্দায় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। (আর এরশাদ হয়েছে যে,) কাফিরদের নিকট যখন ক্বোরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা 'সাজদা-ই-তেলাওয়াত' করে না।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, সাজদা ওয়াজিব শ্রবণকারীর উপর। পবিত্র হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তেলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী– উভয়ের উপরই সাজদা ওয়াজিব হয়। ক্বোরআন করীমের মধ্যে সাজদার চৌদ্দটা আয়াত রয়েছে, যেগুলো পড়লে অথবা শুনলে সাজদা ওয়াজিব হয়ে যায়– শ্রবণকারী শুনার ইচ্ছা করুক কিংবা না-ই করুক।

সূরা ঃ ৮৫ বুরূজ ১০৬৯ পারা ঃ ৩০

২১. আর যখন ক্বোরআন পড়া হয়– সাজদা করেনা (২৫)?

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢١﴾

সাজদাহ্‌-১৩

২২. বরং কাফির অস্বীকার করছে (২৬)।

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. এবং আল্লাহ্‌ ভালভাবে জানেন, যা আপন মনে পোষণ করছে (২৭)।

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. সুতরাং আপনি তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন (২৮);

فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾

২৫. কিন্তু, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য ঐ সাওয়াব রয়েছে, যা কখনো শেষ হবে না। ★

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

সূরা বুরূজ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সূরা বুরূজ মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-২২ রুকূ'-১

১. শপথ আসমানের, যার মধ্যে কক্ষপথ রয়েছে (২),

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾

২. এবং ঐ দিনের, যার ওয়াদা রয়েছে (৩),

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿٢﴾

৩. এবং ঐ দিনের, যে (দিন)টি সাক্ষী (৪), এবং ঐ দিনের, যাতে উপস্থিত হয় (৫)–

وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾

মানযিল - ৭

মাস্‌আলাঃ 'সাজদা-ই-তেলাওয়াত'-এর জন্যও ঐ শর্তাবলী প্রযোজ্য, যেগুলো নামাযের জন্য প্রযোজ্য। যেমন– পবিত্র হওয়া, ক্বিবলামুখী হওয়া, সতর ঢাকা ইত্যাদি।

মাস্‌আলাঃ সাজদার প্রথমে ও শেষে 'আল্লাহু আকবর' বলা উচিৎ।

মাস্‌আলাঃ ঈমাম সাহেব সাজদার আয়াত পড়লেন। এখন তাঁর উপর, মুক্তাদীদের উপর এবং যারা নামাযের মধ্যে শরীক নয়, কিন্তু শুনেছে, তার উপরও, সাজদা করা ওয়াজিব।

মাস্‌আলাঃ সাজদার যতগুলো আয়াত পড়া হবে ততটি সাজদা ওয়াজিব হবে। যদি একই আয়াত এক বৈঠকে বারবার পড়া হয়, তবে একটি মাত্র সাজদা ওয়াজিব হবে।

এর বিস্তারিত বিবরণ ফিক্বহের কিতাবাদিতে রয়েছে (তাফসীর-ই-আহ্‌মদী)

টীকা-২৬. পবিত্র ক্বোরআনকে এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে।

টীকা-২৭. কুফর এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করা।

টীকা-২৮. তাদের কুফরের উপর একগুঁয়েমীর কারণে। ★

****

টীকা-১. 'সূরা বুরূজ' মক্কী। এ'তে একটি রুকূ' বাইশটি আয়াত, একশ নয়টি পদ এবং চারশ পয়ষট্টিটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. যাদের সংখ্যা বারো (১২) এবং সেগুলোর মধ্যে আল্লাহ্‌র হিকমতের অত্যাশ্চর্য নিদর্শনাদি বিরাজমান। সূর্য, চন্দ্র এবং তারকাপুঞ্জের পরিভ্রমণ সেগুলোর নির্দিষ্ট নিয়মের উপর রয়েছে; যার মধ্যে কোনরূপ তারতম্য ঘটেনা।

টীকা-৩. ওটা হচ্ছে ক্বিয়ামতের দিন।

টীকা-৪. এটা দ্বারা জুমু'আর দিন বুঝানো হয়েছে; যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-৫. মানুষ ও ফিরিশ্‌তাগণ। এর দ্বারা আরাফাতের দিন বুঝানো হয়েছে।

★ 'সূরা ইন্‌শিক্বাক্ব' সমাপ্ত।

টীকা-৬. বর্ণিত আছে যে, প্রাচীন যুগে এক বাদশাহ্ ছিলো। যখন তার যাদুকর বৃদ্ধ হয়ে গেলো, তখন সে বাদশাহ্কে বললো, "আমার নিকট একটা ছেলে প্রেরণ করুন, যাকে আমি যাদুবিদ্যা শিখাবো।" বাদশাহ্ একটা ছেলেকে নিযুক্ত করলো। সে যাদু শিখতে আরম্ভ করলো। পথিমধ্যে একজন 'রাহিব' (ধর্মযাজক) বাস করতেন। ছেলেটি তাঁর নিকট বসতে লাগলো এবং তাঁর কথাবার্তা তার হৃদয় স্পর্শ করতে লাগলো। তখন সে আসা-যাওয়ার সময় ঐ ধর্মযাজকের সংস্পর্শে বসাকে নির্দ্ধারিত করে নিলো।

সে একদা পথিমধ্যে একটি জন্তুর সম্মুখীন হলো। ছেলেটি একটি পাথর হাতে নিয়ে এ দো'আ করলো, "হে প্রতিপালক! যদি আপনার নিকট ঐ ধর্মযাজক প্রিয় হন, তাহলে আমার এ পাথর দ্বারা এ জন্তুকে ধ্বংস করে দিন।" ঐ জন্তুটি তার প্রস্তরাঘাতে মরে গেলো। এরপর ছেলেটি 'মুস্তাজাবুদ্দাওরাত' (যার দো'আ আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য)-এর মর্যাদা লাভ করলো। তার দো'আর বদৌলতে কুষ্ঠরোগী ও অন্ধ সুস্থ হতে লাগলো।

বাদশাহ্র এক সভাসদ অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছেলেটির নিকট আসলেন। ছেলেটি তাঁর জন্য দো'আ করলো। তিনি আরোগ্য লাভ করলেন এবং আল্লাহ্র উপর ঈমান আনলেন। এরপর বাদশাহ্র দরবারে পৌঁছলে বাদশাহ্ বললো, "তোমাকে কে আরোগ্য দান করলো?" তিনি বললেন, "আমার প্রতিপালক!" বাদশাহ্ বললো, "আমি ব্যতীত কি অন্য কোন প্রতিপালকও আছে?" এটা বলে সে তাঁর উপর বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন আরম্ভ করে দিলো। শেষ পর্যন্ত তিনি বালকটির ঠিকানা বলে দিলেন। এখন ছেলেটির উপর নির্যাতন শুরু করলো। সে রাহিবের সন্ধান দিলো। তখন রাহিবের উপর নির্যাতন শুরু করলো এবং তাঁকে বললো, "আপন ধর্ম ত্যাগ করো!" তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন তাঁর মাথার উপর করাত চালিয়ে দিলো। এভাবে ঐ সভাসদকেও করাত চালিয়ে হত্যা করলো।

তারপর ছেলেটির সম্পর্কে নির্দেশ দিলো যেন তাকে পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে দেয়া হয়। সৈন্যরা তাকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গেলো। তখন সে দো'আ করলো। এ'তে পাহাড়ে ভূমিকম্প আসলো। সবাই পাহাড় থেকে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেলো। ছেলেটি নিরাপদে চলে আসলো। বাদশাহ্ বললো, "সৈন্যদের কি হলো?" সে বললো, "আল্লাহ্ সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।" তারপর বাদশাহ্ ছেলেটাকে ডুবিয়ে মারার জন্য পাঠালো। ছেলে দো'আ করলো। নৌকা ডুবে গেলো আর সমস্ত রাজকর্মচারী ডুবে মরলো। ছেলেটি অক্ষত অবস্থায় বাদশাহ্র নিকট ফিরে আসলো। বাদশাহ্ বললো, "ঐ লোকদের কি হয়েছে?" বললো, "আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর তুমি আমাকে ধ্বংস করতেই পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ কাজ করবে না, যা আমি বাতলিয়ে দিই।" বাদশাহ্ বললো, "ওটা কি?" ছেলেটি বললো, "একটা ময়দানে সকল মানুষকে একত্রিত করো এবং আমাকে খেজুর গাছের দণ্ডে শূলে চড়াও। তারপর আমার শরাশ্রয় থেকে একটি তীর বের করে 'বিসমিল্লাহি রব্বিল গোলাম' বলে নিক্ষেপ করো। এমনি করলে তুমি আমাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে।" বাদশাহ্ তেমনই করলো। তীর ছেলেটির কানের লতিতে বিদ্ধ হলো। সে তার উপর আপন হাত রাখলো এবং আল্লাহ্র সান্নিধ্যে চলে গেলো। এ ঘটনা দেখে সমস্ত মানুষ ঈমান নিয়ে আসলো। এতে বাদশাহ্ আরো মর্মাহত হলো।

৪. কুণ্ড-অধিপতিদের উপর অভিশাপ হোক (৬)!

৫. ঐ প্রজ্জ্বলিত আগুনের অধিপতিগণ,

৬. যখন তার কিনারায় বসেছিলো (৭);

৭. এবং তারা নিজেরাই সাক্ষী রয়েছে (সে সম্পর্কে) যা কিছু তারা মুসলমানদের সাথে করছিলো (৮)।

৮. এবং তাদের নিকট মুসলমানদের খারাপ লেগেছে এটা নয় কি যে, তারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্- মহা সম্মানিত, সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিতের উপর?

৯. যাঁরই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর সাক্ষী আছেন।

১০. নিশ্চয় যারা মুসলমান পুরুষদের ও

قُتِلَ أَصْحٰبُ الْأُخْدُودِ ﴿٤﴾

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿٥﴾

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿٦﴾

وَهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿٧﴾

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٨﴾

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٩﴾

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ

তখন সে একটা গর্ত খনন করালো এবং তাতে আগুন প্রজ্জ্বলিত করলো। আর ঘোষণা করলো, "যে ব্যক্তি ধর্ম (ঈমান) পরিত্যাগ করবে না, তাকে এ আগুনে নিক্ষেপ করো।" লোকেরা আগুনে নিক্ষিপ্ত হলো। শেষ পর্যন্ত একটা নারী আসলো। তার কোলে একটি শিশু ছিলো। মহিলাটি একটু ভীত-সন্ত্রস্ত হলো। শিশুটি বললো, "মা, তুমি ধৈর্যধারণ করো। অস্থির হয়োনা। তুমি সত্য ধর্মের উপর রয়েছো।" শিশু এবং তার মা উভয়ই আগুনে নিক্ষিপ্ত হলো। এ হাদীস শরীফখানা বিশুদ্ধ। ইমাম মুসলিম হাদীসটি সংকলন করেন। এ ঘটনা দ্বারা আউলিয়া কেরামের কারামত প্রমাণিত হয়। আয়াতে এ ঘটনারই উল্লেখ রয়েছে।

টীকা-৭. আসনসমূহ সজ্জিত করলো এবং মুসলমানদেরকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করছিলো।

টীকা-৮. রাজকর্মচারীগণ বাদশাহ্র নিকট এসে একে অপরের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতো যে, এরা আদেশ পালনে কোন ত্রুটি করেনি। ঈমানদারগণকে আগুনে নিক্ষেপ করেছে। বর্ণিত আছে যে, যেসব ঈমানদার আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের আগুনে পড়ার পূর্বেই তাদের রূহ 'কবজ' করে তাদেরকে কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আর আগুন গর্তের মুখ দিয়ে বের হয়ে পার্শ্বে উপবিষ্ট কাফিরদেরকেও জ্বালিয়ে দিয়েছিলো।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ ঘটনার মধ্যে ঈমানদারদেরকে ধৈর্যধারণ করার এবং মক্কাবাসীদের উৎপীড়ন সহ্য করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝١٠

মুসলমান নারীদেরকে কষ্ট দিয়েছে (৯) অতঃপর তাওবা করেনি (১০), তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি (১১) ও তাদের জন্য আগুনের শাস্তি (অবধারিত) (১২)।

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۝١١

১১. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য এমন সব 'বাগান' রয়েছে, যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এটাই হলো বড় সফলতা।

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۝١٢

১২. অবশ্যই আপনার প্রতিপালকের পাকড়াও নিতান্ত কঠিন (১৩)।

إِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ۝١٣

১৩. নিশ্চয় তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় সৃষ্টি করেন (১৪),

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۝١٤

১৪. এবং তিনিই মার্জনাকারী, আপন নেক্কার বান্দাদের জন্য প্রেমময়,

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ۝١٥

১৫. সম্মানিত আরশ-অধিপতি;

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۝١٦

১৬. সর্বদা যা ইচ্ছা করেন, তাই সম্পন্নকারী।

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ۝١٧

১৭. আপনার নিকট কি 'সৈন্যদের' কথা এসেছে (১৫)?

فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ۝١٨

১৮. ঐ সৈন্যদল কারা? ফিরআউন ও সামূদ (১৬)।

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ۝١٩

১৯. বরং (১৭) কাফিরগণ অস্বীকারের মধ্যে রয়েছে (১৮);

وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ۝٢٠

২০. এবং আল্লাহ্ তাদের পেছনের দিক থেকে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন (১৯)।

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۝٢١

২১. বরং তা পূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন ক্বোরআন,

فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝٢٢

২২. লওহ-ই-মাহফূযের মধ্যে। ★

টীকা-৯. আগুনে দগ্ধ করে।

টীকা-১০. এবং স্বীয় কুফর থেকে বিরত হয়নি,

টীকা-১১. পরকালে, তাদের কুফরের পরিণতিতে।

টীকা-১২. দুনিয়াতে। অর্থাৎ ঐ আগুনই তাদেরকে জ্বালিয়ে ফেলেছে। এটা হচ্ছে মুসলমানদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করার অশুভ পরিণতি।

টীকা-১৩. যখন তিনি যালিমদেরকে শাস্তিতে গ্রেফতার করবেন।

টীকা-১৪. অর্থাৎ প্রথমে দুনিয়াতে সৃষ্টি করেন, তারপর ক্বিয়ামতের দিন কৃতকর্মের বিনিময় দেয়ার জন্য মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করবেন।

টীকা-১৫. যাদেরকে কাফিরগণ নবীগণের (আঃ) মুকাবিলায় আনয়ন করেছে?

টীকা-১৬. যাদেরকে আপন কুফরের দরুন ধ্বংস করা হয়েছে।

টীকা-১৭. হে বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আপনার উম্মতের

টীকা-১৮. আপনাকে এবং পবিত্র ক্বোরআনকে। যেমন পূর্ববর্তী কাফিরদের প্রথা ছিলো।

টীকা-১৯. তা থেকে তাদেরকে রক্ষাকারী কেউ নেই। ★

****

সূরা তা-রিক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা তা-রিক্ব মক্কী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১৭ রুকূ'-১

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۝١

১. আসমানের শপথ এবং রাতে আগমনকারীর (২);

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۝٢

২. এবং আপনি কি কিছু জেনেছেন, সে-ই রাতে আগমনকারী কি?

টীকা-১. 'সূরা আত্-তা-রিক্ব' মক্কী। এ'তে একটি রুকূ' সতেরটি আয়াত, আটষট্টিটি পদ এবং দু'শ উনচল্লিশটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. অর্থাৎ তারকাপুঞ্জের, যেগুলো রাতে চমকিত হয়।

শানে নুযূলঃ এক রাতে সৈয়দে আলম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে আবূ তালিব কিছু উপহার নিয়ে উপস্থিত হলো। হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তা আহার ফরমাচ্ছিলেন। ইত্যবসরে একটি তারকা খসে পড়লো এবং মহাশূন্য আগুনে ভরে গেলো। আবূ তালিব ভীত হয়ে বলতে

★ 'সূরা বুরূজ' সমাপ্ত।

লাগলো, "এ কি কাণ্ড?" হুযূর বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, "এটা তারকা, যা দ্বারা শয়তানদেরকে আঘাত করা হয় এবং এটি আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনগুলোর অন্যতম। এ'তে আবূ তালিব আশ্চর্যান্বিত হলো। আর এ সূরাটা অবতীর্ণ হলো।

টীকা-৩. তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, যিনি তার (বান্দা) আমলসমূহ সংরক্ষণ করেন এবং তার পাপ-পূণ্য সবকিছু লিপিবদ্ধ করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেছেন যে, তা দ্বারা ফিরিশ্‌তাদের কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৪. যাতে সে জানতে পারে যে, তার সৃষ্টিকর্তা তাকে তার মৃত্যুর পর প্রতিদানের জন্য পুনর্জীবিত করার উপর শক্তিমান। সুতরাং তার প্রতিফল দিবসের জন্য 'আমল' করা উচিত।

টীকা-৫. অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর বীর্য থেকে, যা গর্ভাশয়ে মিলিত হয়ে এক হয়ে যায়।

টীকা-৬. অর্থাৎ পুরুষের পিঠ থেকে এবং নারীর বক্ষস্থল থেকে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, "মেয়েলোকের বুকের ঐ স্থান থেকে, যেখানে হার পরিধান করা হয়।" এবং তাঁরই থেকে বর্ণিত আছে যে, 'মেয়েলোকের বক্ষস্থলের দু'পাশের মধ্যবর্তী স্থানথেকে।' এটাও বলা হয়েছে যে, বীর্য মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে নির্গত হয়। আর এর বেশীর ভাগ মস্তিষ্ক থেকে পুরুষের পীঠে আসে এবং নারীর শরীরের অগ্রভাগের বহু সংখ্যক শিরা-উপশিরায়, যা বক্ষস্থলে বিদ্যমান থাকে, অবতরণ করে। এ কারণে এ দু'স্থানের বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-৭. অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবন ফিরিয়ে দেয়ার উপর

টীকা-৮. 'গোপন কথাগুলো' দ্বারা 'আক্বা-ইদ', নিয়তসমূহ এবং ঐ সমস্ত আমলের কথা বুঝানো হয়েছে, যে গুলোকে মানুষ গোপন করে থাকে। ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোর সবই প্রকাশ করে দেবেন।

টীকা-৯. অর্থাৎ যে ব্যক্তি পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী, না তার এমন শক্তি থাকবে, যা দিয়ে শাস্তিকে রোধ করতে পারে, না এমন কোন সাহায্যকারী থাকবে, যে তাকে বাঁচাতে পারবে।

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝٣

৩. (তা হচ্ছে) অত্যন্ত উজ্জ্বল তারকা।

إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝٤

৪. এমন কোন আত্মা নেই, যার উপর হিফাযতকারী নেই (৩)।

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝٥

৫. সুতরাং উচিত যেন মানুষ গভীর চিন্তা করে যে, কোন্ জিনিষ দ্বারা (তাকে) সৃষ্টি করা হয়েছে (৪)!

خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ۝٦

৬. লাফিয়ে পড়া পানি দ্বারা (৫),

يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝٧

৭. যা পিঠ ও বুকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে নির্গত হয় (৬)।

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝٨

৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে ফিরিয়ে দেয়ার উপর (৭) ক্ষমতাবান।

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۝٩

৯. যেদিন গোপন কথাগুলোর যাচাই হবে (৮)

فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۝١٠

১০. তখন মানুষের নিকট না কোন ক্ষমতা থাকবে, না কোন সাহায্যকারী (৯)।

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝١١

১১. আসমানের শপথ, যা থেকে বৃষ্টি নামে (১০),

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝١٢

১২. এবং যমীনের শপথ, যা থেকে উদ্ভিদ বের হয় (১১),

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝١٣

১৩. নিশ্চয়, ক্বোরআন একটা মীমাংসাকারী বাণী (১২);

وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝١٤

১৪. এবং কোন হাসি-ঠাট্টার কথা নয় (১৩)।

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝١٥

১৫. নিশ্চয় কাফিরগণ নিজেদের সাধ্যমত ষড়যন্ত্র চালিয়ে থাকে (১৪),

টীকা-১০. যা যমীনের উৎপন্ন দ্রব্য, উদ্ভিদ ও বৃক্ষাদির জন্য পিতৃতুল্য।

টীকা-১১. এবং তৃণ ও উদ্ভিদসমূহের জন্য মাতৃ-সমতুল্য এবং এ উভয়ই আল্লাহ্ তা'আলার আশ্চর্যজনক নি'মাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর এগুলোর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম শক্তির অগণিত নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়, যে গুলোর মধ্যে গভীর চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষ মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের পক্ষে অসংখ্য দলীল পেতে পারে।

টীকা-১২. অর্থাৎ হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়;

টীকা-১৩. যা অকেজো ও অপ্রয়োজনীয় হবে।

টীকা-১৪. এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনকে মিটিয়ে দেয়া, সত্যের আলোককে নির্বাপিত করা এবং সৈয়দে আলম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে কষ্ট দেয়ার জন্য বিভিন্ন ধরণের চক্রান্ত করে।

টীকা-১৫. যার সম্পর্কে তাদের খবর নেই।

টীকা-১৬. হে নবীকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

টীকা-১৭. অল্প দিনের, যেহেতু তাদেরকে অনতিবিলম্বে ধ্বংস করা হবে। অতএব, এমনই হয়েছে- বদরযুদ্ধে তাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি পাকড়াও করেছে। [এবং 'আয়াতে সায়ফ' (ফাক্বতুলুল মুশরিকীনা হায়সু ওয়াজাদ্‌তুমূহুম) দ্বারা সুযোগ দেয়ার নির্দেশ রহিত করা হয়েছে।] ★

****

وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ۝١٦

১৬. এবং আমি স্বীয় গোপন তদ্‌বীর করি (১৫)।

فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۝١٧

১৭. সুতরাং তোমরা কাফিরদেরকে অবকাশ দাও (১৬), তাদেরকে সামান্য সুযোগ দাও (১৭)। ★

সূরা আ'লা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আ'লা মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১৯ রুকূ'-১

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۝١

১. স্বীয় প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করো, যিনি সবার উর্ধ্বে (২),

الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۝٢

২. যিনি সৃষ্টি করে সুঠাম করেছেন (৩);

وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۝٣

৩. এবং নির্দিষ্ট পরিমাপের উপর রেখে পথ প্রদর্শন করেছেন (৪),

وَالَّذِيْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۝٤

৪. এবং যিনি চারা বের করেছেন,

فَجَعَلَهٗ غُثَاۗءً اَحْوٰى ۝٥

৫. তারপর সেটাকে শুষ্ক কালো করেছেন।

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ۝٦

৬. এখন আমি আপনাকে পড়াবো; ফলে আপনি ভুলবেন না (৫);

اِلَّا مَا شَاۗءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ۝٧

৭. কিন্তু আল্লাহ্ যা চান (৬)। নিশ্চয় তিনি জানেন প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যকে।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ۝٨

৮. এবং আমি আপনার জন্য সহজের সামগ্রীসমূহ যোগাড় করে দেবো (৭)।

فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ۝٩

৯. অতএব, আপনি উপদেশ দান করুন (৮) যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয় (৯);

টীকা-১. 'সূরা আ'লা' মক্কী। এ'তে একটি রুকূ', উনিশটি আয়াত, বাহাত্তরটি পদ এবং দু'শ একানব্বইটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. অর্থাৎ তাঁর স্মরণ ইজ্জত-সম্মানের সাথে করো। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন সৈয়দে আলম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, "এ'কে আপন সাজদার অন্তর্ভুক্ত করো।" অর্থাৎ সাজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' বলো। (আবূ দাউদ শরীফ)

টীকা-৩. অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিষের সৃষ্টি এমনই যথার্থ ভাবে করেছেন, যা স্রষ্টার জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রমাণ বহন করে।

টীকা-৪. অর্থাৎ সকল বিষয়কে 'আযল' (ازل) বা আদি ও অনন্তকালে নির্ধারণ করেছেন এবং সেটার প্রতি পথ দেখিয়েছেন। অথবা এ অর্থ হবে যে, উপার্জনসমূহ নির্দিষ্ট করেছেন এবং সেগুলো উপার্জনের পথ বলে দিয়েছেন।

টীকা-৫. এটা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আপন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সুসংবাদ যে, তাঁকে ক্বোরআন শরীফ হেফয্ করার নি'মাত বিনা পরিশ্রমে প্রদান করা হয়েছে। এটা তাঁরই মু'জিযা যে, এত বড় সম্মানিত কিতাব বিনা পরিশ্রমে ও বিনা কষ্টে এবং বারংবার আবৃত্তি ছাড়াই তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে। (তাফসীর-ই-জুমাল)

টীকা-৬. তাফসীরকারকগণ বলেছেন যে, এ استثناء (পৃথকীকরণ) বাস্তবে হয়নি এবং আল্লাহ্ একথা চাননি যে, তিনি (দঃ) কিছু বিস্মৃত হবেন। (তাফসীর-ই-খাযিন)

টীকা-৭. অর্থাৎ ওহী বিনা পরিশ্রমে আপনার স্মরণ থাকবে। মুফাস্‌সিরগণের এ অভিমতও রয়েছে যে, 'সহজের সামগ্রী' দ্বারা 'ইসলামী শরীয়ত' বুঝানো হয়েছে, যা অত্যন্ত সহজ ও সরল।

টীকা-৮. এ ক্বোরআন মজীদ থেকে

টীকা-৯. এবং কিছু সংখ্যক লোক এ থেকে লাভবান হবে;

★ 'সূরা তা-রিক্ব' সমাপ্ত।

টীকা-১০. আল্লাহ্ তা'আলা থেকে।

টীকা-১১. নসীহত ও উপদেশ

টীকা-১২. **শানে নুযূলঃ** কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, এ আয়াতখানা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা এবং ওত্‌বা ইবনে রাবী'আহর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৩. যে, মৃত্যুবরণ করেই শাস্তি থেকে রেহাই পাবে।

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ﴿١٠﴾

১০. অতিসত্ত্বর উপদেশ গ্রহণ করবে যে ভয় করে (১০)।

وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ﴿١١﴾

১১. এবং তা (১১) থেকে সেই বড় হতভাগা দূরে থাকবে,

الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ﴿١٢﴾

১২. যে সবচেয়ে বড় আগুনে প্রবেশ করবে (১২);

ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴿١٣﴾

১৩. অতঃপর না তাতে মৃত্যুবরণ করবে (১৩) এবং না জীবিত থাকবে (১৪)।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴿١٤﴾

১৪. নিশ্চয় লক্ষ্যবস্তু পর্যন্ত পৌঁছেছে, যে পবিত্র হয়েছে (১৫),

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴿١٥﴾

১৫. এবং স্বীয় প্রতিপালকের নাম নিয়ে (১৬) নামায পড়েছে (১৭)।

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾

১৬. বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকো (১৮),

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٧﴾

১৭. এবং পরকাল উত্তম ও চিরস্থায়ী।

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٨﴾

১৮. নিশ্চয় এটা (১৯) পূর্ববর্তী সহীফাগুলোতে রয়েছে (২০);

صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ﴿١٩﴾

১৯. ইব্রাহীম ও মূসার সহীফাগুলোতে। ★

সূরা গা-শিয়াহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা গা-শিয়াহ মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-২৬ রুকূ'-১

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾

১. নিশ্চয় আপনার নিকট (২) ঐ বিপদের সংবাদ এসেছে, যা ছেয়ে যাবে (৩)।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾

২. কত মুখই সেদিন অপমানিত হবে,

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾

৩. কাজ করবে, কষ্ট ভোগ করবে,

টীকা-১৪. এমনিভাবে জীবিত হওয়া, যা দ্বারা কিছুটা হলেও আরাম পাবে।

টীকা-১৫. ঈমান এনে; অথবা এ অর্থ হবে যে, সে নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন করেছে। এতদ্‌ভিত্তিতে, আয়াত দ্বারা নামাযের জন্য ওযূ ও গোসল প্রমাণিত হয়। (তাফসীর-ই-আহ্‌মদী)

টীকা-১৬. অর্থাৎ 'তাক্‌বীর-ই-তাহরীমাহ্' বলে

টীকা-১৭. পঞ্জেগানা।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত দ্বারা 'তাকবীর-ই-ইফ্‌তিতাহ্' (তাকবীর-ই-তাহরীমাহ্) প্রমাণিত হয়। এটাও প্রমাণিত হলো যে, তা (তাক্‌বীর-ই-তাহ্‌রীমাহ্) নামাযের অংশ নয়। কেননা, নামাযকে এর উপর عطف – করা হয়েছে। একথাও প্রমাণিত হলো যে, নামাযের প্রারম্ভ আল্লাহ্‌র প্রত্যেক নাম দ্বারা করা জায়েয। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ কথা বলা হয়েছে যে, تَزَكّٰى (তাযাক্কা) দ্বারা 'সাদকাহ্-ই-ফিত্‌র' প্রদান করা এবং 'প্রতিপালকের নাম লওয়া' দ্বারা 'ঈদগাহে যাওয়ার পথে তাক্‌বীর বলা' আর 'নামায' দ্বারা ঈদের নামায বুঝানো হয়েছে। (তাফসীর-ই-মাদারিক ও আহ্‌মদী)

টীকা-১৮. পরকালের উপর। এ জন্য তারা এমন কোন আমল করেনা, যা সেখানে উপকারে আসবে।

টীকা-১৯. অর্থাৎ পবিত্রদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছা ও পরকাল উৎকৃষ্ট হওয়া।

টীকা-২০. যা ক্বোরআনে করীমের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। ★

****

টীকা-১. 'সূরা গা-শিয়াহ্' মক্কী। এতে একটি রুকূ', ছাব্বিশটি আয়াত, বিরানব্বইটি পদ এবং তিনশ একাশিটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. হে বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)!

টীকা-৩. সৃষ্টির উপর। এটা দ্বারা 'ক্বিয়ামত' বুঝানো হয়েছে; যার ভয়াবহতা ও ভয়ঙ্কর অবস্থাসমূহের প্রভাব প্রত্যেক জিনিষের উপর বিস্তার লাভ করবে।

★ 'সূরা আ'লা' সমাপ্ত।

টীকা-৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা) বর্ণনা করেছেন, এটা দ্বারা ঐ সমস্ত মানুষ বুঝানো হয়েছে, যারা ইসলাম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো না; মূর্তিপূজারী ছিলো। অথবা 'কিতাবধারী কাফির', যেমন 'রাহিব' ও 'পূজারীগণ'। তারা বেশ পরিশ্রমও করেছে, কষ্টও সহ্য করেছে; কিন্তু প্রতিফল এ হলো যে, তারা জাহান্নামেই প্রবেশ করেছে।

৪. যাবে জ্বলন্ত আগুনে (৪); تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ④

৫. অত্যন্ত উত্তপ্ত ঝরণার পানি পান করানো হবে। تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ⑤

৬. তাদের জন্য কোন খাদ্য নেই, কিন্তু আগুনের কাঁটা (৫); لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ⑥

৭. যা না হৃষ্টপুষ্টতা আনয়ন করবে এবং না ক্ষুধার উপশম করবে (৬)। لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ⑦

৮. কত মুখই সেদিন শান্তিতে থাকবে (৭), وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ⑧

৯. আপন চেষ্টার উপর সন্তুষ্ট (৮), لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ⑨

১০. সমুন্নত বাগানের মধ্যে– فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ⑩

১১. যে, তাতে কোন অযথা কথাবার্তা শুনবে না, لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ⑪

১২. তাতে প্রবাহিত প্রস্রবণ রয়েছে, فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ⑫

১৩. সেটার মধ্যে উচ্চ আসন রয়েছে, فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ⑬

১৪. এবং পছন্দনীয় পান-পাত্রসমূহ রয়েছে (৯), وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ⑭

১৫. এবং সারিবদ্ধভাবে গদি বিছানো রয়েছে, وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ⑮

১৬. এবং ছড়ানো গালিচা (রয়েছে) (১০); وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ⑯

১৭. তবে কি তারা উষ্ট্রকে দেখেনা যে, কিভাবে (তা) সৃষ্টি করা হয়েছে? اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ⑰

১৮. এবং আসমানকে, কিভাবে উঁচু করা হয়েছে (১১)? وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ⑱

১৯. এবং পাহাড়গুলোকে, কিভাবে দণ্ডায়মান রাখা হয়েছে? وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ⑲

২০. আর যমীনকে কিরূপে বিছানো হয়েছে? وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ⑳

২১. সুতরাং আপনি উপদেশ শুনান (১২); বস্তুতঃ আপনি তো এ উপদেশদাতাই; فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ ㉑

২২. আপনি তো তাদের কোন দারোগা নন (১৩)। لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ㉒

২৩. হাঁ, যে মুখ ফিরিয়ে নেয় (১৪) এবং কুফর করে (১৫), اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ㉓

২৪. তা হলে আল্লাহ্ তাকে বড় শাস্তি فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ㉔

টীকা-৫. শাস্তি বিভিন্ন ধরণের হবে। যারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, তাদের বহু শ্রেণী হবে। কাউকে 'যাক্কুম' (বিষাক্ত কাঁটা) খেতে দেয়া হবে, কাউকে 'গিস্‌লীন' (দোযখীদের বিগলিত পুঁজ), আর কাউকেও 'আগুনের কাঁটা'।

টীকা-৬. অর্থাৎ তাতে খাদ্যের উপকার পাওয়া যাবে না। কেননা, খাদ্যের দ্বিমুখী উপকার আছে। একটা এ'যে, ক্ষুধার যন্ত্রণার উপশম করে, দ্বিতীয়টি এ যে, তা শরীরকে হৃষ্টপুষ্ট করে। এ দু'টি গুণ জাহান্নামীদের খাদ্যে থাকবে না; বরং এ খাদ্যও কঠোর শাস্তিস্বরূপ হবে।

টীকা-৭. আয়েশ ও আনন্দের মধ্যে বরং অনুকম্পা ও সম্মানিত মর্যাদার মধ্যে,

টীকা-৮. অর্থাৎ ঐ আমল ও বন্দেগীর উপর, যা এ দুনিয়াতে পালন করেছিলো।

টীকা-৯. ঝরণাসমূহের তীরে, যেগুলো দেখলেও তৃপ্তি পাওয়া যায়। আর যখন পান করার ইচ্ছা করবে, তখন পানপাত্রগুলো পরিপূর্ণ পাবে।

টীকা-১০. এ সূরায় বেহেশতের নি'মাতসমূহের আলোচনা শুনে কাফিরগণ আশ্চর্যবোধ করলো এবং অস্বীকার করলো। তখন তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আশ্চর্যময় জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করার উপদেশ দিচ্ছেন, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, যেই সর্বশক্তিমান হিকমতময় সত্তা দুনিয়ায় মধ্যে এমন বিস্ময়কর ও অদ্ভুত বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন, তাঁরই কুদরত দ্বারা জান্নাতী নি'মাতসমূহ সৃষ্টি করা কিভাবে আশ্চর্যের ও অস্বীকারযোগ্য হতে পারে? সুতরাং এরশাদ করছেন–

টীকা-১১. স্তম্ভবিহীন

টীকা-১২. আল্লাহ্ তা'আলার নি'মাতসমূহ ও তাঁর কুদরতের প্রমাণাদি বর্ণনা করে।

টীকা-১৩. যে, আপনি তাদের উপর জবরদস্তি করবেন! (এ আয়াতটি জিহাদের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।)

টীকা-১৪. ঈমান আনা থেকে

টীকা-১৫. উপদেশ দেয়ার পর,

টীকা-১৬. পরকালে; অর্থাৎ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

টীকা-১৭. মৃত্যুর পর। ★

****

টীকা-১. 'সূরা ওয়াল ফজর' মক্কী। এ'তে একটি রুকূ', উনত্রিশ কিংবা ত্রিশটি আয়াত, একশ উনচল্লিশটি পদ এবং পাঁচশ সাতানব্বইটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. এটা দ্বারা হয়ত পহেলা মুহররমের ভোর বেলা বুঝানো হয়েছে, যা থেকে বছর আরম্ভ হয়। কিংবা পহেলা যিলহজ্জের ভোরবেলা (বুঝানো হয়েছে); যার সাথে আরো দশ রাত্রি মিলিত, কিংবা ঈদুল আয্হার ভোর। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, এটা প্রতিটি দিনের ভোর বেলাই বুঝানো হয়েছে। কেননা, তা রাত অতিবাহিত হবার, আলোকরশ্মি প্রকাশিত হবার এবং সমস্ত প্রাণীর রিয্ক্ব (জীবিকা) তালাশ করার জন্য ছড়িয়ে পড়ার সময়। এ সময়টা মৃতদের নিজ নিজ কবর থেকে পুনরুত্থানের সময়ের সাথেই সাদৃশ্যময় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

টীকা-৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, এ দশ রাত্রি দ্বারা যিলহজ্জ্ মাসের প্রথম দশ রাতই বুঝায়। কেননা, এ গুলো হচ্ছে হজ্জের কার্যাদিতে মশগুল হবারই সময়। হাদীস শরীফে এ দশ রাতের অসংখ্য ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এ কথাও বর্ণিত হয় যে, তা দ্বারা রমযান মাসের শেষ দশ রাত বুঝানো উদ্দেশ্য কিংবা মুহররমের প্রথম দশ রাত।

টীকা-৪. প্রত্যেক জিনিষের কিংবা উক্ত রাতগুলোর অথবা নামাযগুলোর। এটাও বর্ণিত হয় যে, 'জোড়' দ্বারা 'মাখলূকাত' বা সমস্ত সৃষ্টি এবং 'বিজোড়' দ্বারা 'আল্লাহ্ তা'আলা'র কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৫. অর্থাৎ অতিবাহিত হয়েছে। এটা পঞ্চম শপথ সাধারণ রাতের। এর পূর্বে দশটি বিশেষ রাতের শপথের উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এটা খাস 'মুয্দালিফ'র রাতের কথা বুঝানো হয়েছে, যাতে আল্লাহ্র বান্দাগণ আল্লাহ্র আনুগত্য প্রকাশের জন্য জড়ো হয়। একটা অভিমত এও রয়েছে যে, এ'তে 'শবে কৃদর'-এর কথা বলা হয়েছে, যাতে রহমত অবতীর্ণ হয় এবং যা অধিক সাওয়াবের জন্য নির্দ্ধারিত।

টীকা-৬. অর্থাৎ এসব বিষয় বিবেকসম্পন্নদের নিকট এতোই মহত্ব রাখে যে, খবরসমূহকে সেগুলোর সাথে জোর দিয়ে প্রকাশ করার উপযোগী।

দেবেন (১৬)।

২৫. নিশ্চয় আমার প্রতিই তাদের প্রত্যাবর্তন হবে (১৭);

২৬. অতঃপর নিশ্চয় আমারই দিকে তাদের হিসাব রয়েছে। ★

إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾

সূরা ফজর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সূরা ফজর মক্কী	আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)	আয়াত-৩০ রুকূ'-১

১. এই ভোর বেলার শপথ (২),

২. এবং দশ রাতের (৩),

৩. এবং জোড় ও বিজোড়ের (৪),

৪. এবং রাত্রি বেলার, যখন অতিক্রম করা যায় (৫)–

৫. কেনই বা এতে জ্ঞানীদের জন্য শপথ হয়েছে (৬)!

৬. আপনি কি দেখেন নি (৭) আপনার প্রতিপালক 'আদ গোত্রের সাথে কি ধরণের ব্যবহার করেছেন?

৭. ঐ 'ইরম' সীমাতীত লম্বা ছিলো (৮)।

وَالْفَجْرِ ﴿١﴾

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿٣﴾

وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴿٤﴾

هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴿٥﴾

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾

কেননা, এগুলো এমন সব আশ্চর্যজনক বিষয় ও অকাট্য দলীলাদি সম্বলিত যে, এগুলো আল্লাহ্র একত্ব ও তাঁর রাবূবিয়াতের প্রমাণ বহন করে। আর শপথের উত্তর এ যে, 'কাফিরদেরকে অবশ্যই শাস্তি দেয়া হবে।' এ জবাবের উপর পরবর্তী আয়াতগুলোই প্রমাণ বহন করে।

টীকা-৭. হে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম!

টীকা-৮. যাদের দেহের উচ্চতা খুবই বেশী ছিলো। তাদেরকে 'আদ-ই-ইরম' ও 'আদ-ই-উলা' (প্রথম 'আদ) বলা হয়। এ আয়াতে উদ্দেশ্য হচ্ছে মক্কাবাসীদেরকে ভয় প্রদর্শন করা। অর্থাৎ 'আদ-ই-উলা', যাদের জীবনকাল খুবই দীর্ঘ আর দেহের উচ্চতা ছিলো খুবই বেশী এবং যারা অত্যন্ত সবল ও

★ 'সূরা গা-শিয়াহ্' সমাপ্ত।

শক্তিশালী ছিলো, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছেন। সুতরাং এসব কাফির নিজেরা নিজেদেরকে কি মনে করে? আর তারা আল্লাহ্র শাস্তি থেকে কেন নির্ভীক হয়ে রয়েছে?

টীকা-৯. জোর ও শক্তিতে এবং দৈহিক উচ্চতার দীর্ঘতার মধ্যে। 'আদের পুত্রদের মধ্যে শাদ্দাদও ছিলো, যে দুনিয়ার উপর রাজত্ব করেছিলো। আর সমস্ত বাদশাহ্ তারই অনুগত হয়েছিলো। সে বেহেশ্‌তের বর্ণনা শুনে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে দুনিয়ার মধ্যে একটা বেহেশ্‌ত নির্মাণ করতে চেয়েছিলো। এ উদ্দেশ্যে সে একটা প্রকাণ্ড শহর প্রতিষ্ঠা করলো, যার মহলগুলো স্বর্ণ-রৌপ্যের ইট দ্বারা নির্মিত হলো। আর ইমারতগুলোতে যবরজদ ও ইয়াকূত (যথাক্রমে পান্না ও পদ্মরাগ মণি)-এর স্তম্ভ নির্মাণ করা হলো। অনুরূপভাবে, বাসস্থান ও রাস্তায় কার্পেট বিছানো হলো। নুড়ি পাথরের স্থলে চকচকে মণিমুক্তা ব্যবহৃত হলো। প্রতিটি মহলের চতুর্পার্শ্বে মণি-মুক্তার নহর প্রবাহিত করা হলো। নানা ধরণের বৃক্ষও তাতে অতি সুন্দরভাবে লাগানো হলো। এ শহরের নির্মাণ কাজ যখন সমাপ্ত হলো, তখন বাদশাহ্ শাদ্দাদ স্বীয় দরবারের রাজন্যবর্গের সাথে সেটার দিকে রওনা দিলো। যখন আর মাত্র এক মন্‌যিল পরিমাণ দূরত্ব বাকী ছিলো, তখন আসমান থেকে একটা ভয়ানক আওয়াজ আসলো, যা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিলেন।

হযরত আমীর মু'আবিয়া (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্‌হু)-এর শাসনামলে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে কালাবাহ্ এডেনের ময়দানে স্বীয় হারানো উট খোঁজ করতে করতে ঐ শহরে পৌঁছলেন। আর সেটার সমস্ত সাজসজ্জা দেখতে পান। সেখানে কোন বাসিন্দার দেখা পাননি। তিনি সেখান থেকে কিছু মণিমুক্তা নিয়ে ফিরে আসলেন। এ সংবাদ আমীর মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু জানতে পারলেন। অতঃপর তিনি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। অতঃপর আমীর মু'আবিয়া কা'বে আহবারকে ডেকে বললেন, "দুনিয়ার বুকে কি এমন একটা শহরও রয়েছে?" তিনি বললেন, "হাঁ। এই শহরটার বর্ণনা ক্বোরআন মজিদেও এসেছে। ওটা 'আদের পুত্র শাদ্দাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলো। তারা সবাই আল্লাহ্র আযাব দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো। তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকেনি। আর আপনার আমলেই একজন মুসলমান, যাঁর গায়ের রং হবে লাল, চোখের রং নীল, যিনি গড়নে হবেন খাটো, যাঁর ভ্রূতে একটা তিল থাকবে, স্বীয় উট তালাশ করতে গিয়ে ঐ শহরে প্রবেশ করবেন।" তিনি অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে কালাবাহ্‌কে দেখে বললেন, "আল্লাহ্র শপথ। সে ব্যক্তি হলেন ইনিই।"

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾

৮. এমনকি, তাদের মতো (কাউকে) শহরগুলোতে সৃষ্টি করা হয়নি (৯);

وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾

৯. এবং 'সামূদ' (গোত্রীয়রা), যারা মরুদ্যানে (১০) বড় বড় প্রস্তরখণ্ড কেটেছিলো (১১);

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾

১০. এবং ফিরআউন, যে পেরেক গেঁথে হত্যা করতো (১২);

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾

১১. যারা শহরগুলোতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলো (১৩),

فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾

১২. অতঃপর সেগুলোতে অনেক ফ্যাসাদ ছড়ালো (১৪)।

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾

১৩. সুতরাং তাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক আযাবের চাবুক অতি জোরে মারলেন।

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾

১৪. নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালকের দৃষ্টি থেকে কিছুই অদৃশ্য নয়।

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾

১৫. কিন্তু মানুষতো যখন তাকে তার প্রতিপালক পরীক্ষা করেন যে, তাকে উচ্চ পদ ও নি'মাত দান করেন, তখনতো বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মান দিয়েছেন।'

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾

১৬. আর যদি পরীক্ষা করেন এবং তার রিয্‌ক্ব তার উপর সংকুচিত করে দেন, তবে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে অপমানিত করেছেন।'

كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾

১৭. এমন নয় (১৫), বরং তোমরা এতিমের

টীকা-১০. অর্থাৎ 'ওয়াদী-আল-ক্বোরা।'

টীকা-১১. এবং ঘরবাড়ী তৈরী করলো। তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে ধ্বংস করেছেন!

টীকা-১২. তাকে, যার উপর রাগান্বিত হতো। এখন 'আদ, সামূদ ও ফিরআউন–সবারই সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে–

টীকা-১৩. এবং অবাধ্যতা ও পথভ্রষ্টতার মধ্যে চরম সীমায় পৌঁছেছে এবং 'আবদিয়াতের' (বান্দা হওয়া) সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

টীকা-১৪. কুফর, হত্যা এবং যুলুম করে।

টীকা-১৫. অর্থাৎ সম্মান, অবমাননা, ধন-দৌলত ও দারিদ্র্যের উপর নয়। এটা তাঁরই হিকমত যে, কখনো শত্রুকে দৌলত দান করেন, কখনো নিষ্ঠাবান বান্দাকে দারিদ্র্যের মধ্যে লিপ্ত করেন। সম্মান ও লাঞ্ছনা আনুগত্য ও অবাধ্যতার উপর নির্ভরশীল। কাফিরগণ এর বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারেনা।

টীকা-১৬. এবং ধনী হওয়া সত্বেও তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করছোনা এবং তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পরিশোধ করছো না, যে গুলোর তারা ওয়ারিশ বা অধিকারী। হযরত মুক্বাতিল বলেছেন, উমাইয়া ইবনে খালাফের তত্বাবধানে ক্বোদামাহ্ ইব্নে মায্‌'উন এতিম ছিলেন। সে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য দিচ্ছিলো না।

সম্মান করছোনা (১৬),

وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝١٨

১৮. এবং পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে মিস্‌কীনকে আহার করানোর প্রতি উৎসাহ দিচ্ছোনা,

وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ۝١٩

১৯. এবং উত্তরাধিকারের মাল একত্রিত করে সম্পূর্ণরূপে খেয়ে থাকো (১৭),

وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝٢٠

২০. এবং মাল-দৌলতকে অত্যন্ত ভালোবাসছো (১৮);

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝٢١

২১. হাঁ, নিশ্চয় যখন যমীনকে টুকরো টুকরো করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে (১৯),

وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝٢٢

২২. এবং আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ আসবে আর ফিরিশ্‌তাগণ আসবে কাতার কাতার হয়ে,

وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ۝٢٣

২৩. এবং সেদিন জাহান্নামকে উপস্থাপন করা হবে (২০); সেদিন মানুষ ভাববে (২১) এবং তখন ভাববার সময় কোথায় (২২)?

يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ۝٢٤

২৪. বলবে, 'হায়, কোন রকমে আমি যদি জীবদ্দশায়ই সৎকর্ম অগ্রিম পাঠাতে পারতাম!'

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ۝٢٥

২৫. তবে, সেদিন তাঁর মতো শাস্তি (২৩) কেউ দিতো না,

وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ۝٢٦

২৬. এবং তাঁর মতো বাঁধনও কেউ বাঁধতো না।

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝٢٧

২৭. হে শান্তিময় প্রাণ (২৪)!

ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝٢٨

২৮. স্বীয় প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাও, এমতাবস্থায় যে, তুমি তাঁর উপর সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার উপর সন্তুষ্ট,

فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ۝٢٩

২৯. অতঃপর আমার খাস বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ করো,

وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۝٣٠

৩০. এবং আমার জান্নাতে এসো! ★

টীকা-১৭. এবং হালাল ও হারামের মধ্যে কোন পার্থক্য করছোনা এবং স্ত্রী ও সন্তানদেরকে 'মীরাস' (উত্তরাধিকার)-এর সম্পত্তি প্রদান করছো না; বরং তাদের প্রাপ্য অংশ নিজেরাই খেয়ে বসছো! অন্ধকার যুগের এটাই কু-প্রথা ছিলো।

টীকা-১৮. সেটা ব্যয়ই করতে চাচ্ছো না;

টীকা-১৯. এবং তার উপর পাহাড় ও অট্টালিকার কোন নাম নিশানা পর্যন্ত থাকবে না,

টীকা-২০. জাহান্নামের সত্তর হাজার রশি থাকবে। প্রতিটি রশির উপর সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা একত্রিত হয়ে সেটা টানতে থাকবেন। আর তা (জাহান্নাম)ও জোশ ও ক্রোধের মধ্যে থাকবে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা সেটাকে আরশের বাম পাশে নিয়ে আসবেন। সেদিন হুযূর পুরনূর নবীকুল সরদার হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত সবাই 'নাফ্‌সী' 'নাফ্‌সী' (নিজেকে বাঁচাও! নিজেকে বাঁচাও!) বলতে থাকবে। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম يَارَبِّ اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ (হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতকে রক্ষা করো, আমার উম্মতকে রক্ষা করো!) বলতে থাকবেন। জাহান্নাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করবে, "হে বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আপনার সাথে আমার কি সম্পর্ক? আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আমার উপর হারাম করে দিয়েছেন।" (জুমাল)

টীকা-২১. এবং স্বীয় অপরাধ বুঝতে পারবে।

টীকা-২২. তখনকার ভাবনা ও অনুধাবন কোন উপকারে আসবেনা।

টীকা-২৩. আল্লাহ্‌র মতো,

টীকা-২৪. "যা ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছো এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশেরই সম্মুখে পূর্ণ আনুগত্য সহকারে স্বীয় মস্তক অবনত করছিলে।" এ উক্তিটি মু'মিন বান্দাকে তার মৃত্যুর সময় বলা হবে, যখন পৃথিবী থেকে তার সফর করার সময় আসবে। ★

****

★ 'সূরা ফজর' সমাপ্ত।

টীকা-১. সূরা 'বালাদ' মক্কী। এতে একটি রুকূ', বিশটি আয়াত, বিরাশিটি পদ এবং তিনশ বিশটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. অর্থাৎ মক্কা মুকাররমার (শপথ),

টীকা-৩. এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, সম্মানিত মক্কা নগরীর এ মর্যাদা সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শুভ আবির্ভাবের বদৌলতেই অর্জিত হয়েছে।

টীকা-৪. একটা অভিমত এটাও রয়েছে যে, 'ওয়ালেদ' (পিতা) দ্বারা হুযূর 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম' এবং 'আওলাদ' (বংশধর) দ্বারা তাঁর (দঃ) উম্মত বুঝানো হয়েছে। (তাফসীর-ই-হুসায়নী)

সূরা বালাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা বালাদ মক্কী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-২০ রুকূ'-১

لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝
وَأَنتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝
وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ۝
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ۝
أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝
يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۝
أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۝
أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ ۝
وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝

১. আমায় এ শহরের শপথ (২),

২. যেহেতু হে মাহবূব! আপনি এ শহরে তাশরীফ রাখছেন (৩),

৩. এবং আপনার পিতা (পূর্ব-পুরুষ) ইব্রাহীমের শপথ এবং তার বংশধরের, অর্থাৎ আপনিই (৪)।

৪. নিশ্চয় আমি মানুষকে কষ্টের মধ্যে থাকাবস্থায় সৃষ্টি করেছি (৫)।

৫. মানুষ কি এ কথা মনে করে যে, কখনো তার উপর কেউ ক্ষমতা পাবে না (৬)?

৬. সে বলে, 'আমি যথেষ্ট সম্পদ উজাড় করে দিয়েছি (৭)।'

৭. সে কি একথা মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি (৮)?

৮. আমি কি তার দু'টি চক্ষু সৃষ্টি করিনি (৯)?

৯. এবং জিহ্বা (১০) ও দু'টি ওষ্ঠ (১১)?

১০. এবং তাকে দু'টি উত্থিত বস্তুর পথ বাতলিয়েছি (১২)।

টীকা-৫. যেহেতু গর্ভাবস্থায় একটি সংকীর্ণ ও অন্ধকারময় স্থানে ছিলো। প্রসবকালে কষ্ট সহ্য করেছে, দুগ্ধপানে ও দুগ্ধ ছাড়তে, জীবিকা উপার্জনে এবং জীবন ও মৃত্যুর সময় বহু ধরণের কষ্ট সহ্য করেছে।

টীকা-৬. এ আয়াতটি আবুল আশাদ উসায়দ ইবনে কালদা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী ছিলো। তার শক্তির অবস্থা এ ছিলো যে, সে যদি আপন পায়ের নীচে কোন চামড়া চেপে ধরতো, আর যদি দশজন করে লোক এক সাথে টানতো, তবে সেটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতো; কিন্তু যে পরিমাণ চামড়া তার পায়ের নীচে থাকতো ততটুকু কখনো বের হতোনা।

অন্য একটি অভিমত হচ্ছে এ যে, এ আয়াতখানা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থ এ যে, কাফিরগণ নিজেদেরকে শক্তির উপর গর্বিত ও মুসলমানদেরকে দুর্বল মনে করে। সে কেমন ধারণায় রয়েছে? সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম ক্ষমতা সম্পর্কে তারা জানেনা। এরপর তার উক্তি উদ্ধৃত করছেন-

টীকা-৭. সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি শত্রুতায় লোকদেরকে বিভিন্ন উৎকোচ দিয়ে, যাতে তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নানাভাবে কষ্ট দেয়।

টীকা-৮. অর্থাৎ তার কি ধারণা যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দেখেননি? এবং আল্লাহ্ তা'আলা কি তাকে একথা জিজ্ঞাসা করবেন না যে, সে এ সম্পদ কোত্থেকে অর্জন করেছে? কি কাজে ব্যয় করেছে? এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আপন অনুগ্রহরাজির উল্লেখ করছেন, যাতে সে উপদেশ গ্রহণের সুযোগ পায়।

টীকা-৯. যা দ্বারা দেখে?

টীকা-১০. যা দ্বারা কথা বলে এবং আপন অন্তরের কথা মুখে উচ্চারণ করে?

টীকা-১১. যে দু'টি দ্বারা মুখ বন্ধ করে এবং কথাবার্তা বলা, পানাহার করা এবং ফুৎকার করার ক্ষেত্রে সেগুলো থেকে কাজ নেয়।

টীকা-১২. অর্থাৎ বক্ষস্থলের। যেহেতু জন্মের পর সে দু'টি থেকে দুধ পান করে, খোরাক লাভ করতে থাকে। অর্থ এ যে, আল্লাহ্ তা'আলার নি'মাতসমূহ

প্রকাশ্য ও পরিপূর্ণ। সেগুলোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপরিহার্য।

টীকা-১৩. অর্থাৎ সৎ কাজ করে ঐ মহান নি'মাতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি। এটাকে 'গিরিপথে লক্ষ দেয়া'র সাথে তুলনা করা হয়েছে। তা এই সম্পর্কের কারণে যে, এ পথে চলা অন্তরের উপর কঠিন বোধ হয়। (তাফসীর-ই-আবুস্ সাঊদ)

টীকা-১৪. এবং তাতে লক্ষ দেয়া কি? অর্থাৎ তা দ্বারা সেটার প্রকাশ্য অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং এর ব্যাখ্যা হচ্ছে তাই, যার বর্ণনা পরবর্তী আয়াতসমূহে এরশাদ হচ্ছে-

টীকা-১৫. গোলামী থেকে; চাই এভাবে হোক যে, কোন ক্রীতদাসকে আযাদ করবে। এভাবে যে, 'মুকাতাব' (নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দানে প্রতিশ্রুত ক্রীতদাস)-কে এ পরিমাণ অর্থ দেবে, যা দ্বারা সে মুক্তি লাভ করতে পারে। অথবা কোন গোলামকে আযাদ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে কিংবা কোন কয়েদী অথবা ঋণগ্রস্তকে মুক্ত করার ব্যাপারে সহযোগীতা প্রদান করবে। এ অর্থও হতে পারে যে, সৎ কার্যাদি অবলম্বন করে স্বীয় গর্দানকে পরকালের শাস্তি থেকে মুক্ত করে নেবে। (রূহুল বয়ান)

টীকা-১৬. অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ ও দুর্মূল্যের দিনে; যেহেতু এমনি সময়ে সম্পদ দান করা মনে অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হয়; অথচ তা মহা সাওয়াবের কারণ হয়ে থাকে।

টীকা-১৭. যে ব্যক্তি নিতান্ত দরিদ্র এবং এমন অক্ষম হয়ে পড়ে যে, না তার নিকট দেহ ঢাকার মতো কিছু থাকে, না বিছানোর জন্য।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, এতিম ও মিসকীনদের সাহায্যকারী জিহাদের মধ্যে প্রচেষ্টাকারী, ক্লান্তিহীন বিনিদ্র রাত যাপনকারী এবং অনবরত রোযা পালনকারীর মতোই।

টীকা-১৮. অর্থাৎ এ সমস্ত আমল তখনই গ্রহণযোগ্য হয়, যখন আমলকারী ঈমানদার হয়। আর তখনই তার সম্পর্কে বলা যাবে- 'সে গিরিপথে লক্ষ দিয়েছে।' আর যদি ঈমানদার না হয়, তাহলে তার কিছুই নেই- সব আমল (কর্ম)ই অকেজো।

টীকা-১৯. পাপ থেকে বিরত থাকার জন্য, পূণ্যময় কাজগুলো পালন করার জন্য এবং ঐ সকল কষ্ট সহ্য করার জন্য, যেগুলোতে মু'মিনগণ লিপ্ত হয়।

টীকা-২০. যেন মু'মিনগণ একে অপরের সাথে মায়া-মমতার আচরণ করে।

টীকা-২১. যাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে এবং আরশের ডান দিক দিয়ে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে।

টীকা-২২. যেহেতু, তাদেরকে তাদের আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে এবং আরশের বাম পার্শ্ব দিয়ে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করা হবে।

টীকা-২৩. এমনভাবে যে, না বাইরে থেকে এর মধ্যে বাতাস প্রবেশ করতে পারবে, না ভিতর থেকে ধুঁয়া বের হতে পারবে। ★

১১. অতঃপর নির্দ্বিধায় গিরিপথে লক্ষ দেয়নি (১৩)।	فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾
১২. এবং তুমি কি জেনেছো ঐ গিরিপথ কি (১৪)?	وَمَا أَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾
১৩. কোন বান্দার গর্দান ছাড়ানো (১৫)	فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾
১৪. কিংবা ক্ষুধার দিনে খাবার দেয়া (১৬)-	أَوْ إِطْعٰمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾
১৫. আত্মীয় এতিমকে,	يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾
১৬. অথবা মাটিতে উপবিষ্ট মিস্‌কীনকে (১৭)।	أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾
১৭. অতঃপর হয় তাদের থেকে, যারা ঈমান এনেছে (১৮); এবং তারা পরস্পরের মধ্যে ধৈর্যধারণের উপদেশাবলী প্রদান করেছে (১৯); এবং পরস্পরের মধ্যে সদয় হবার উপদেশাদি দিয়েছে (২০)।	ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾
১৮. এরা হচ্ছে ডান দিকের (২১)।	أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾
১৯. আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, তারা হচ্ছে বাম দিকের (২২)।	وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاٰيٰتِنَا هُمْ أَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ﴿١٩﴾
২০. তাদের উপর এমন আগুন রয়েছে যে, তাতে নিক্ষেপ করে উপরের দিক থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে (২৩)। ★	عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾

****

★ 'সূরা বালাদ' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা আশ্ শামস' মক্কী। এ'তে একটি রুকূ', পনেরটি আয়াত, চুয়ান্নটি পদ এবং দু'শ ছেচল্লিশটি বর্ণ আছে।

সূরা শাম্স

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সূরা শাম্স মক্কী	আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১৫ রুকূ'-১

১. সূর্য ও সেটার আলোক রশ্মির শপথ,

وَالشَّمۡسِ وَضُحٰىهَا ۪ۙ﴿۱﴾

২. এবং চন্দ্রের (শপথ), যখন সেটার পশ্চাদানুসরণ করে (২),

وَالۡقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا ۪ۙ﴿۲﴾

৩. এবং দিনের (শপথ), যখন সেটাকে উজ্জ্বল করে (৩),

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا ۪ۙ﴿۳﴾

৪. এবং রাতের, যখন সেটাকে গোপন করে (৪),

وَالَّیۡلِ اِذَا یَغۡشٰىهَا ۪ۙ﴿۴﴾

৫. এবং আসমান ও সেটার সৃষ্টিকর্তার শপথ,

وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰىهَا ۪ۙ﴿۵﴾

৬. এবং যমীন ও সেটার সম্প্রসারণকারীর শপথ,

وَالۡاَرۡضِ وَمَا طَحٰىهَا ۪ۙ﴿۶﴾

৭. এবং আত্মার এবং তাঁরই, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন (৫),

وَنَفۡسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۪ۙ﴿۷﴾

৮. অতঃপর তার অসৎকর্ম ও তার খোদাভীরুতা অন্তরে জাগিয়ে দিয়েছেন (৬),

فَاَلۡهَمَهَا فُجُوۡرَهَا وَتَقۡوٰىهَا ۪ۙ﴿۸﴾

৯. নিশ্চয় লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছে, যে তাকে (৭) পবিত্র করেছে (৮)।

قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰىهَا ۪ۙ﴿۹﴾

১০. এবং নিরাশ হয়েছে যে তাকে পাপের মধ্যে আচ্ছন্ন করেছে।

وَقَدۡ خَابَ مَنۡ دَسّٰىهَا ﴿۱۰﴾

১১. সামূদ (গোত্র) আপন অবাধ্যতার দরুন অস্বীকার করেছে (৯)।

كَذَّبَتۡ ثَمُوۡدُ بِطَغۡوٰىهَاۤ ۪ۙ﴿۱۱﴾

১২. যখন তার সর্বাধিক হতভাগা (১০) উঠে দাঁড়িয়েছে,

اِذِ انۡۢبَعَثَ اَشۡقٰىهَا ۪ۙ﴿۱۲﴾

১৩. তখন তাকে আল্লাহ্র রসূল (১১) বললেন, 'আল্লাহ্র উষ্ট্রী (১২) এবং সেটার (পান করার) পালার ব্যাপারে সাবধান হও (১৩)।'

فَقَالَ لَهُمۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقۡیٰهَا ﴿۱۳﴾

১৪. তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করলো, অতঃপর উষ্ট্রীটার পাগুলো কেটে দিলো। তখন তাদের উপর তাদের প্রতিপালক তাদের পাপের দরুন (১৪) ধ্বংস অবতীর্ণ করে ঐ জনপদকে ধূলিসাৎ করে দিলেন (১৫)।

فَكَذَّبُوۡهُ فَعَقَرُوۡهَا ۪۟ۙ فَدَمۡدَمَ عَلَیۡهِمۡ رَبُّهُمۡ بِذَنۡۢبِهِمۡ فَسَوّٰىهَا ۪ۙ﴿۱۴﴾

টীকা-২. অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর উদিত হয়। এটা চান্দ্র মাসের প্রথম পনেরো দিনে হয়ে থাকে।

টীকা-৩. অর্থাৎ সূর্যকে খুব উজ্জ্বল করে। কেননা, দিন হচ্ছে – সূর্যের আলোর নাম। সুতরাং দিন যত বেশী আলোকিত হবে সূর্যের প্রকাশও তত বেশী হবে। কারণ, প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার শক্তি ও সেটার পূর্ণতা প্রভাব-বিস্তারকারীর ক্ষমতা ও পরিপূর্ণতার প্রমাণ বহন করে। অথবা অর্থ এ' যে, যখন দিন পৃথিবীকে কিংবা কোন ভূ-খণ্ডকে আলোকিত করে অথবা রাতের অন্ধকারকে দূরীভূত করে।

টীকা-৪. অর্থাৎ সূর্যকে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত অন্ধকারে ছেয়ে যায়। অথবা অর্থ এ যে, যখন রাত পৃথিবীকে ঢেকে ফেলে,

টীকা-৫. এবং বহু শক্তি দান করেছেন– বাকশক্তি, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, চিন্তা-ভাবনা, কল্পনা, বিদ্যা ও বুঝশক্তি, সবকিছু প্রদান করেছেন।

টীকা-৬. ভাল-মন্দ, আনুগত্য ও অবাধ্যতা সম্পর্কে তাকে ওয়াকিফহাল করেছেন। আর সৎ ও অসৎ সম্পর্কেও বলে দিয়েছেন,

টীকা-৭. অর্থাৎ আত্মাকে

টীকা-৮. অসৎ কার্যাদি থেকে।

টীকা-৯. স্বীয় রসূল হযরত সালিহ্ আলায়হিস সালামকে।

টীকা-১০. ক্বিদার ইবনে সালিফ তাদের সবার মর্জি অনুসারে উষ্ট্রীর পাগুলো কেটে ফেলার জন্য

টীকা-১১. হযরত সালিহ আলায়হিস্ সালাম

টীকা-১২. এর প্রতি অগ্রসর হয়েছে

টীকা-১৩. অর্থাৎ যেদিন সেটার পান করার জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে, ঐ দিন পানিতে হস্তক্ষেপ করোনা যাতে তোমাদের উপর শাস্তি আসে।

টীকা-১৪. অর্থাৎ হযরত সালিহ আলায়হিস্ সালামকে অস্বীকার করা এবং উষ্ট্রীর পাগুলো কেটে ফেলার দরুন

টীকা-১৫. এবং সবাইকে ধ্বংস করে

দিয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ জীবিত রইলো না।

টীকা-১৬. যেভাবে রাজা-বাদশাহ্‌দের হয়ে থাকে। কেননা, তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) সমস্ত রাজ্যের মালিক, যা চান করেন। কারো তাতে নাক গলানোর অবকাশ নেই। কোন কোন মুফাস্‌সির এর এ অর্থও বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সালিহ্ আলায়হিস সালামের তাদের দিক থেকে এ ভয় নেই যে, (তাদের উপর) শাস্তি অবতীর্ণ হবার পূর্বে তাঁকে কষ্ট দিতে পারবে। ★

****

টীকা-১. **'সূরা আল্ লায়ল'** মক্কী। এ'তে একটি রুকূ', একুশটি আয়াত, একাত্তরটি পদ এবং তিনশ দশটি বর্ণ রয়েছে।

১৫. এবং তাঁর পশ্চাদ্ধাবনের ভয় তাঁর নেই (১৬)। ★

وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ﴿١٥﴾

সূরা লায়ল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা লায়ল মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-২১ রুকূ'-১

১. রাতের শপথ যখন ছেয়ে যায় (২),

২. এবং দিনের, যখন আলোকোজ্জ্বল হয় (৩),

৩. এবং তাঁরই (৪), যিনি নর-নারী সৃষ্টি করেছেন (৫)-

৪. নিশ্চয় তোমাদের চেষ্টা ভিন্ন ভিন্ন (৬)।

৫. সুতরাং ঐ ব্যক্তি, যে দান করেছে (৭) এবং পরহেয্‌গারী অবলম্বন করেছে (৮),

৬. এবং সবচেয়ে উত্তমকে সত্য মেনেছে (৯),

৭. অতঃপর অতিসত্বর আমি তাকে সহজের পথ সহজ করে দেবো (১০)।

৮. আর ঐ ব্যক্তি যে কার্পণ্য করেছে (১১) ও বেপরোয়া হয়েছে (১২),

৯. এবং সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে (১৩),

১০. অতঃপর অচিরেই আমি তাকে কষ্টের পথ তার জন্য সহজ করে দেবো (১৪)।

১১. এবং তার সম্পদ তার কাজে আসবেনা

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ﴿١﴾
وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ﴿٢﴾
وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٣﴾
اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ﴿٤﴾
فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ﴿٥﴾
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ﴿٦﴾
فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ﴿٧﴾
وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ﴿٨﴾
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ﴿٩﴾
فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ﴿١٠﴾
وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗٓ

টীকা-২. পৃথিবীর উপর আপন অন্ধকার দ্বারা। যেহেতু, তা হচ্ছে সৃষ্টির বিশ্রাম গ্রহণের সময়। প্রত্যেক প্রাণী আপন ঠিকানায় ফিরে আসে এবং নড়াচড়া ও অস্থিরতা থেকে শান্ত হয়, আর আল্লাহ্‌র মাক্‌বূল বান্দাগণ নিষ্ঠা ও নম্রতা সহকারে মুনাজাতে নিমগ্ন হন।

টীকা-৩. এবং রাতের অন্ধকারকে দূরীভূত করে। যেহেতু সেটা হচ্ছে নিদ্রারতদের জাগরিত হবার সময়, প্রাণীগুলোর নড়াচড়া ও জীবিকা অন্বেষণে ব্যস্ত হবার সময়।

টীকা-৪. শক্তিমান, মহা-শক্তিশালী,

টীকা-৫. একই পানি (বীর্য) থেকে-

টীকা-৬. অর্থাৎ তোমাদের আমলসমূহ পৃথক পৃথক। কেউ আনুগত্য বজায় রেখে বেহেশ্‌তের জন্য আমল করেছে। আর কেউ অবাধ্যতা প্রদর্শন করে জাহান্নামের জন্য (আমল করেছে)।

টীকা-৭. নিজ সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায়; এবং আল্লাহ্ তা'আলার হক আদায় করেছে।

টীকা-৮. নিষিদ্ধ ও হারামকৃত বস্তু থেকে বিরত রয়েছে,

টীকা-৯. অর্থাৎ দ্বীন-ইসলামকে,

টীকা-১০. বেহেশতের জন্য। আর তাকে এমন চরিত্র গঠনের তৌফিক প্রদান করবো, যা তার জন্য সহজ ও আরামের কারণ হবে। আর সে এমন কাজ করবে, যা দ্বারা তার প্রতিপালক সন্তুষ্ট হবেন।

টীকা-১১. এবং সম্পদ পুণ্য কাজে ব্যবহার করেনি এবং আল্লাহ্ তা'আলার হক্ব আদায় করেনি।

টীকা-১২. সাওয়াব ও পরকালীন নি'মাত থেকে

টীকা-১৩. অর্থাৎ দ্বীন-ইসলামকে,

টীকা-১৪. অর্থাৎ এমন স্বভাব, যা তার জন্য কঠিন ও কষ্টের কারণ হবে এবং তাকে জাহান্নামে পৌঁছাবে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াতগুলো হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু) এবং উমাইয়া ইবনে খালাফের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে; যাদের

★ 'সূরা শাম্‌স' সমাপ্ত।

একজন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব, পরহেয্গার, অপরজন উমাইয়া ইব্নে খালাফ, সর্বাপেক্ষা অধিক হতভাগা।

উমাইয়া ইবনে খালাফ হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে, যিনি তার মালিকানাধীন ছিলেন, ধর্মচ্যুত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের কষ্ট দিচ্ছিলো এবং চরম পর্যায়ের যুলুম-অত্যাচার করছিলো। একদা সিদ্দিক্বে আকবর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) দেখলেন, উমাইয়া হযরত বিলালকে উত্তপ্ত যমীনের উপর ফেলে উত্তপ্ত প্রস্তর খণ্ড তাঁর বুকের উপর রেখেছে। আর এমতাবস্থায়ও ঈমানের কলেমা তাঁর মুখে উচ্চারিত হচ্ছিলো। তিনি উমাইয়াকে বললেন, "হে হতভাগা! একজন খোদার ইবাদতকারীর উপর এমন যুলুম?" তখন সে বললো, "তাঁর দুঃখ যদি আপনার নিকট অসহ্য হয়, তাহলে তাঁকে ক্রয় করে নিন!" তিনি চড়া মূল্যে ক্রয় করে তাঁকে আযাদ করে দিলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমাদের চেষ্টাসমূহ ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ হযরত আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আন্হু)-এর প্রচেষ্টা এবং উমাইয়ার প্রচেষ্টা। হযরত আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আন্হু) আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্বেষণে রয়েছেন, আর উমাইয়া আল্লাহর শত্রুতায় অন্ধ।

إِذَا تَرَدَّىٰ ⑪	যখন ধ্বংসে পতিত হবে (১৫)।
إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ⑫	১২. নিশ্চয় পথ প্রদর্শন করা (১৬) আমার দায়িত্ব,
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ⑬	১৩. এবং নিশ্চয় পরকাল ও ইহকাল উভয়টি আমারই মালিকানায়।
فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ⑭	১৪. সুতরাং আমি ঐ আগুন থেকে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি, যা প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে;
لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ⑮	১৫. এতে প্রবেশ করবেনা (১৭), কিন্তু বড় হতভাগাই,
الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ⑯	১৬. যে অস্বীকার করেছে (১৮) এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (১৯);
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ⑰	১৭. এবং তা থেকে অনেক দূরে রাখা হবে যে সর্বাধিক পরহেয্গার,
الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ⑱	১৮. যে নিজ সম্পদ প্রদান করে, যাতে পবিত্র হয় (২০),
وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ⑲	১৯. এবং তার উপর কারো (এমন) কোন ইহ্সান (অনুগ্রহ) নেই, যার প্রতিদান দিতে হবে (২১),
إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ⑳	২০. শুধু আপন প্রতিপালকের সন্তুষ্টি কামনা করে, যিনি সবচেয়ে মহান;
وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ㉑	২১. এবং নিশ্চয় অচিরেই সে সন্তুষ্ট হবে (২২)। ★

টীকা-১৫. মরে কবরে যাবে অথবা জাহান্নামের গভীর গর্তে প্রবেশ করবে।

টীকা-১৬. অর্থাৎ হক ও বাতিলের পথগুলোকে সুস্পষ্ট করে দেয়া, সত্যের উপর প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠা করা এবং আদেশ-নিষেধ বর্ণনা করা

টীকা-১৭. অপরিহার্য ও চিরস্থায়ীরূপে,

টীকা-১৮. রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে

টীকা-১৯. ঈমান থেকে;

টীকা-২০. আল্লাহ্ তা'আলার নিকট; অর্থাৎ তাঁর ব্যয় করা লোক-দেখানো থেকে পবিত্র।

টীকা-২১. শানে নুযূলঃ যখন হযরত সিদ্দীক্বে আকবর হযরত বিলালকে অত্যন্ত চড়া মূল্যে ক্রয় করে আযাদ করলেন, তখন কাফিরগণ আশ্চর্যান্বিত হলো এবং তারা বললো, "হযরত সিদ্দীক্বে আকবর এমন কেন করলেন?" হতে পারে তাঁর উপর বিলালের কোন ইহ্সান (অনুগ্রহ) রয়েছে, যার দরুন তিনি তাঁকে এতো চড়া মূল্যে খরিদ করলেন এবং আযাদ করে দিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং এ কথা প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে যে, হযরত সিদ্দীক্বে আকবরের এ কাজ শুধু আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই, কারো ইহ্সান পরিশোধ করার জন্য নয়; না তাঁর উপর হযরত বিলাল প্রমূখের কোন ইহ্সান রয়েছে। হযরত সিদ্দীক্বে আকবর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) অনেক ক্রীতদাসকে ইসলাম গ্রহণের কারণে ক্রয় করে আযাদ করেছেন।

টীকা-২২. এ নি'মাত ও দয়া পেয়ে, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জান্নাতে প্রদান করবেন। ★

****

★ 'সূরা লায়ল' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা ওয়াদ্ দোহা' মক্কী। এ'তে একটি রুকূ', এগারটি আয়াত, চল্লিশটি পদ এবং একশ বাহাত্তরটি বর্ণ আছে।

শানে নুযূলঃ একদা এমন ঘটেছিলো যে, কয়েকদিন যাবৎ ওহী আসলোনা। তখন কাফিরগণ সমালোচনা করে বললো যে, মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে তাঁর প্রতিপালক পরিত্যাগ করেছেন এবং অপছন্দ করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা 'ওয়াদ্ দোহা' অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-২. যখন সূর্য উপরে উঠে। কেননা, এটা হচ্ছে ঐ সময়, যার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে আপন 'কালাম' (বাক্যালাপ) দ্বারা ধন্য করেছেন এবং এ সময়েই যাদুকরগণ সাজদায় পতিত হয়েছিলো।

মাস্আলাঃ 'চাশ্‌তের নামায' সুন্নাত এবং এর ওয়াক্ত হচ্ছে সূর্য উদিত হয়ে উপরে উঠার পর থেকে সূর্য হেলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি)-এর মতে, 'চাশ্‌তের নামায' দু'রাক'আত অথবা চার রাক্'আত, এক সালাম সহকারে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, 'দোহা' দ্বারা 'দিন' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৩. এবং এর অন্ধকার ব্যাপক হয়ে যায়। ইমাম জা'ফর সাদিক্ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু) বলেছেন যে, চাশ্‌তের ওয়াক্ত (পূর্বাহ্ন) দ্বারা ঐ 'চাশ্‌ত' বুঝানো হয়েছে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর সাথে কথা বলেছিলেন। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, 'চাশ্‌ত' (পূর্বাহ্ন) দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে– হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সৌন্দর্যের আলোর দিকে। আর 'রাত' দ্বারা তাঁরই সুবাসিত যুল্‌ফির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (রুহুল বয়ান)

টীকা-৪. অর্থাৎ ইহকাল থেকে পরকাল উত্তম। কেননা, সেখানে তাঁর জন্য 'মাক্বামে মাহমূদ' (প্রশংশিত স্থান), 'হাউযে মাওরূদ' (হাউযে কাউসার), 'খায়রে মাউ'উদ' (প্রতিশ্রুত কল্যাণ), সমস্ত নবী ও রসূল (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর উপর প্রাধান্য ও অগ্রগণ্যতা, তাঁর (দঃ) উম্মতগণের পূর্ববর্তী সমস্ত উম্মতের বিরুদ্ধে সাক্ষী হওয়ার মর্যাদা, তাঁর সুপারিশ দ্বারা মু'মিনদের মর্যাদা সমুন্নত হওয়া ও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া এবং অপরিসীম সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে।

তাফসীরকারকগণ এর অর্থ এও বলেছেন যে, আগামী দিনের অবস্থাদি তাঁর জন্য অতীতের অবস্থা থেকে উৎকৃষ্টতর হবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি দিন দিন তাঁর মান-মর্যাদাকে বুলন্দ করবেন এবং সম্মানের উপর সম্মান, পদ-মর্যাদার উপর পদ-মর্যাদা দান করবেন। আর মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁর পদ-মর্যাদা উন্নতির দিকে থাকবে।

টীকা-৫. ইহকাল ও পরকালের মধ্যে

সূরা ঃ ৯৩ দোহা | ১০৮৪ | পারা ঃ ৩০

সূরা দোহা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সূরা দো-হা মক্কী

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।

আয়াত-১১ রুকূ'-১

وَالضُّحٰىۙ ۝١ وَالَّيۡلِ اِذَا سَجٰىۙ ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰىؕ ۝٣ وَلَلۡاٰخِرَةُ خَيۡرٌ لَّكَ مِنَ الۡاُوۡلٰىؕ ۝٤ وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيۡكَ رَبُّكَ فَتَرۡضٰىؕ ۝٥

১. চাশ্‌ত (পূর্বাহ্ন)-এর শপথ (২),

২. এবং রাতের, যখন পর্দা-আবৃত করে (৩),

৩. আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং না অপছন্দ করেছেন।

৪. এবং নিশ্চয় পরবর্তী জীবন আপনার জন্য পূর্ববর্তী জীবন অপেক্ষা উত্তম (৪)।

৫. এবং নিশ্চয় অচিরে আপনার প্রতিপালক আপনাকে (৫) এ পরিমাণ দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন (৬)।

মানযিল - ৭

টীকা-৬. আল্লাহ্ তা'আলার স্বীয় হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে এ সম্মানজনক ওয়াদা ঐ সমস্ত নি'মাতকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যা তাঁকে দুনিয়ার মধ্যে প্রদান করেছেন। যেমন– আত্মার পরিপূর্ণতা, পূর্ব ও পরবর্তীদের জ্ঞান-ভাণ্ডার, দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ, দ্বীনকে উন্নত করা এবং ঐ সমস্ত বিজয়, যা তাঁর বরকতময় যুগে অর্জিত হয়েছিলো, সাহাবা কেরামের যুগে অর্জিত হয়েছিলো এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের অর্জিত হতে থাকবে। আর তাঁর দ্বীনের প্রতি আহ্বান ব্যাপক হওয়া, ইসলাম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে প্রসার লাভ করা, তাঁর উম্মত শ্রেষ্ঠতম উম্মত হওয়া এবং তাঁর ঐসব সম্মান ও পূর্ণতা, যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্ই অবগত আছেন। তদুপরি, পরকালের ইজ্জত-সম্মানকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে। অর্থাৎ– আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ব্যাপক ও বিশেষ মহান নি'মাতসমূহ এবং 'মাক্বাম-ই-মাহমূদ' ইত্যাদি দান করেছেন।

মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন বরকতময় দু'হাত তুলে উম্মতের জন্য কেঁদে কেঁদে দো'আ করেছেন, এবং এ আরয করেছেন, "আল্লাহুম্মা উম্মাতি উম্মাতি।" (অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন, আমার উম্মতকে রক্ষা করুন!) আল্লাহ্ তা'আলা জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম)-কে নির্দেশ দিলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করো। অথচ এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অবগত আছেন। জিব্রাঈল (আলায়হিস সালাম) আদেশ মোতাবেক উপস্থিত হয়ে তা জানতে চাইলেন। হুযূর বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে সব অবস্থা বর্ণনা করলেন এবং উম্মতের জন্য দুঃখ-বোধের কথা প্রকাশ করলেন। জিব্রাইল আমীন

(আলায়হিস্ সালাম) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আরয করলেন, "আপনার হাবীব এই এই আরয করেছেন।" অথচ তিনি (আল্লাহ) ভালভাবে জানেন। আল্লাহ্ তা'আলা জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম)-কে বললেন, "যাও, আমার হাবীব (সাল্লাল্লাহুআলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে গিয়ে বলো যে, আমি তাঁকে অচিরেই তাঁর উম্মত সম্পর্কে সন্তুষ্ট করে দেবো এবং তাঁর পবিত্র অন্তরকে ভারাক্রান্ত হতে দেবো না।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো, তখন সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত আমার একজন উম্মতও জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে (ততক্ষণ পর্যন্ত) আমি সন্তুষ্ট হবো না।" এ আয়াত শরীফ এ কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ওটাই করবেন, যাতে রসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সন্তুষ্ট হন। শাফা'আতের হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সন্তুষ্টি এতে নিহিত যে, সমস্ত গুনাহ্গার উম্মতকে ক্ষমা করা হোক। সুতরাং আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে নিশ্চিতভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের শাফা'আত গ্রহণযোগ্য এবং তাঁর মর্জি মুবারক অনুযায়ীই গুনাহ্গার উম্মতকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। সুব্হানাল্লাহ্! কেমন উচ্চ মর্যাদা যে, মহান প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করার জন্য সকল নৈকট্যপ্রাপ্ত বিভিন্ন কষ্ট সহ্য করে থাকেন এবং পরিশ্রম করে থাকেন, আর ঐ মহান আল্লাহ্ এ হাবীবে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে সন্তুষ্ট করার জন্য আপন দানকে ব্যাপক করে দিচ্ছেন!

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব নি'মাতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা তাঁকে প্রাথমিক অবস্থা থেকে প্রদান করেছেন।

টীকা-৭. সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখনো আপন সম্মানিতা মায়ের গর্ভে অবস্থান করছেন তখন গর্ভকাল মাত্র দু'মাসের ছিলো। তাঁর সম্মানিত পিতা মদীনা শরীফে ওফাত পেলেন। তখন তিনি না কোন সম্পদ রেখে গেলেন, না কোন জায়গা-জমি। তাঁর লালন-পালনের যিম্মাদার হলেন তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব। যখন তাঁর বয়স শরীফ চার কিংবা ছয় বছর হলো, তখন তাঁর সম্মানিত মাতাও ইন্তিকাল করলেন। যখন পবিত্র বয়স আট বছর হলো, তখন তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবও ওফাত পান। তিনি (দাদা) ওফাতের পূর্বে তাঁর পুত্র আবূ তালেবকে, যিনি তাঁর (দঃ) আপন চাচা ছিলেন, তাঁর সেবাযত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওসীয়ত করলেন। আবূ তালেবও তাঁর সেবায় অতি তৎপর রইলেন এ পর্যন্ত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে 'নবূয়ত' দ্বারা সম্মানিত করেছেন।

সূরা ঃ ৯৩ দোহা	১০৮৫ পারা ঃ ৩০
৬. তিনি কি আপনাকে এতিম পাননি? অতঃপর আশ্রয় দিয়েছেন (৭)!	أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝٦
৭. এবং আপনাকে স্বীয় প্রেমে আত্মহারা পেয়েছেন, তখন নিজের দিকে পথ দেখিয়েছেন (৮)।	وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝٧
৮. এবং আপনাকে অভাবগ্রস্ত পেয়েছেন, অতঃপর ধনী করে দিয়েছেন (৯);	وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝٨
৯. সুতরাং এতিমের উপর চাপ সৃষ্টি করবেন না (১০);	فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩
১০. এবং ভিক্ষুককে ধমকাবেন না (১১)।	وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١٠
মানযিল - ৭	

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ এক অর্থ এটাও বর্ণনা করেছেন যে, 'য়াতীম' শব্দের অর্থ 'অদ্বিতীয় ও নজীর বিহীন।' যেমন বলা হয়- 'দুররা-ই-য়াতীমাহ্' (অর্থাৎ একক মণিমুক্তা)। এতদ্‌ভিত্তিতে, আয়াতের অর্থ হবে- "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মান-মর্যাদায় একক ও নজীরবিহীন পেয়েছেন। অতঃপর নৈকট্যে স্থান দিয়েছেন। নিজ তত্ত্বাবধানে তাঁকে শত্রুদের মধ্যে লালন-পালন করেছেন এবং তাঁকে 'নবূয়ত', 'ইস্তেফা' (মনোনীত করা) ও 'রিসালত'-এর মর্যাদা দান করে ধন্য করেছেন। (খাযিন, জুমাল ও রূহুল বয়ান)

টীকা-৮. এবং 'গায়ব' (অদৃশ্য)-এর রহস্যাদি আপনার জন্য প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং অতীত ও ভবিষ্যতের সবকিছুর জ্ঞান দান করেছেন। আপন সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয় লাভের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন।

মুফাস্সিরগণ এ আয়াতের এক অর্থ এটাও বর্ণনা করেছেন যে, "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এমন আত্মহারা পেয়েছেন যে, তিনি আপন আত্মা ও মর্যাদাসমূহের খবরও রাখতেন না। তখন তিনি তাঁকে সত্তা, গুণাবলী, পদ-মর্যাদা ও উন্নত স্তরসমূহের পরিচিতি দান করেছেন।

মাস্আলাঃ নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) সবাই নিষ্পাপ হন- নবূয়তের পূর্বেও, নবূয়তের পরেও। আর তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদ (একত্ব) ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে সদা-সর্বদা অবগত থাকেন।

টীকা-৯. ধন-দৌলত ও অল্পে-তুষ্টির গুণ দান করে। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, অগাধ সম্পদ দ্বারা ধনী হওয়া যায়না। প্রকৃত ধনী সেই, যে আত্মিকভাবে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত হয়।

টীকা-১০. যেমন অন্ধকার যুগের প্রথা ছিলো যে, তারা এতিমদেরকে দমিয়ে রাখতো এবং তাদের উপর অত্যাচার করতো। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঘর হচ্ছে সেটাই, যাতে এতিমের সাথে সদ্ব্যবহার করা হয়, আর সেটাই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ঘর, যাতে এতিমের সাথে অন্যায় আচরণ করা হয়।

টীকা-১১. হয়ত কিছু দিয়ে দাও, নতুবা সুন্দর ব্যবহার ও নম্রতার সাথে অক্ষমতা পেশ করো। এও বলা হয়েছে যে, 'সা-ইল' দ্বারা 'তালেব-ই-ইলম' (বিদ্যা অন্বেষণকারী) বুঝানো হয়েছে। তার সম্মান করা উচিত, তার যা প্রয়োজন হয় তা পূরণ করা এবং তার সাথে বদ-মেজাজী ও দুর্ব্যবহার না করা চাই।

টীকা-১২. 'নি'মাতসমূহ' দ্বারা ঐ সমস্ত নি'মাত বুঝানো হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন এবং ঐ গুলোও, যেগুলো হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করার ওয়াদা দিয়েছেন।

নি'মাতসমূহের চর্চা করার নির্দেশ এ জন্য দিয়েছেন যে, নি'মাতের চর্চা করা আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করারই নামান্তর। ★

****

টীকা-১. **'সূরা আলাম নাশ্‌রাহ্'** মক্কী। এ'তে একটি রুকূ', আটটি আয়াত, সাতাশটি পদ এবং একশ ত্রিশটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. অর্থাৎ আমি আপনার বক্ষস্থলকে প্রশস্ত ও বিস্তৃত করেছি– হিদায়ত, মা'রেফাত, উপদেশ, নবূয়ত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য। এমন কি দৃশ্য ও অদৃশ্য জগত এরই প্রশস্ততার মধ্যে সংকুলান হয়ে গেছে। আর শারীরিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ আত্মিক আলোক বিকিরণের জন্য অন্তরায় হতে পারেনি এবং খোদা প্রদত্ত জ্ঞান (ইলমে লাদুন্নী), আল্লাহ্র হিকমতসমূহ, প্রতিপালকের পরিচয় এবং পরম করুণাময়ের হাক্বীক্বতসমূহ পবিত্র বক্ষে বিকশিত হয়েছে। আর প্রকাশ্য 'শরহে সদর' (বক্ষ মুবারকের সম্প্রসারণ)ও বার বার হয়েছে– বাল্যকালে, ওহী নাযিল হবার প্রাথমিক যুগে এবং মি'রাজের রাতে। যেমন হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে– তা (বক্ষ সম্প্রসারণ) এভাবে হয়েছিলো যে, জিব্রাঈল আমীন (আলায়হিস্ সালাম) পবিত্র বক্ষকে বিদীর্ণ করে 'ক্বলব' (হৃদয়) মুবারককে বের করেছিলেন এবং তা স্বর্ণের পাত্রের মধ্যে রেখে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করেন। আর নূর ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ করে তা যথাস্থানে রেখে দিয়েছেন।

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ⑪

১১. এবং আপনার প্রতিপালকের নি'মাতের খুব চর্চা করুন (১২)। ★

সূরা ইন্‌শিরাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ইন্‌শিরাহ্ মক্কী	আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৮ রুকূ'-১

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ①

১. আমি কি আপনার বক্ষ প্রশস্ত করিনি (২)?

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ②

২. এবং আপনার উপর থেকে আপনার সেই বোঝা নামিয়ে দিয়েছি,

الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ③

৩. যা আপনার পৃষ্ঠ ভেঙ্গেছিলো (৩),

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ④

৪. এবং আমি আপনার জন্য আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি (৪)।

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑤

৫. সুতরাং নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে,

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑥

৬. নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে (৫)।

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ⑦

৭. অতএব, যখন আপনি নামায থেকে অবসর হবেন তখন দো'আর মধ্যে (৬)

টীকা-৩. এ 'বোঝা' দ্বারা হয়ত ঐ দুঃখ বুঝানো হয়েছে, যা কাফিরগণ ঈমান না আনার কারণে তাঁর পবিত্র মনে বিরাজ করতো। কিংবা উম্মতগণের পাপসমূহের চিন্তা, যা নিয়ে 'ক্বলব' (হৃদয়) মুবারক সর্বদা ব্যস্ত থাকতো। অর্থ এ যে, 'আমি আপনাকে মাক্ববূল সুপারিশকারীর মর্যাদা দান করে সেই দুঃখের বোঝা দূর করে দিয়েছি।'

টীকা-৪. হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত সম্পর্কে হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস সালাম)কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, (আল্লাহ্ এরশাদ করেন,) "আপনার স্মরণকে সমুন্নত করার অর্থ হচ্ছে– যখন আমাকে স্মরণ করা হবে, তখন আমার সাথে আপনাকেও স্মরণ করা হবে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) বলেছেন যে, এর অর্থ এ যে, 'আযানে, তাকবীরে, তাশাহহুদে, মিম্বরসমূহের উপর, খোৎবাসমূহে। সুতরাং যদি কেউ আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করে এবং প্রত্যেক কথায় তাঁর সত্যতা স্বীকার করে কিন্তু সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের রিসালতের সাক্ষ্য না দেয়, তাহলে তার এসব আমল নিষ্ফল। সে কাফিরই থেকে যাবে।

হযরত ক্বাতাদাহ্ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্মরণকে দুনিয়া ও আখিরাতে বুলন্দ করেছেন– প্রত্যেক বক্তা, প্রত্যেক তাশাহহুদ পাঠকারী 'আশ্‌হাদু আল্-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাথে 'আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্'ও উচ্চারণ করে থাকে।

কোন কোন তাফসীরকারকের মতে, আপনার স্মরণের উচ্চ মর্যাদা হচ্ছে– আল্লাহ্ তা'আলা সম্মানিত নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম) থেকে তাঁর (দঃ) উপর ঈমান আনার জন্য ওয়াদা নিয়েছেন।

টীকা-৫. অর্থাৎ যেই কঠোরতা ও কষ্ট তিনি কাফিরদের মুকাবিলায় সহ্য করে এসেছেন তার সাথেই স্বস্তি রয়েছে। অর্থাৎ আমি আপনাকে তাদের উপর বিজয় দান করবো।

টীকা-৬. অর্থাৎ পরকালের

★ 'সূরা দোহা' সমাপ্ত।

টীকা-৭. যেহেতু, নামাযের পর দো'আ কবূল হয়ে থাকে। এ দো'আ দ্বারা নামাযের শেষ ভাগের দো'আ বুঝানো হয়েছে, যা নামাযের অভ্যন্তরে করা হয়, অথবা ঐ দো'আ যা সালাম ফেরানোর পর করা হয়। এতে (অবশ্য) মতভেদ রয়েছে।

টীকা-৮. তাঁরই অনুগ্রহের অন্বেষণকারী থাকুন, তাঁরই উপর ভরসা করুন। ★

****

টীকা-১. **'সূরা আত্‌তীন'** মক্কী। এ'তে একটি রুকূ', আটটি আয়াত, চৌত্রিশটি পদ এবং একশ পাঁচটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. **'ডুমুর ফল'** (আন্‌জীর) হচ্ছে- উৎকৃষ্টমানের ফল, যাতে পরিত্যাজ্য কিছুই নেই। দ্রুত হজমী, অতি উপকারী, মসৃণ, সহজভোজ্য, পাকস্থলীর বালুকণা অপসারণকারী, আঁত বা কলিজার গ্রন্থি উন্মুক্তকারী, দেহকে সবলকারী, কফ অপসারণকারী।

'যায়তূন' একটা বরকতময় বৃক্ষ। এর তৈল প্রদীপ জ্বালানোর কাজেও ব্যবহৃত হয় এবং তরকারীর পরিবর্তেও খাওয়া যায়। এ গুণ দুনিয়ার অন্য কোন

পরিশ্রম করুন (৭),

৮. এবং আপন প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করুন (৮)। ★

وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

সূরা তীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা তীন মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৮ রুকূ'-১

১. ডুমুরের শপথ ও যায়তূনের (২),

২. এবং সিনাই পর্বতের (৩),

৩. এবং ঐ নিরাপদ শহরের (৪)-

৪. নিশ্চয় আমি মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।

৫. তারপর তাকে নিম্ন থেকে নিম্নতর অবস্থার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি (৫)-

৬. কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য অফুরন্ত প্রতিদান রয়েছে (৬)।

৭. অতঃপর এখন (৭) কোন্ জিনিষ তোমাকে ন্যায় বিচারকে অস্বীকার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছে (৮)?

৮. আল্লাহ্ কি সকল বিচারকের চেয়ে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন? ★★

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ﴿١﴾ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ﴿٢﴾ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ﴿٥﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٦﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ﴿٧﴾ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨﴾

তৈলে নেই। এর গাছ শুষ্ক পর্বতসমূহে উৎপন্ন হয়। তাতে চর্বির নাম-নিশানাও নেই। কোন প্রকার যত্ন ব্যতিরেকেই উৎপন্ন হয়। হাজার হাজার বছর যাবৎ বিদ্যমান থাকে। এসব জিনিষে আল্লাহ্‌র শক্তির নিদর্শন সুস্পষ্ট।

টীকা-৩. এটা হচ্ছে ঐ পাহাড়, যায় উপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে বাক্যালাপ দ্বারা ধন্য করেছেন। আর 'সীনা' (সিনাই) হচ্ছে ঐ স্থানের নাম, যেখানে এ পাহাড়টি অবস্থিত। অথবা 'সীনা'-এর অর্থ হচ্ছে- সুদৃশ্য, যেখানে অসংখ্য ফলময় বৃক্ষ বিদ্যমান থাকে।

টীকা-৪. অর্থাৎ মক্কা মুকার্‌রামাহ্‌র (শপথ)।

টীকা-৫. অর্থাৎ বার্দ্ধক্যের দিকে, যখন শরীর দুর্বল হয়ে যায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অকেজো হয়ে যায়, জ্ঞান-বুদ্ধি হ্রাস পায়, পিঠ কুঁজো ও চুল সাদা হয়ে যায়। গায়ের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে যায়। আপন আয়োজনাদি আঞ্জাম দিতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

অথবা এ অর্থ হয় যে, যখন সে তার সুন্দর চেহারা ও শারীরিক কাঠামোর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি এবং অবাধ্যতার উপর অটল রয়েছে ও ঈমান আনেনি, তখন জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরকে আমি তার ঠিকানা করে দিয়েছি।

টীকা-৬. যদিও বার্দ্ধক্যের দুর্বলতার দরুন সে যৌবনকালের ন্যায় অধিক ইবাদত বন্দেগী করতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং তার আমলের পরিমাণ হ্রাস পায়; কিন্তু আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সে ঐ পরিমাণ সাওয়াব পাবে, যা যৌবনে শক্তি থাকাকালে আমল করে লাভ করতো। আর তার আমলনামাতে ঐ পরিমাণ আমলই লিপিবদ্ধ করা হবে।

টীকা-৭. এ অকাট্য বর্ণনা ও উজ্জ্বল প্রমাণের পর, হে কাফির!

টীকা-৮. এবং তুমি আল্লাহ্ তা'আলার এসব কুদ্‌রত অবলোকন করা সত্ত্বেও কেন পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ ও প্রতিফল দানের কথা অস্বীকার করছো? ★ ★

****

★ 'সূরা ইন্‌শিরাহ্' সমাপ্ত।

★★ 'সূরা তীন' সমাপ্ত।

টীকা-১. **'সূরা ইক্বরা'**। এ সূরাকে 'সূরা আলাক্ব'ও বলা হয়। এ সূরাটি মক্কী। এতে একটি রুকূ', উনিশটি আয়াত, বিরানব্বইটি পদ এবং দু'শ আশিটি বর্ণ আছে।

অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, এ সূরাটি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর প্রথম পাঁচটি আয়াত مَالَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত হেরা পর্বতের গুহায় নাযিল হয়েছে। ফিরিশ্‌তা ★ এসে হযরত সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আরয করলেন, 'اِقْــــرَاْ' অর্থাৎ 'পড়ুন'! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমি পড়িনি।" তখন তিনি (হযরত জিব্রাঈল) তাঁকে (দঃ) বুকে জড়িয়ে খুব জোরে চাপ দিলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে اِقْــرَاْ বললেন। তারপরও তিনি ঐ উত্তর দিলেন। এভাবে তিনবার হলো। তারপর তিনি সাথে সাথে مَالَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত পড়লেন।

টীকা-২. অর্থাৎ পড়ার আরম্ভ আল্লাহ্‌র নাম সহকারে হওয়াই আদব। এতদ্‌ভিত্তিতে, আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পড়ার প্রারম্ভ 'বিস্‌মিল্লাহ্'র সাথে হওয়া মুস্তাহাব।

টীকা-৩. সৃষ্টিকুলকে–

টীকা-৪. পুনরায় পড়ার নির্দেশ তাকীদ দেয়ার জন্যই। আর একথাও বলা হয়েছে যে, পুনরায় পড়ার হুকুমের উদ্দেশ্য হচ্ছে এ যে, 'ধর্ম প্রচার ও উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য পড়ুন।'

টীকা-৫. এ থেকে লেখার ফযীলত প্রমাণিত হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে লেখার মধ্যে অনেক উপকার রয়েছে। লেখার মাধ্যমেই বিদ্যা-শিক্ষাদি আয়ত্বে আসে। পূর্ববর্তী মানুষের খবরাখবর, তাদের অবস্থা এবং তাদের কথাবার্তা সংরক্ষিত থাকে। লিখা না হলে ধর্মীয় ও পার্থিব কোন কাজ টিকে থাকা সম্ভব হতো না।

টীকা-৬. 'মানুষ' দ্বারা এখানে 'হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম'-এর কথা বুঝানো হয়েছে। আর যা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন তা হচ্ছে– 'ইলমে আসমা' (বস্তুসমূহের নাম সম্পর্কীয় জ্ঞান)।

অন্য এক অভিমত হচ্ছে– 'মানুষ' দ্বারা এখানে সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কথাই বুঝানো হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সকল বস্তুর জ্ঞান দান করেছেন। (মা'আলিম ও খাযিন)

টীকা-৭. অর্থাৎ আলস্যের কারণ দুনিয়ার মোহ-মায়া এবং ধন-সম্পদের উপর অহংকারই। এ আয়াতগুলো আবূ জাহ্‌ল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যেহেতু কিছু সম্পদ তার হস্তগত হলো। তখন সে পোষাক-পরিচ্ছদে, সাওয়ারীতে এবং পানাহারে লৌকিকতা আরম্ভ করে দিলো এবং তার অহংকার প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেলো।

টীকা-৮. অর্থাৎ মানুষের এ কথার প্রতি লক্ষ্য রাখা ও অনুধাবন করা উচিৎ যে, তাকে যখন আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যেতে হবে, তখন তার অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্য, অহংকার ও গর্বের পরিণাম শাস্তিই হবে।

টীকা-৯. **শানে নুযূলঃ** এ আয়াতটাও আবূ জাহ্‌ল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে

সূরা আলাক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আলাক্ব মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১৯ রুকূ'-১

১. পড়ুন! আপনার প্রতিপালকের নামে (২), যিনি সৃষ্টি করেছেন (৩)–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۝١

২. মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢

৩. পড়ুন (৪)! এবং আপনার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বড় দাতা,

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝٣

৪. যিনি কলম দ্বারা লিখন শিক্ষা দিয়েছেন (৫)–

الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤

৫. মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানতো না (৬)।

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥

৬. হাঁ, হাঁ, নিশ্চয় মানুষ ঔদ্ধত্য করে,

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰىٓ ۝٦

৭. এজন্য যে, সে নিজেকে নিজে অভাবমুক্ত মনে করেছে (৭)।

اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝٧

৮. নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে (৮)।

اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ۝٨

৯. আচ্ছা, দেখোতো, যে বাধা প্রদান করে

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى ۝٩

১০. বান্দাকে– যখন সে নামায পড়ে (৯)!

عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ۝١٠

১১. আচ্ছা, দেখোতো, যদি সে হিদায়তের

اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰىٓ ۝١١

★ হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম

বারণ করেছিলো এবং মানুষের নিকট বলেছিলো, "যদি আমি তাঁকে এমন কাজ (নামায পড়া) করতে দেখি, তা হলে পা দিয়ে গর্দান পিষে ফেলবো এবং চেহারা মাটির সাথে মিশিয়ে দেবো (নাঊযুবিল্লাহ্)।" অতঃপর সে তার কু-উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নামাযরত অবস্থায় আসলো এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকটে পৌঁছে উল্টো পদে পালিয়ে গেলো– সামনের দিকে হাত প্রসারিত করে, যেমন কেউ কোন মুসীবতকে ঠেকানোর জন্য হাত সামনে প্রসারিত করে। তার চেহারার রং বদলে গেলো, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাঁপতে লাগলো।

লোকেরা বললো, "কি অবস্থা?" সে বলতে লাগলো, "আমার এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর মাঝখানে একটা গর্ত দেখেছি, যা আগুনে পরিপূর্ণ আর ভীতিপ্রদ পাখীগুলো পাখা প্রসারিত করে বসে আছে।"

উপর প্রতিষ্ঠিত হয়,

اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ﴿١٢﴾

১২. অথবা খোদাভীরুতার কথা বলে, তবে কত ভালোই হতো!

اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿١٣﴾

১৩. আচ্ছা, দেখোতো, যদি সে অস্বীকার করে (১০) এবং মুখ ফিরিয়ে নেয় (১১), তাহলে কি অবস্থা হবে!

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ﴿١٤﴾

১৪. সে কি জানে নি (১২) যে, আল্লাহ্ দেখছেন (১৩)?

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًاۢ بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾

১৫. হাঁ, হাঁ, যদি সে বিরত না হয় (১৪), তবে অবশ্যই আমি (তার) কপালের চুল ধরে টেনে আনবো (১৫)।

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾

১৬. কেমন কপাল? মিথ্যুক, গুনাহ্গার।

فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ﴿١٧﴾

১৭. এখন আহ্বান করুক আপন মজলিসকে (১৬)!

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾

১৮. এখনই আমি সৈন্যদেরকে আহ্বান করছি (১৭)।

كَلَّا ۗ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٩﴾

১৯. হাঁ, হাঁ, তার আনুগত্য করবেন না এবং সাজদা করুন (১৮) আর আমার নিকটবর্তী হয়ে যান। (সাজদা) ★

সাজদাহ্-১৪

সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "যদি সে আমার নিকটে আসতো তাহলে ফিরিশ্‌তাগণ তার প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আলাদা আলাদা করে ফেলতো।"

টীকা-১০. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে

টীকা-১১. ঈমান আনা থেকে,

টীকা-১২. আবূ জাহ্ল

টীকা-১৩. তার কর্মকে। অতঃপর তার প্রতিদান দেবেন।

টীকা-১৪. সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়া এবং তাঁকে অস্বীকার করা থেকে,

টীকা-১৫. এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।

টীকা-১৬. শানে নুযূলঃ যখন আবূ জাহ্ল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে বাধা দিয়েছিলো, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করলেন। এর জবাবে সে বললো, "আপনি আমাকে তিরস্কার করছেন! খোদার কসম! আমি আপনার মুকাবিলায় নওজোয়ান আরোহী ও পদাতিক সৈন্য দ্বারা এ ময়দানকে পরিপূর্ণ করে দেবো। আপনি জানেন, মক্কা মুকার্‌রামায় আমার চেয়ে বেশী বড় দলবল ও সভাসদবিশিষ্ট অন্য কেউ নেই।"

টীকা-১৭. অর্থাৎ আযাবের ফিরিশ্‌তাগণকে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যদি সে তার সভাসদগণকে আহ্বান করতো, তাহলে ফিরিশ্‌তাগণ তাকে প্রকাশ্যে গ্রেফতার করতো।

টীকা-১৮. অর্থাৎ নামায পড়তে থাকুন। ★

****

★ 'সূরা আলাক্ব' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা ক্বদর' মাদানী এবং অন্য এক অভিমতানুসারে মক্কী। এ'তে একটি রুকূ', পাঁচটি আয়াত, ত্রিশটি পদ এবং একশ বারোটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. অর্থাৎ ক্বোরআন মজীদকে একবারেই 'লাওহ-ই-মাহফূয' (সংরক্ষিত ফলক) থেকে প্রথম আসমানের প্রতি

টীকা-৩. 'শবে ক্বদর' সম্মানিত ও বরকতময়ী রাত। ওটাকে 'শবে ক্বদর' এজন্য বলা হয় যে, এ রাতে সারা বছরের বিধি-বিধান প্রকাশিত হয়। আর ফিরিশ্‌তাদেরকে সারা বছরের দৈনন্দিন কর্তব্য-কর্মসমূহের জন্য আদিষ্ট করা হয়।

এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ রাতের মর্যাদা ও সম্মানের কারণে সেটাকে 'শবে ক্বদর' বলা হয়। তাছাড়া, একথাও বর্ণিত আছে যে, এ রাতে যেহেতু সৎ কার্যাবলী স্থানান্তরিত হয় এবং আল্লাহ্‌র দরবারে সেগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়, সেহেতু এ রাতকে শবে ক্বদর বলা হয়।

হাদীসসমূহে এ রাতের বহু **ফযীলত** বর্ণিত হয়েছে-

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, যে ব্যক্তি এ রাতে ঈমান ও নিষ্ঠার সাথে জাগ্রত হয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সারা বছরের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন।

মানুষের উচিত এ রাতে অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করা এবং রাত ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করা। সারা বছরে এ রাত শুধু একবারই আসে। বহু সংখ্যক বর্ণনা (হাদীস) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐ রাত রমযানুল মুবারকের শেষ তৃতীয়াংশেই (শেষ দশ রাত) হয়ে থাকে। অধিকাংশ ইমামের মতে তাও এ দশ রাতের বিজোড় রাতগুলোর কোন একটা রাতই হয়।

কোন কোন আলিমের (ইমাম) মতে, রমযানুল মুবারকের ২৭তম রাতেই 'শবে ক্বদর' হয়। এটাই হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু থেকে বর্ণিত হয়। এ রাতের মহান ফযীলতসমূহ পরবর্তী আয়াতসমূহে এরশাদ করা হচ্ছে-

টীকা-৪. যেগুলো 'শবে ক্বদর' শূন্য হয়। এ একটি রাতে 'নেক আমল' করা হাজার রাতের আমল অপেক্ষাও অধিক উত্তম।

হাদীস শরীফ-এ বর্ণিত হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী উম্মতদের এমন এক ব্যক্তির উল্লেখ করলেন, যে সমগ্র রাত ইবাদত করতো এবং সারা দিন জিহাদের মধ্যে কাটাতো। এভাবে সে হাজার মাস অতিবাহিত করলো। এটা শুনে মুসলমানগণ আশ্চর্যান্বিত হলেন। তখন আল্লাহ্ পাক তাঁকে শবে ক্বদর প্রদান করলেন এবং এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন- 'শবে ক্বদর হাজার মাস থেকেও উত্তম।' (এ হাদীস শরীফ ইবনে জরীর হযরত মুজাহিদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।) এই হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার, আপন হাবীবের প্রতি মহা বদান্যতা যে, তাঁর উম্মতগণ 'শবে ক্বদর'-এর একটা মাত্র রাত ইবাদত করলে তাদের সাওয়াব পূর্ববর্তী উম্মতদের হাজার মাস ইবাদতকারী অপেক্ষাও অধিক হয়।

সূরাঃ ৯৭ ক্বদর — ১০৯০ — পারা ঃ ৩০

সূরা ক্বদর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ক্বদর মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৫ রুকূ'-১

১. নিশ্চয় আমি সেটা (২) ক্বদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি (৩);

২. এবং আপনি কি জানেন ক্বদর-রাত্রি কি?

৩. ক্বদরের রাত হাজার মাস থেকে উত্তম (৪)।

৪. এতে ফিরিশ্‌তাগণ ও জিব্রাঈল অবতীর্ণ হয়ে থাকে (৫) স্বীয় প্রতিপালকের আদেশে প্রত্যেক কাজের জন্য (৬)।

৫. ওটা শান্তি- ভোর উদয় হওয়া পর্যন্ত (৭)। ★

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ① وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ② لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ③ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ④ سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ⑤

মানযিল - ৭

টীকা-৫. যমীনের প্রতি। যে বান্দা দণ্ডায়মান অথবা উপবিষ্ট অবস্থায় আল্লাহ্‌র স্মরণে (যিক্‌র) মশগুল হয় তাকে সালাম করেন এবং তার পক্ষে দো'আ ও ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করেন।

টীকা-৬. যা আল্লাহ্ তা'আলা ঐ বছরের জন্য বাজেট **করেন**।

টীকা-৭. বালা ও মুসীবতসমূহ থেকে। ★

****

★ 'সূরা ক্বদর' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা লাম্ য়াকুন'। সেটাকে সূরা 'বাইয়্যেনাহ্'ও বলা হয়। অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে এ সূরা 'মাদানী'। আর হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্হুমার এক অভিমতে, এ সূরা মক্কী। এ সূরায় একটি রুকূ', আটটি আয়াত, চুরানব্বইটি পদ এবং তিনশ নিরানব্বইটি বর্ণ আছে।

সূরা বাইয়্যেনাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা বাইয়্যেনাহ্ মাদানী	আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৮ রুকূ'-১

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝١

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝٢ فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝٣

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝٤ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۝٥

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝٦ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝٧

جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۝٨

১. কিতাবী কাফির (২) এবং মুশরিক (৩) নিজ নিজ ধর্মত্যাগী ছিলোনা, যে পর্যন্ত তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসেনি (৪)।

২. ইনি কে? ইনি আল্লাহ্র রসূল (৫), যিনি পবিত্র সহীফাসমূহ পাঠ করেন (৬);

৩. এ গুলোর মধ্যে সরল বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ আছে (৭)।

৪. এবং কিতাবীদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়নি; কিন্তু এরপর যে, সেই সুস্পষ্ট প্রমাণ (৮) তাদের নিকট শুভাগমন করেছে (৯)।

৫. এবং ঐসব লোককে তো (১০) এ আদেশই দেয়া হয়েছে যেন তারা আল্লাহ্র ইবাদত করে শুধু তাঁরই উপর বিশ্বাস রেখে (১১) একনিষ্ঠ হয়ে (১২) এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয়। আর এই হচ্ছে সরল সহজ ধর্ম।

৬. নিশ্চয় যত কাফির রয়েছে- কিতাবী ও মুশরিক, সবাই জাহান্নামের আগুনে রয়েছে, সর্বদা তাতে থাকবে। তারা সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারাই সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ;

৮. তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট- বসবাস করার বাগান, যার নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেগুলোর মধ্যে সদা-সর্বদা থাকবে। আল্লাহ্ তাদের উপর সন্তুষ্ট (১৩) এবং তারা তাঁর উপর সন্তুষ্ট (১৪)। এটা তারই জন্য, যে আপন প্রতিপালককে ভয় করে (১৫)। ★

টীকা-২. ইহুদী ও খৃষ্টান

টীকা-৩. মূর্তি পূজারী

টীকা-৪. অর্থাৎ নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবির্ভূত হয়েছেন। কেননা, হুযূর আক্বদাস আলায়হিস্ সালাতু ওয়াত্ তাস্লীমাত-এর শুভাগমনের পূর্বে তারা সবাই এ কথা বলতো, "আমরা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করার নই, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ প্রতিশ্রুত নবীর আবির্ভাব হবেনা, যাঁর উল্লেখ তাওরীত ও ইঞ্জীলে রয়েছে।"

টীকা-৫. অর্থাৎ সৈয়দে আলম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

টীকা-৬. অর্থাৎ ক্বোরআন মজীদ;

টীকা-৭. সত্য ও ইনসাফের।

টীকা-৮. অর্থাৎ সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

টীকা-৯. অর্থ এ যে, প্রথম থেকে তো সবাই এ কথার উপর একমত ছিলো যে, যখন প্রতিশ্রুত নবী তাশরীফ আনবেন, তখন তারা ঈমান আনবে। কিন্তু যখন ঐ সম্মানিত নবী আবির্ভূত হলেন, তখন কিছু সংখ্যক তো তাঁর উপর ঈমান আনলেন, আর কিছু সংখ্যক হিংসার বশবর্তী হয়ে ও গোঁড়ামী করে কুফর অবলম্বন করলো।

টীকা-১০. তাওরীত ও ইঞ্জীলের মধ্যে

টীকা-১১. নিষ্ঠার সাথে শির্ক ও নিফাক্ব (মুনাফিকী) থেকে দূরে রয়ে

টীকা-১২. অর্থাৎ সকল ধর্ম ত্যাগ করে একনিষ্ঠতার সাথে শুধু ইসলামের অনুসারী হয়ে

টীকা-১৩. এবং তাদের আনুগত্য ও নিষ্ঠার উপর

টীকা-১৪. এবং তাঁর অনুগ্রহ ও দানের উপর।

টীকা-১৫. এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকে। ★

****

★ 'সূরা বাইয়্যেনাহ্' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা ইযা যুল্‌যিলাত', যাকে 'সূরা যাল্‌যালাহ্'ও বলা হয়, মক্কী এবং অপর এক অভিমতানুসারে মাদানী। এ'তে একটি রুকূ', আটটি আয়াত, পঁয়ত্রিশটি পদ এবং একশ উনচল্লিশটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হবার নিকটবর্তী সময়ে অথবা ক্বিয়ামতের দিন,

টীকা-৩. এবং ভূ-পৃষ্ঠে কোন বৃক্ষ, কোন দালান, কোন পাহাড় বিদ্যমান থাকবে না; প্রত্যেক জিনিষই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে,

টীকা-৪. অর্থাৎ খনিসমূহ ও মৃতগণ, যেগুলো তাতে রয়েছে, সব বের হয়ে এসে পড়বে,

টীকা-৫. যে, এমন অস্থির হয়েছে এবং এত ভীষণ ভূ-কম্পন এসেছে যে, যা কিছু এর অভ্যন্তরে ছিলো সবই বাইরে নিক্ষেপ করেছে?

সূরা যিল্‌যাল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা যিল্‌যাল মাদানী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৮ রুকূ'-১

১. যখন যমীনকে থরথর করে কাঁপানো হবে (২), যেভাবে সেটার কাঁপানো সাব্যস্ত হয়েছে (৩),

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ①

২. এবং যমীন স্বীয় বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে (৪),

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ②

৩. এবং মানুষ বলবে, 'সেটার কি হয়েছে (৫)?'

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ③

৪. ঐদিন সে তার সংবাদসমূহ বর্ণনা করবে (৬),

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ④

৫. এ জন্য যে, আপনার প্রতিপালক সেটার প্রতি আদেশ পাঠিয়েছেন (৭);

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ⑤

৬. ঐদিন মানুষ স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে (৮) বিভিন্ন রাস্তা ধরে (৯), যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্মসমূহ (১০) দেখানো হয়।

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ۬ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ⑥

৭. সুতরাং যে অণু পরিমাণ সৎকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ⑦

৮. এবং যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তাও দেখতে পাবে (১১)। ★

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ⑧

টীকা-৬. এবং যেই ভাল-মন্দ সেটার উপর করা হয়েছে, সবকিছু বর্ণনা করবে, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক নারী ও পুরুষ, এর উপর যা কিছু করেছে সেটা তার সাক্ষ্য দিয়ে বলবে, "অমুক দিন এটা করেছে এবং অমুক দিন এ কাজ করেছে।" (তিরমিযী)।

টীকা-৭. যেন আপন সংবাদসমূহ বর্ণনা করে এবং যেই আমল তার উপর করা হয়েছে সেগুলোর সংবাদ দেয়;

টীকা-৮. হিসাব-স্থল থেকে

টীকা-৯. কেউ ডান দিক থেকে বেহেশ্‌তের দিকে যাবে, কেউ বাম দিক থেকে জাহান্নামের দিকে,

টীকা-১০. অর্থাৎ আপন আমলসমূহের প্রতিদান

টীকা-১১. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা) এরশাদ করেছেন যে, প্রত্যেক মু'মিন ও কাফিরকে ক্বিয়ামত-দিবসে তার ভাল-মন্দ আমলসমূহ দেখানো হবে। মু'মিনকে তার ভাল ও মন্দ কাজসমূহ দেখিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তার মন্দসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং সৎকার্যাদির উপর সাওয়াব প্রদান করবেন।

কাফিরের নেকীগুলো বাতিল করে দেয়া হবে। কেননা, সেগুলো কুফরের দরুন নিষ্ফল হয়ে গেছে এবং অসৎ কর্মের উপর তাকে শাস্তি দেয়া হবে। মুহাম্মদ ইবনে কা'আব ক্বোরাযী বলেছেন যে, কাফির অণু পরিমাণ সৎকাজ করে থাকলেও সে তার প্রতিফল দুনিয়াতেই দেখে নেবে। এমন কি যখন দুনিয়া থেকে সে চলে যাবে, তখন তার নিকট কোন নেকী থাকবে না।

আর ঈমানদার ব্যক্তি স্বীয় মন্দ কার্যাবলীর শাস্তি দুনিয়াতেই পেয়ে যাবে। সুতরাং পরকালে তার সাথে কোন মন্দ থাকবে না। এ আয়াতের মধ্যে উৎসাহিত করা হয়েছে যে, সৎকাজ অল্প হলেও কাজে আসবে। আর এ মর্মে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, পাপ ছোট হলেও শাস্তিযোগ্য।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, প্রথম আয়াত ঈমানদারদের বেলায় এবং পরবর্তী আয়াত কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ★

****

★ 'সূরা যিল্‌যাল' সমাপ্ত।

সূরা 'আদিয়াত

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সূরা 'আদিয়াত মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১১ রুকূ'-১

১. শপথ ঐগুলোর, যেগুলো দৌড়ে (২) এমতাবস্থায় যে, সেগুলোর বুক থেকে আওয়াজ বের হয়,	وَالۡعٰدِيٰتِ ضَبۡحًا ۙ﴿۱﴾
২. অতঃপর পাথরসমূহ থেকে আগুন বের করে খুর মেরে (৩),	فَالۡمُوۡرِيٰتِ قَدۡحًا ۙ﴿۲﴾
৩. অতঃপর প্রভাত হতেই লূণ্ঠতরাজ করে (৪),	فَالۡمُغِيۡرٰتِ صُبۡحًا ۙ﴿۳﴾
৪. অতঃপর ঐসময় ধূলি উড়ায়;	فَاَثَرۡنَ بِهٖ نَقۡعًا ۙ﴿۴﴾
৫. অতঃপর শত্রুর মধ্যে সৈন্যদলের মাঝে প্রবেশ করে–	فَوَسَطۡنَ بِهٖ جَمۡعًا ۙ﴿۵﴾
৬. নিশ্চয় মানুষ স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বড় অকৃতজ্ঞ (৫),	اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوۡدٌ ۚ﴿۶﴾
৭. এবং নিশ্চয় সে এর উপর (৬) নিজেই সাক্ষী,	وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيۡدٌ ۚ﴿۷﴾
৮. এবং নিশ্চয় সে সম্পদের মোহে অত্যন্ত প্রবল (৭)।	وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الۡخَيۡرِ لَشَدِيۡدٌ ؕ﴿۸﴾
৯. আপনি কি জানেন না যখন উত্থিত হবে (৮) যারা কবরসমূহে রয়েছে,	اَفَلَا يَعۡلَمُ اِذَا بُعۡثِرَ مَا فِى الۡقُبُوۡرِ ۙ﴿۹﴾
১০. এবং প্রকাশ করে দেয়া হবে (৯) যা অন্তরসমূহে রয়েছে?	وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوۡرِ ۙ﴿۱۰﴾
১১. নিশ্চয় তাদের প্রতিপালক ঐ দিন (১০) তাদের সব খবর সম্পর্কে অবহিত (১১)। ★	اِنَّ رَبَّهُمۡ بِهِمۡ يَوۡمَئِذٍ لَّخَبِيۡرٌ ﴿۱۱﴾

সূরা ক্বা-রি'আহ্

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সূরা ক্বা-রি'আহ্ মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১১ রুকূ'-১

১. অন্তর প্রকম্পিতকারী,	اَلۡقَارِعَةُ ۙ﴿۱﴾

টীকা-১. 'সূরা ওয়াল আদিয়াত' হযরত ইবনে মাস'ঊদ রাদিয়াল্লাহু আন্হুর মতে, মক্কী এবং হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আন্হুমার মতে, মাদানী। এ'তে একটি রুকূ' এগারটি আয়াত, চল্লিশটি পদ এবং একশ তেষট্টিটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. এ গুলো দ্বারা গাযীদের (ধর্মীয় যোদ্ধাগণ) ঘোড়াগুলোর কথা বুঝানো হয়েছে, যেগুলো জিহাদের ময়দানে দৌড়ায়। তখন সেগুলোর বক্ষ থেকে আওয়াজ বের হয়।

টীকা-৩. যখন কঙ্করময় যমীনের উপর চলাফেরা করে,

টীকা-৪. শত্রুকে,

টীকা-৫. যেহেতু তাঁর নি'মাতসমূহকে অস্বীকার করে,

টীকা-৬. আপন আমলের উপর

টীকা-৭. অতীব ক্ষমতাশালী, শক্তিমান আর ইবাদতের বেলায় দুর্বল।

টীকা-৮. মৃতগণ,

টীকা-৯. ঐ মূলতত্ত্ব কিংবা ভালো-মন্দ,

টীকা-১০. অর্থাৎ ক্বিয়ামত দিবস, যা মীমাংসারই দিন,

টীকা-১১. যেভাবে সদা-সর্বদা থাকে। অতঃপর তাদেরকে ভাল-মন্দ কাজের প্রতিফল প্রদান করবেন। ★

****

টীকা-১. 'সূরা আল্ ক্বা-রি'আহ্' মক্কী। এ'তে একটি রুকূ', এগারটি আয়াত, ছত্রিশটি পদ এবং একশ বায়ান্নটি বর্ণ আছে।

★ 'সূরা আদিয়াত' সমাপ্ত।

টীকা-২. এটা দ্বারা 'ক্বিয়ামত' বুঝানো হয়েছে, যার ভীতি ও আতঙ্ক দ্বারা অন্তর কাঁপবে। 'ক্বা-রি'আহ্' ক্বিয়ামতের নামসমূহের একটি নামও।

টীকা-৩. অর্থাৎ যেভাবে পতঙ্গগুলো অগ্নিশিখায় পড়ার সময় বিক্ষিপ্ত হয় এবং সেগুলোর জন্য কোন একটি দিক নির্দিষ্ট থাকেনা, প্রত্যেকে অপরের বিপরীত দিক থেকে যায়– এরূপ অবস্থাই ক্বিয়ামত-দিবসে সৃষ্টির বিক্ষিপ্ততারও হবে।

টীকা-৪. যার বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে উড়তে থাকে। ক্বিয়ামতের ভীতি ও আতংকে পাহাড়সমূহের এ অবস্থা হবে।

مَاالْقَارِعَةُ ۞	২. ঐ প্রকম্পিতকারী কি?
وَمَآ اَدْرٰىكَ مَاالْقَارِعَةُ ۞	৩. তুমি কি জেনেছো প্রকম্পিতকারী কি (২)?
يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۞	৪. যেদিন মানুষ এমন হবে যেন বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো পতঙ্গসমূহ (৩),
وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۞	৫. এবং পর্বতসমূহ এমন হবে যেন বিধূনিত রুই (৪)।
فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۞	৬. অতএব, যার পাল্লা ভারী হবে (৫),
فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞	৭. সে তো মনের মতো খুশীর জীবনে থাকবে (৬)।
وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۞	৮. এবং যার পাল্লা হাল্কা হবে (৭),
فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۞	৯. সে ধ্বংসকারী কোলে অবস্থান করবে (৮)।
وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۞	১০. আর তুমি কি জানো ধ্বংসকারী কি?
نَارٌ حَامِيَةٌ ۞	১১. এক প্রজ্বলিত আগুন (৯)। ★

সূরা তাকাসুর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা তাকাসুর মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৮ রুকূ'-১

اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ۞	১. তোমাদেরকে উদাসীন করে রেখেছে (২) সম্পদের অধিক কামনা (৩)
حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۞	২. যেই পর্যন্ত তোমরা কবরসমূহের মুখ দেখেছো (৪)।
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۞	৩. হাঁ, হাঁ, শীঘ্র জেনে যাবে (৫);
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۞	৪. অতঃপর হাঁ, হাঁ, শীঘ্র জেনে যাবে (৬)।

টীকা-৫. এবং ওজনবিশিষ্ট আমল অর্থাৎ পূণ্যসমূহ অধিক হবে,

টীকা-৬. অর্থাৎ বেহেশ্‌তের মধ্যে মু'মিনের পূণ্যসমূহ সুন্দর আকৃতিতে সজ্জিত করে পাল্লায় রাখা হবে। তখন তা যদি পরিমাণে অধিক হয়, তাহলে তার জন্য বেহেশ্‌ত রয়েছে এবং কাফিরের পাপসমূহ বিশ্রী আকৃতিতে পরিবর্তিত করে পাল্লায় রাখা হবে এবং পাল্লা হালকা হয়ে পড়বে। কেননা, কাফিরদের আমলসমূহ বাতিল; ঐগুলোর কোন ওজন নেই। অতঃপর তাদেরকে দোযখে প্রবেশ করানো হবে।

টীকা-৭. ঐ কারণে যে, সে বাতিলের অনুসরণ করতো,

টীকা-৮. অর্থাৎ তার ঠিকানা দোযখের আগুন।

টীকা-৯. যাতে চরম জ্বালা-যন্ত্রণা ও প্রচণ্ডতা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তা থেকে নিরাপদে রাখুন! ★

* * * * * * *

টীকা-১. 'সূরা তাকাসুর' মক্কী। এতে একটি রুকূ', আটটি আয়াত, আটাশটি পদ এবং একশ বিশটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য থেকে।

টীকা-৩. এ থেকে বুঝা গেলো যে, সম্পদের প্রাচুর্যের লালসা এবং এর উপর গর্ব করা নিন্দনীয় এবং এর মধ্যে মগ্ন হয়ে মানুষ পরকালীন সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

টীকা-৪. অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্যন্ত লোভ-লালসা তোমাদের অন্তরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "মৃত ব্যক্তির সাথে তিনটি বস্তু থাকে। তন্মধ্যে দু'টি ফিরে আসে, একটি তার সাথে রয়ে যায়। একটি হচ্ছে সম্পদ, দ্বিতীয়টি পরিবার-পরিজন এবং আত্মীয়-স্বজন। অপর একটি হচ্ছে তার কৃতকর্ম। কৃতকর্ম তার সাথে রয়ে যায়। বাকী দু'টি ফিরে আসে।" (বোখারী শরীফ)

টীকা-৫. মৃত্যু-যন্ত্রণার সময় স্বীয় এ অবস্থার অশুভ পরিণতিকে;

টীকা-৬. কবরসমূহের মধ্যে।

★ 'সূরা ক্বা-রি'আহ্' সমাপ্ত।

টীকা-৭. এবং অর্থ-সম্পদের লোভ-লালসায় মগ্ন হয়ে পরকাল থেকে উদাসীন হতে না।

টীকা-৮. মৃত্যুর পর;

টীকা-৯. যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দান করেছেন– শারীরিক সুস্থতা, আর্থিক স্বচ্ছলতা, নিরাপত্তা, সুখী জীবন এবং সম্পদ ইত্যাদি, যেগুলো দ্বারা পার্থিব জীবনে আনন্দ উপভোগ করতে। এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে– এসব বস্তু কোন্ কাজে ব্যয় করেছো? এগুলোর কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছো? এর অকৃতজ্ঞতার উপর শাস্তি দেয়া হবে। ★

****

টীকা-১. অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, 'সূরা ওয়াল আসর' মক্কী। এ'তে একটি রুকূ', তিনটি আয়াত, চৌদ্দটি পদ এবং আটষট্টিটি বর্ণ আছে।

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝

৫. হাঁ, হাঁ, যদি 'ইয়াক্বীন-এর জানা' জানতে, তবে সম্পদের মোহ রাখতেনা (৭)।

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝

৬. নিশ্চয় নিশ্চয় জাহান্নামকে দেখবে (৮);

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝

৭. অতঃপর নিশ্চয় নিশ্চয় সেটাকে 'ইয়াক্বীন-এর দেখা' দেখবে,

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَىِٕذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝

৮. অতঃপর নিশ্চয় নিশ্চয় সেদিন তোমাদেরকে নি'মাতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে (৯)। ★

সূরা আসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আসর মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৩ রুকূ'-১

وَالْعَصْرِ ۝

১. ঐ মাহবূবের যুগের শপথ (২),

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝

২. নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে (৩),

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

৩. কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে ও একে অপরকে সত্যের জন্য জোর দিয়েছে (৪) এবং অপরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে (৫)। ★★

টীকা-২. 'আসর' সময়-কালকে বলা হয়। আর কাল যেহেতু বিভিন্ন ধরণের আশ্চর্যজনক বস্তুর ঘটনাবলীকে শামিল করে, সেহেতু এতে অবস্থাদির পরিবর্তন পর্যবেক্ষকের জন্য শিক্ষা গ্রহণের কারণ হয়ে থাকে এবং এসব বস্তু প্রজ্ঞাময় স্রষ্টার ক্ষমতা, প্রজ্ঞা এবং তাঁর একত্বের প্রমাণ বহন করে। এজন্য, হতে পারে এখানে কালের শপথ করাই উদ্দেশ্য। 'আসর' ঐ সময়কেও বলা হয়, যা সূর্যাস্তের পূর্বক্ষণে হয়। ক্ষতিগ্রস্তের পক্ষে ঐ সময়ের শপথকে স্মরণ করা যেতে পারে। যেমন– লাভবানের পক্ষে 'দোহা' অর্থাৎ চাশ্‌তের শপথকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর অন্য এক অভিমত এটাও আছে যে, 'আসর' দ্বারা 'আসরের নামায' বুঝানো যেতে পারে, যা দিনের ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্বশেষ ইবাদত এবং সবচেয়ে মধুর। সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা সেটাই, যা সম্মানিত 'উর্দু অনুবাদক' [আলা হযরত আহমদ রেযা খান বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)] পছন্দ করেছেন। তা হচ্ছে– 'সময়' দ্বারা সৈয়দে আলম 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'-এর বিশেষ যুগকে বুঝানো হয়েছে, যা মহা বরকতের সময় এবং সকল যুগের মধ্যে সবচেয়ে অধিক ফযীলত ও সম্মানের। আল্লাহ্ তা'আলা হুযূরের বরকতময় যুগের শপথ করেছেন, যেভাবে 'লা উক্বসিমু বিহাযাল বালাদ'-এর মধ্যে হুযূর 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'-এর বসবাস করার স্থানের শপথের উল্লেখ করেছেন এবং যেভাবে 'লা'আমরুকা' (لَعَمْرُكَ)-এর মধ্যে তাঁর পবিত্র হায়াতের শপথের উল্লেখ করেছেন এবং এর মধ্যে বন্ধুত্বের মর্যাদার (শানে মাহবুবিয়াত) বহিঃপ্রকাশ রয়েছে।

টীকা-৩. যেহেতু, তার জীবনকাল, যা তার মূলধন ও আসল পুঁজি, তা প্রতিটি মুহূর্তে হ্রাস পাচ্ছে।

টীকা-৪. অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কাজের

টীকা-৫. ঐ সব কষ্ট ও পরিশ্রমের জন্য, যা ধর্মের পথে সামনে আসবে। এসব লোক আল্লাহ্‌র করুণায় ক্ষতির মধ্যে নয়; কেননা, তাঁদের জীবনের যতটুকু অতিবাহিত হয়েছে, পূণ্য ও আনুগত্যের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। তারা লাভবান হবার উপযোগী। ★★

****

★ 'সূরা তাকাসুর' সমাপ্ত।

★★ 'সূরা আসর' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা হুমাযাহ্' মক্কী। এ'তে একটি রুকূ', নয়টি আয়াত, ত্রিশটি পদ এবং একশ বত্রিশটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. এ আয়াতগুলো ঐসব কাফিরের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে বেড়াতো এবং এসব হযরতের বিরুদ্ধের 'গীবত' করতো। যেমন- আখ্নাস ইবনে শুরায়ক, উমাইয়া ইবনে খালাফ এবং ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা প্রমুখ। আর এ আয়াতের হুকুম প্রত্যেক গীবতকারীর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

সূরা হুমাযাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা হুমাযাহ্ মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৯ রুকূ'-১

১. ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য, যে লোক-সম্মুখে বদনামী করে এবং অগোচরে পাপাচার করে (২);

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ﴿١﴾

২. যে ব্যক্তি সম্পদ সঞ্চয় করেছে এবং গুনে গুনে রেখেছে;

الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ﴿٢﴾

৩. সে কি একথা মনে করে যে, তার সম্পদ তাকে পৃথিবীতে চিরকাল রাখবে (৩)?

يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۚ﴿٣﴾

৪. কখনো না, অবশ্যই সে পদদলিতকারীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে (৪);

كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۖ﴿٤﴾

৫. তুমি কি জানো পদদলিতকারী কি?

وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ؕ﴿٥﴾

৬. আল্লাহ্ তা'আলার আগুন, যা প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে (৫);

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ﴿٦﴾

৭. ওটা, যা অন্তরসমূহের উপর সমুদিত হবে (৬)।

الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ؕ﴿٧﴾

৮. নিশ্চয় ওটা তাদের উপর বন্ধ করে দেয়া হবে (৭),

اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ﴿٨﴾

৯. দীর্ঘ দীর্ঘ স্তম্ভসমূহে (৮)। ★

فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾

সূরা ফীল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ফীল মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৫ রুকূ'-১

১. হে মাহবূব! আপনি কি দেখেন নি আপনার

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ

টীকা-৩. মরতে দেবেনা, যা সেই সম্পদের মোহে আত্মহারা এবং সৎকাজের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করছেনা।

টীকা-৪. অর্থাৎ জাহান্নামের ঐ স্তরে, যেখানে আগুন হাড় ও পাঁজরগুলো চুরমার করে ফেলবে।

টীকা-৫. এবং কখনো ঠাণ্ডা হবেনা।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, জাহান্নামের আগুনকে হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত রাখা হয়েছে, এ পর্যন্ত যে, তা লাল রং ধারণ করেছে। পুনরায় হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত রাখা হয়েছে। অবশেষে, তা সাদা হয়ে গেছে। পুনরায় হাজার বছর পর্যন্ত জ্বালানো হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কালো রং ধারণ করেছে। ঐ কালো রং হচ্ছে অন্ধকার। (তিরমিযী শরীফ)

টীকা-৬. অর্থাৎ শরীরের বহির্ভাগকেও জ্বালাবে এবং শরীরের অভ্যন্তরেও পৌঁছবে। আর অন্তরসমূহকে দগ্ধ করবে। হৃদয় এমন এক বস্তু, যা সামান্যতম তাপও সহ্য করতে পারে না। সুতরাং যখন জাহান্নামের আগুন তার উপর চড়াও হবে এবং মৃত্যুও আসবে না, তখন কি ভয়ানক অবস্থা হবে! হৃদয়সমূহকে জ্বালানো এ কারণেই হবে যে, তা হচ্ছে কুধারণাস্থল- কুফর, ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহ এবং কু-উদ্দেশ্যসমূহের।

টীকা-৭. অর্থাৎ আগুনে নিক্ষেপ করে দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে।

টীকা-৮. অর্থাৎ দরজাসমূহের বন্ধন অগ্নিময় লোহার স্তম্ভসমূহ দ্বারা মজবুত করে দেয়া হবে, যেন কখনো দরজা না খোলো।

কোন কোন তাফসীরকারক এ অর্থও বর্ণনা করেছেন যে, দরজাগুলো বন্ধ করে অগ্নিময় স্তম্ভ দিয়ে তাদের হাত-পাগুলো বেঁধে দেয়া হবে। ★

****

টীকা-১. 'সূরাতুল ফীল' মক্কী। এ'তে

★ 'সূরা হুমাযাহ্' সমাপ্ত।

একটি রুকূ', পাঁচটি আয়াত, বিশটি পদ এবং ছিয়ানব্বইটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. 'হস্তী আরোহী বাহিনী' দ্বারা আব্‌রাহা ও তার সৈন্যদের কথা বুঝানো হয়েছে। আবরাহা ইয়েমেন ও হাবশাহ্ (আবিসিনিয়া)-এর বাদশাহ্ ছিলো। সে সানা'আয় একটি উপাসনালয় (গীর্জা) তৈরী করেছিলো। আর সে চেয়েছিলো যে, 'হজ্জব্রত পালনকারীগণ মক্কা মুকাররামার পরিবর্তে এখানেই আসুক এবং এ উপাসনালয় (গীর্জা)-এর তাওয়াফ করুক।' আরববাসীদের নিকট এটা খুব কষ্টদায়ক ছিলো। বনী কানানাহ্ গোত্রের এক ব্যক্তি সুযোগ পেয়ে ঐ গীর্জায় পায়খানা করে ওটাকে আবর্জনাময় করে দিলো। এ'তে আব্‌রাহা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলো এবং সে কা'বাগৃহ ধ্বংস করে দেয়ার শপথ নিলো। আর এ ইচ্ছা নিয়ে আপন সৈন্যবাহিনীসহ, যাতে অসংখ্য হ'তী ছিলো এবং সেটার অগ্রভাগে একটি পর্বত-প্রমাণ বিরাটকায় হাতী ছিলো, যার নাম ছিলো 'মাহমূদ'। আব্‌রাহা মক্কা মুকার্‌রামার নিকট পৌঁছে মক্কাবাসীদের পালিত জীবজন্তুগুলো আবদ্ধ করে ফেললো। তন্মধ্যে দু'শ উট আবদুল মুত্তালিবেরও ছিলো।

আবদুল মুত্তালিব আব্‌রাহার নিকট আসলেন। বিরাটকায় সাড়ম্বর আব্‌রাহা তাঁকে সম্মান করলো এবং তার নিকটে বসালো। আর তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চাইলো। তিনি বললেন, "আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে– আমার উষ্ট্রগুলো ফেরৎ দেয়া হোক।" আব্‌রাহা বললো, "আমার অত্যন্ত আশ্চর্যবোধ হচ্ছে যে, আমি কা'বা গৃহকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য এসেছি এবং ওটা হচ্ছে আপনাদের ও আপনাদের পিতৃপুরুষদের সম্মানিত ও পবিত্রস্থান। আপনি এর জন্য তো কিছুই বললেন না; বরং নিজ উষ্ট্রগুলোর কথাই বলছেন!" তিনি বললেন, "আমি উষ্ট্রগুলোরই মালিক হই। ঐগুলোর জন্যই বলছি। কা'বা গৃহের যিনি মালিক রয়েছেন, তিনি নিজেই তার হিফাযত করবেন।" আব্‌রাহা তাঁর উষ্ট্রগুলো ফেরত দিয়ে দিলো।

সূরা ঃ ১০৫ ফীল — ১০৯৭ — পারা ঃ ৩০

يَاۤ اَصْحٰبِ الْفِيْلِ ①

اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ②

وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ③

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ④

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ⑤

প্রতিপালক ঐ হস্তী আরোহী বাহিনীর কি অবস্থা করেছেন (২)?

২. তাদের চক্রান্তগুলোকে কি ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেন নি?

৩. এবং তাদের উপর পাখির ঝাঁকসমূহ প্রেরণ করেছেন (৩);

৪. যেগুলো তাদেরকে কংকর-পাথর দিয়ে মারছিলো (৪)।

৫. অতঃপর তাদেরকে চর্বিত ক্ষেতের পল্লবের মতো করেছেন (৫)। ★

মানযিল – ৭

আবদুল মুত্তালিব ক্বোরায়শদেরকে অবস্থা শুনালেন এবং তাদেরকে পরামর্শ দিলেন, যেন তারা পাহাড়সমূহের ঘাঁটিগুলো ও শৃঙ্গসমূহে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সুতরাং ক্বোরায়শগণ তাই করলো এবং আবদুল মুত্তালিব কা'বার দরজায় পৌঁছে আল্লাহ্‌র দরবারে কা'বার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দো'আ করলেন। আর দো'আ থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি আপন গোত্রের দিকে চলে গেলেন।

আব্‌রাহা খুব ভোরে তার সৈন্যদেরকে প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দিলো এবং হাতীগুলোও প্রস্তুত করে নিলো। কিন্তু 'মাহমূদ' নামক হাতীটি উঠলোনা ও কা'বার দিকে অগ্রসর হলো না। অন্য যেদিকেই চালাতো চলতো, কিন্তু যখন সেটাকে কা'বামুখী করা হতো, তখন বসে পড়তো।

আল্লাহ্ তা'আলা ছোট ছোট পাখীর ঝাঁক তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন, যেগুলো ছোট ছোট কংকর নিক্ষেপ করছিলো। সে গুলোর আঘাতে তারা ধ্বংসের শিকার হচ্ছিলো।

টীকা-৩. যেগুলো সাগরের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছিলো, প্রত্যেকটির নিকট তিনটি করে কংকর ছিলো– দু'টি দু'পায়ে, একটি ঠোঁটে।

টীকা-৪. ঐ পাখীগুলো যার উপর কংকর ছুঁড়েছিলো ওটা ঐ ব্যক্তির মাথা দিয়ে ঢুকে, শরীর ভেদ করে হাতীর দেহের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে মাটিতে পৌঁছে যেতো। প্রত্যেক কংকরের উপর ঐ ব্যক্তির নাম লিখা ছিলো, যাকে ঐ কংকর দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।

টীকা-৫. যে বৎসর এ ঘটনা ঘটেছিলো ঐ বৎসর এ ঘটনার পঞ্চাশ দিন পর সৈয়দে আলম হাবীবে খোদা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফ হয়েছিলো। ★

****

★ 'সূরা ফীল' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরাতুল ক্বোরায়শ' বিশুদ্ধতর বর্ণনামতে, মক্কী। এতে একটি রুকূ', চারটি আয়াত, সতেরটি পদ এবং তিয়াত্তরটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নি'মাত অগণিত। তন্মধ্যে একটা প্রকাশ্য নি'মাত হচ্ছে এটা যে, তিনি ক্বোরায়শদেরকে প্রতি বছর দু'টি সফরের প্রতি অনুরাগ দান করেছেন। ঐগুলোর মুহব্বত তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। শীতের মৌসুমে ইয়েমেনের সফর ও গরমের মৌসুমে সিরিয়ার। অর্থাৎ ক্বোরায়শগণ ব্যবসার উদ্দেশ্যে এ মৌসুমগুলোতে সফর করতো। আর প্রত্যেক জায়গায় মানুষ তাদেরকে 'আহ্লে হেরম' (হেরমের অধিবাসী) বলতো এবং তাঁদের সম্মান করতো। তাঁরা নিরাপদে ব্যবসা করতো এবং প্রচুর লাভবান হতো। আর মক্কা মুকাররামায় বসবাস করার জন্য জীবন-সামগ্রীও এক সাথে লাভ করতো। যেখানে না আছে ক্ষেত, না অন্য কোন জীবিকা নির্বাহের উপায়-উপকরণ। আল্লাহ্র এ নি'মাত প্রকাশ্য এবং তা থেকে তারা উপকৃত হয়।

টীকা-৩. অর্থাৎ কা'বা শরীফের

টীকা-৪. যা এ সফরগুলোর পূর্বে আপন জন্মভূমিতে ক্ষেত না হওয়ার দরুন তারা ভোগ করতো; এ সফরগুলোর মাধ্যমে

টীকা-৫. হেরম শরীফের কারণে এবং মক্কার অধিবাসী হওয়ার কারণে কেউ তাঁদের সাথে কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করতো না; অথচ চারিদিকে খুন, ডাকাতি অব্যাহত ছিলো। কাফেলা লুণ্ঠতরাজের শিকার হতো, মুসাফিরগণ খুন হতো।

অথবা এ অর্থ যে, তাদেরকে কুষ্ঠরোগ থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন। এভাবে যে, তাদের শহরে কখনো কুষ্ঠরোগ হবে না।

অথবা এ অর্থ যে, বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতে তাদেরকে মহা ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন। ★

* * * * * * *

টীকা-১. 'সূরা মা'ঊন' মক্কী। আর এও বলা হয়েছে যে, তার অর্ধেক 'আস্ ইবনে ওয়া-ইল সম্পর্কে মক্কা মুকাররামায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং বাকী অর্ধেক মদীনা তৈয়্যবায় আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল মুনাফিক সম্পর্কে (নাযিল হয়েছে)। এ'তে একটি রুকূ', সাতটি আয়াত, পঁচিশটি পদ এবং একশ পঁচিশটি বর্ণ রয়েছে।

সূরা ক্বোরায়শ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সূরা ক্বোরায়শ মক্কী	আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৪ রুকূ'-১

১. এ জন্য যে, ক্বোরায়শকে আকর্ষণ প্রদান করেছেন,

২. তাদের শীতকাল ও গ্রীষ্মকাল– উভয়ের সফরের মধ্যে আকর্ষণ প্রদান করেছেন (২)।

৩. সুতরাং তাদের উচিৎ যেন তারা এ ঘরের (৩) প্রতিপালকের ইবাদত করে,

৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় (৪) আহার দিয়েছেন এবং তাদেরকে এক বড় ভয় থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন (৫)। ★

لِاِيۡلٰفِ قُرَيۡشٍ ۙ﴿۱﴾

اٖلٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيۡفِ ۚ﴿۲﴾

فَلۡيَعۡبُدُوۡا رَبَّ هٰذَا الۡبَيۡتِ ۙ﴿۳﴾

الَّذِیۡۤ اَطۡعَمَهُمۡ مِّنۡ جُوۡعٍ ۬ۙ وَّ اٰمَنَهُمۡ مِّنۡ خَوۡفٍ ﴿۴﴾

সূরা মা'ঊন

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সূরা মাঊন মক্কী	আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৭ রুকূ'-১

১. আচ্ছা, দেখুন তো! যে ধর্মকে অস্বীকার করে (২),

২. সুতরাং সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে এতিমকে ধাক্কা দেয় (৩)

اَرَءَيۡتَ الَّذِیۡ يُكَذِّبُ بِالدِّيۡنِ ؕ﴿۱﴾

فَذٰلِكَ الَّذِیۡ يَدُعُّ الۡيَتِيۡمَ ۙ﴿۲﴾

টীকা-২. অর্থাৎ হিসাব ও প্রতিফলকে অস্বীকার করে, উজ্জ্বল প্রমাণাদি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও,

শানে নুযূলঃ এ আয়াতগুলো আ'স্ ইবনে ওয়া-ইল সাহ্মী কিংবা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩. এবং তার উপর কঠোরতা করে ও তার প্রাপ্য দেয়না

★ 'সূরা ক্বোরায়শ' সমাপ্ত।

টীকা-৪. অর্থাৎ না নিজে দেয়, না অন্যকে দিতে উদ্বুদ্ধ করে। শেষ পর্যায়ের কৃপণ।

টীকা-৫. এর দ্বারা মুনাফিকদের কথা বুঝানো হয়েছে, যারা একাকী অবস্থায় নামায পড়েনা। কেননা, তারা তাতে বিশ্বাসী নয় এবং লোক সম্মুখে নামাযী সাজে এবং নিজেকে নিজে নামাযী হিসেবে প্রকাশ করে ও দেখানোর জন্য উঠাবসা করে নেয়। প্রকৃতপক্ষে, তারা নামাযের প্রতি অমনোযোগী।

টীকা-৬. ইবাদতসমূহের মধ্যে। সামনে তাদের কার্পণ্যের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে-

টীকা-৭. যেমন সূঁচ, ডেক্‌চি, পাতিল ও পেয়ালা।

টীকা-৮. মাস্‌আলাঃ আলিমগণ বলেছেন যে, মানুষের আপন ঘরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ ধরণের সামগ্রীসমূহ রাখা মুস্তাহাব, যেগুলো পাড়া-প্রতিবেশীদের প্রয়োজন হয় এবং যাতে তাদেরকে ধার দিতে পারে। ★

****

৩. এবং মিসকীনকে আহার দেয়ার প্রেরণা প্রদান করেনা (৪)।	وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝٣
৪. সুতরাং ঐ নামাযীদের জন্য অনিষ্ট রয়েছে,	فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝٤
৫. যারা আপন নামায থেকে ভুলে বসেছে (৫),	الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝٥
৬. ঐসব ব্যক্তি, যারা লোক দেখানো (ইবাদত) করে (৬),	الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝٦
৭. এবং প্রয়োজনীয় ছোটখাটো সামগ্রী (৭) চাইলে দেয়না (৮)। ★	وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝٧ ع

সূরা কাওসার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা কাওসার মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৩ রুকূ'-১

১. হে মাহবূব! নিশ্চয় আমি আপনাকে অসংখ্য গুণাবলী দান করেছি (২);	اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝١
২. সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য নামায পড়ুন (৩) এবং ক্বোরবানী করুন (৪)।	فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢
৩. নিশ্চয় যে আপনার শত্রু, সে-ই সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত (৫)। ★★	اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝٣ ع

টীকা-১. 'সূরা কাওসার' অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে, মাদানী। এতে একটি রুকূ', তিনটি আয়াত, দশটি পদ এবং বিয়াল্লিশটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. আর অসংখ্য ফযীলত দান করে সৃষ্টিকুলের উপর সর্বোত্তম করেছেন। বাহ্যিক সৌন্দর্যও দিয়েছেন, অভ্যন্তরীন সৌন্দর্য ও, উচ্চ বংশ-মর্যাদাও, নবূয়তও, কিতাবও, প্রজ্ঞাও, জ্ঞানও, শাফা'আতও, হাওযে কাওসারও, মাক্বামে মাহমূদও, উম্মতের প্রাচুর্যও, ধর্মের শত্রুদের উপর বিজয়ও, আর অগণিত নি'মাত এবং ফযীলতও প্রদান করেছেন, যেগুলোর অন্ত নেই।

টীকা-৩. যিনি আপনাকে সম্মান ও আভিজাত্য দিয়েছেন

টীকা-৪. তাঁর জন্য, তাঁর নামে; মূর্তিপূজারীদের বিপরীত, যারা মূর্তিগুলোর নামে যবেহ্ করে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, 'নামায' দ্বারা ঈদের নামায বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৫. কিন্তু আপনি নন। কেননা, আপনার পরম্পরা (সিলসিলাহ্) ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আপনার আওলাদ বৃদ্ধি পাবে। আর আপনার অনুসারী দ্বারা দুনিয়া পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আপনার সুনাম মিম্বরগুলোর উপর সমুন্নত হবে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী আলিম ও বক্তা আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণের সাথে আপনার স্মরণ করতে থাকবে। (পক্ষান্তরে,) নিশ্চিহ্ন ও সব ধরণের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে আপনার দুশমনই।

শানে নুযূলঃ যখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সন্তান হযরত কাসেম (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু)-এর ওফাত হলো, তখন কাফিরগণ তাঁকে 'আব্‌তার' অর্থাৎ 'উত্তরসূরীবিহীন' বলে আখ্যায়িত করলো এবং একথা বললো যে, এখন তাঁর কোন বংশধর রইলো না, তাঁর পরে তাঁর অলোচনাও থাকবেনা এবং এসব চর্চা শেষ হয়ে যাবে। এর খণ্ডনে এ সম্মানিত সূরা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা এ সব কাফিরকে মিথ্যুক প্রমাণিত করলেন এবং তাদের উপযুক্ত জবাব দিলেন। ★★

****

★ 'সূরা মা'ঊন' সমাপ্ত।

★★ 'সূরা কাওসার' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা আল-কাফিরূন' মক্কী। এ'তে একটি রুকূ', ছয়টি আয়াত, ছাব্বিশটি পদ এবং চুরানব্বইটি বর্ণ রয়েছে।

শানে নুযূলঃ ক্বোরায়শ বংশের একটি দল বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলো, "আপনি আমাদের ধর্মের অনুসরণ করুন, আমরা আপনার ধর্মের অনুসরণ করবো। এক বছর আপনি আমাদের দেবতাগুলোর পূজা করুন, এক বছর আমরা আপনার মা'বূদের ইবাদত করবো।"

তখন সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "আমি আল্লাহ্রই আশ্রয় নিচ্ছি তাঁর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করা থেকে।" তারা বলতে লাগলো, "তাহলে আপনি আমাদের উপাস্যগুলোর গায়ে হাত লাগান, তাহলে আমরা আপনার সত্যায়ন করবো এবং আপনার উপাস্যের ইবাদত করবো।"

এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরা শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারামে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে ক্বোরায়শদের ঐ দলটি উপস্থিত ছিলো। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এ সূরাটি পড়ে শুনালেন। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেলো। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের উপর নির্যাতনের পথকেই বেছে নিলো।

টীকা-২. এখানে বিশিষ্ট কাফিরগণই সম্বোধিত, যারা আল্লাহ্র জ্ঞানে ঈমান থেকে বঞ্চিত।

টীকা-৩. অর্থাৎ তোমাদের জন্য তোমাদের কুফর এবং আমার জন্য আমার তাওহীদ ও আমার নিষ্ঠা। বস্তুতঃ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ধমকানো। (জিহাদের আয়াত দ্বারা এ আয়াতটি-এর হুকুম) মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।) ★

****

টীকা-১. 'সূরা নাস্‌র' মাদানী। এতে একটি রুকূ', তিনটি আয়াত, সতেরটি পদ এবং সাতাত্তরটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য শত্রুদের মুকাবিলায়। এটা দ্বারা হয়ত ইসলামের ব্যাপক বিজয়গুলো বুঝানো হয়েছে কিংবা শুধু মক্কা বিজয়।

টীকা-৩. যেমন মক্কা বিজয়ের পর হয়েছিলো যে, লোকেরা আরব ভূ-খণ্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গোলামীর উৎসাহে চলে আসছিলো এবং ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হচ্ছিলো।

সূরা কাফিরূন

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সূরা কাফিরূন মক্কী	আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৬ রুকূ'-১

১. আপনি বলুন, 'হে কাফিরগণ (২)!

قُلۡ يٰۤاَيُّهَا الۡكٰفِرُوۡنَ ①

২. আমি ইবাদত করিনা যার তোমরা ইবাদত করো,

لَاۤ اَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُوۡنَ ②

৩. এবং না তোমরা ইবাদত করো যাঁর ইবাদত আমি করি,

وَلَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ③

৪. এবং না আমি ইবাদত করবো যার ইবাদত তোমরা করেছো।

وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدۡتُّمۡ ④

৫. এবং না তোমরা ইবাদত করবে যাঁর ইবাদত আমি করি।

وَلَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ⑤

৬. তোমাদের দ্বীন তোমাদের এবং আমার দ্বীন আমার (৩)। ★

لَكُمۡ دِيۡنُكُمۡ وَلِىَ دِيۡنِ ⑥

সূরা নাস্‌র

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সূরা নাস্‌র মাদানী	আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৩ রুকূ'-১

১. যখন আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় আসবে (২),

اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰهِ وَالۡفَتۡحُ ①

২. এবং আপনি লোকদেরকে দেখবেন যে, আল্লাহ্র দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করছে (৩);

وَرَاَيۡتَ النَّاسَ يَدۡخُلُوۡنَ فِىۡ دِيۡنِ اللّٰهِ اَفۡوَاجًا ②

৩. অতঃপর আপনি প্রতিপালকের প্রশংসাকারী

فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ

★ 'সূরা কাফিরূন' সমাপ্ত।
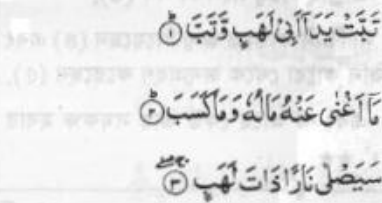
টীকা-৪. উম্মতের জন্য।

টীকা-৫. এ সূরাটি অবতীর্ণ হবার পর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' ও 'আস্তাগফিরুল্লা-হা ওয়া আতূবু ইলায়হি' (অর্থাৎ আল্লাহ্রই পবিত্রতা এবং তাঁরই প্রশংসা সহকারে, আর আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমার প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি) অধিক হারে পাঠ করতেন।

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, এসূরাটি 'হাজ্জাতুল বিদা' (বিদায় হজ্জ)-এর মধ্যে মিনায় নাযিল হয়েছে। এরপর 'আল্ ইয়াউমা আক্মালতু লাকুম দ্বী-নকুম- আল্-আয়াত' অবতীর্ণ হয়েছে। সেটা নাযিল হবার পর হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আশি দিন পর্যন্ত দুনিয়ায় তাশরীফ রেখেছিলেন। অতঃপর আয়াতে 'কালালাহ্' (সূরা নিসাঃ আয়াত-১৭৬) অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর হুযূর (দঃ) পঞ্চাশ দিন তাশরীফ রেখেছিলেন। তারপর আয়াত- وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একুশ দিন বা সাত দিন মাত্র তাশরীফ রেখেছিলেন।

এ সূরা অবতীর্ণ হবার পর সাহাবা কেরাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। সুতরাং এখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে আর বেশী দিন তাশরীফ রাখবেন না। অতএব, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আন্হু এ সূরা শ্রবণ করে ঐ ধারণায় কেঁদেছিলেন। এ সূরা অবতীর্ণ হবার পর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিয়েছিলেন- "একজন বান্দাকে আল্লাহ্ ইখতিয়ার দিয়েছেন যে, চাই তিনি পৃথিবীতে থাকুন কিংবা তাঁর (আল্লাহ্) সাক্ষাত গ্রহণ করুন। ঐ বান্দা আল্লাহ্র সাক্ষাতকেই গ্রহণ করেছেন।" এটা শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বললেন, "(এয়া রাসূলাল্লাহ্!) আপনার জন্য আমাদের জীবন, আমাদের ধন-সম্পদ, আমাদের পিতামাতা এবং সন্তান-সন্ততি সবই উৎসর্গীকৃত।" ★

****

টীকা-১. **'সূরা আবী লাহাব'** মক্কী। এ'তে একটি রুকূ', পাঁচটি আয়াত, বিশটি পদ এবং সাতাত্তরটি বর্ণ আছে।

শানে নুযূলঃ যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাফা-পর্বতের উপর আরববাসীদেরকে আহ্বান করলেন, তখন চতুর্দিক থেকে মানুষ আসলো এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট থেকে তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ করার পর এরশাদ ফরমালেন, - اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ অর্থাৎঃ "নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আগাম এক কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শনকারী।" এর জবাবে আবূ লাহাব হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললো, "তুমি ধ্বংস হয়ে যাও! তুমি কি এ জন্যই আমাদেরকে একত্রিত করেছো?" এর পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরা শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় হাবীবে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে জবাব দিলেন।

সূরা ঃ ১১১ লাহাব ১১০১ পারা ঃ ৩০

অবস্থায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর থেকে ক্ষমা চান (৪)। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী (৫)। ★	وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

সূরা লাহাব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা লাহাব মক্কী	আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৫ রুকূ'-১

১. ধ্বংস হয়ে যাক আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় এবং সে ধ্বংস হয়েই গেছে (২)।	تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١
২. তার কোন কাজে আসেনি তার সম্পদ এবং না যা সে উপার্জন করেছে (৩)।	مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٢
৩. এখন প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে- সে	سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣

মানযিল - ৭

টীকা-২. আবূ লাহাবের নাম 'আবদুল ওয়যা'। সে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের চাচা ছিলো। খুব ফর্সা এবং সুন্দর পুরুষ ছিলো। এ জন্য তার 'উপনাম' হলো 'আবূ লাহাব' (শিখাময়)। আর এ উপনামেই সে পরিচিত ছিলো।

'হস্তদয়' দ্বারা তার গোটা সত্তাকেই বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৩. অর্থাৎ তার সন্তান-সন্ততি। বর্ণিত আছে যে, আবূ লাহাব যখন প্রথম আয়াত শুনলো, তখন বলতে লাগলো, "আমার ভ্রাতুষ্পুত্র যা বলছে তা যদি সত্য হয়, তবে আমি আমার প্রাণ রক্ষার্থে, আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে উৎসর্গ করে দেবো।" এ আয়াতের মধ্যে তার এ কল্পনার খণ্ডন করা হয়েছে যে, এ কল্পনা ভুল। এখন কোন জিনিষ কাজে আসার নয়।

★ 'সূরা নাস্র' সমাপ্ত।

টীকা-৪. উম্মে জমীল বিন্‌তে হার্‌ব ইবনে উমাইয়্যা, আবূ সুফিয়ানের বোন। সে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে অত্যন্ত বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করতো। প্রচুর সম্পদশালী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছিলো, কিন্তু সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি শত্রুতার মধ্যে চরম সীমায় পৌঁছেছিলো– স্বয়ং নিজ মাথায় কাঁটার বোঝা বহন করে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের চলার পথে ছড়িয়ে দিতো, যাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ কষ্ট পান। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়া তার নিকট এতো প্রিয় ছিলো যে, সে এ কাজে অন্য কারো সাহায্য নেয়া পর্যন্ত পছন্দ করতো না।

টীকা-৫. যা দ্বারা কাঁটার বোঝা বাঁধতো। একদিন সে বোঝা বহন করে আনছিলো। ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নেয়ার জন্য একটি পাথরের উপর বসে পড়েছিলো। এক ফিরিশ্‌তা আল্লাহ্‌র আদেশে তার পেছনের দিক থেকে সে বোঝাটা টান দিলেন। সে পড়ে গেলো এবং রশি দ্বারা গলায় ফাঁস আটকে পড়লো ও মৃত্যুমুখে পতিত হলো। ★

****

৪. এবং তার স্ত্রী (৪), লাকড়ির বোঝা মাথায় বহনকারীনী,

وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ﴿۴﴾

৫. তার গলায় খেজুরের বাকলের রশি (৫)। ★

فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴿۵﴾

সূরা ইখ্‌লাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ইখ্‌লাস মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৪ রুকূ'-১

১. আপনি বলুন, 'তিনি আল্লাহ্, তিনি এক (২),

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۱﴾

২. আল্লাহ্ পরমুখাপেক্ষী নন (৩);

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾

৩. না তিনি কাউকে জন্ম দিয়েছেন (৪) এবং না তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন (৫),

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿۳﴾

৪. এবং না আছে কেউ তাঁর সমকক্ষ হবার (৬)।' ★★

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

টীকা-১. 'সূরা ইখ্‌লাস' মক্কী। অপর এক অভিমতানুসারে, মাদানী। এতে একটি রুকূ', চারটি আয়াত, পনেরটি পদ এবং ছেচল্লিশটি বর্ণ রয়েছে।

হাদীস শরীফসমূহে এ সূরার অসংখ্য ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এটাকে ক্বোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমমর্যাদা সম্পন্ন বলা হয়েছে। অর্থাৎ যদি এ সূরাটি তিনবার পড়া হয়, তবে পূর্ণ ক্বোরআন তেলাওয়াতের সাওয়াব পাওয়া যায়। এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরয করলেন, "'এ সূরার প্রতি আমার গভীর ভালবাসা রয়েছে।" হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "এর প্রতি ভালবাসা তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে।" (তিরমিযী)

শানে নুযূলঃ আরবের কাফিরগণ সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্‌যাত আয্‌যা ওয়া 'আলা তাবারাকা ওয়া তা'আলা (মহামহিম বরকতময় আল্লাহ্) সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন করেছিলো। কেউ বলছিলো, "আল্লাহ্‌র বংশ কি?" কেউ বলছিলো, "তিনি স্বর্ণের, না রৌপ্যের, না লৌহের, না কাঠের? কিসের তৈরী?" কেউ বললো, "তিনি কি আহার করেন? কি পান করেন? তিনি প্রতিপালকত্ব কার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন? আর তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী কে হবেন?" এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা এ সূরা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপন সত্তা ও গুণাবলীর বর্ণনা করে পরিচয় লাভের পথ সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং অন্ধকার যুগের ধারণা ও কল্পনার অন্ধকাররাশিকে, যার মধ্যে তারা নিমজ্জিত ছিলো, আপন সত্তা ও গুণাবলীর আলোকের বর্ণনা দিয়ে দূরীভূত করেছেন।

টীকা-২. 'প্রতিপালক' ও 'খোদা'-হবার দিক দিয়ে মহত্ব ও পূর্ণতার গুণাবলীতে গুণান্বিত। সমতুল্য ও সমকক্ষ হতে পবিত্র। তাঁর কোন শরীক নেই।

টীকা-৩. প্রত্যেক জিনিষ থেকে। না আহার করেন, না পান করেন। অনাদিকাল থেকে বিরাজমান ও অনন্তকাল থাকবেন।

টীকা-৪. কেননা, কেউ তাঁর স্বজাতীয় নেই

টীকা-৫. কেননা, তিনি চিরস্থায়ী (ক্বদীম); আর 'জন্ম হওয়া' হচ্ছে পরিবর্তনশীল সৃষ্টির্ই(حادث) বৈশিষ্ট্য।

টীকা-৬. অর্থাৎ কেউ তাঁর সমতুল্য ও সমকক্ষ নেই।

এ সূরার এ কয়েকটি আয়াতে 'ইলমে ইলাহিয়্যাত' (খোদাতাত্ত্বিক জ্ঞান)-এর উত্তম ও উচ্চস্তরের মর্মবাণী বর্ণনা করা হয়েছে। যার বিস্তারিত বর্ণনা করতে গেলে লাইব্রেরীর পর লাইব্রেরী ভর্তি হয়ে যাবে। ★★

****

★ 'সূরা লাহাব' সমাপ্ত।

★★ 'সূরা ইখ্‌লাস' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা ফালাক্ব' মাদানী। অপর এক অভিমতানুসারে, মক্কী। প্রথমটাই বিশুদ্ধতর। এ সূরায় একটি রুকূ', পাঁচটি আয়াত, তেইশটি পদ এবং চুয়াত্তরটি বর্ণ রয়েছে।

শানে নুযূলঃ এ সূরা এবং এর পরবর্তী সূরা 'সূরা নাস' ঐ সময় অবতীর্ণ হয়েছে, যখন লবীদ ইবনে আসেম ইহুদী ও তার কন্যাগণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর যাদু করেছিলো এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দেহ মুবারক ও পবিত্র প্রকাশ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সেটার প্রভাব পড়েছিলো; পবিত্র 'কৃলব' (হৃদয়), 'আক্ল' (বিবেক-বুদ্ধি) ও ই'তিক্বাদ (অন্তরের বিশ্বাস)-এর উপর কোন প্রভাব পড়েনি। কিছুদিন পর হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম আসলেন। তিনি আরয করলেন, "এক ইহুদী আপনার উপর যাদু করেছে এবং যাদুর যা কিছু উপকরণ রয়েছে তা অমুক কূপে একটি পাথরের নীচে চাপা দিয়েছে।"

হুযূর সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে পাঠালেন। তিনি কূপের পানি সেচে পাথর উঠালেন এবং সেটার নীচে থেকে খেজুরের কচি পাতার তৈরী একটি থলে উদ্ধার করলেন এবং এর মধ্যে ছিলো হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের চুল মুবারক, যা চিরুণী থেকে বের হয়েছে; হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের চিরুণী মুবারকের কয়েকটা দাঁত ও একটি রশি অথবা ধনুকের রশি, যাতে এগারটি গ্রন্থি দেয়া হয়েছিলো এবং একটি মোমের পুতুল, যাতে এগারটি সুঁই গাঁথা ছিলো। এসব উপকরণ পাথরের নীচে থেকে বের করা হলো এবং হুযূরের দরবারে পেশ করা হলো। আল্লাহ্ তা'আলা এ দু'টি সূরা অবতীর্ণ করলেন। এ সূরা দু'টিতে এগারটি আয়াত আছে। তন্মধ্যে পাঁচটি সূরা ফালাক্বে রয়েছে। প্রত্যেক আয়াত পড়ার সাথে সাথে একেকটা করে গিরা খুলে যাচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত সব গিরা খুলে গেলো এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন।

সূরা ফালাক্ব

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সূরা ফালাক্ব মাদানী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৫ রুকূ'-১

১. আপনি বলুন, 'আমি তাঁরই আশ্রয় নিচ্ছি, যিনি প্রভাতের সৃষ্টিকর্তা (২)	قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ﴿١﴾
২. তাঁর সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট থেকে (৩),	مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾
৩. এবং অন্ধকারাচ্ছন্নকারীর অনিষ্ট থেকে, যখন সেটা অস্তমিত হয় (৪),	وَمِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾
৪. এবং ঐসব নারীর অনিষ্ট থেকে, যারা গ্রন্থিসমূহে ফুৎকার দেয় (৫),	وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الۡعُقَدِ ﴿٤﴾

মাস্আলাঃ তাবিজ ও 'আমল' করা, যদি তাতে কোন কুফর ও শির্কের শব্দ বা বাক্য না থাকে, তবে জায়েয। বিশেষ করে, ঐ আমল, যা ক্বোরআনের আয়াতসমূহ দ্বারা করা হয় অথবা যার কথা হাদীসমূহে বর্ণিত হয়ে থাকে (তা নিঃসন্দেহে বৈধ)।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, আসমা বিনতে আমীস আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! জাফরের শিশু সন্তানরা ঘন ঘন দৃষ্টিদোষের শিকার হয়, তাদের জন্য 'আমল' করার কি আমায় অনুমতি রয়েছে?" হুযূর অনুমতি দিলেন। (তিরমিযী)

টীকা-২. আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনায়, আল্লাহ্ তা'আলার এ গুণ সহকারে এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রভাত সৃষ্টি করে রাতের অন্ধকার দূরীভূত করেন। তিনি এর উপরও শক্তিমান যে, আশ্রয় প্রার্থনাকারীর মনে যে অবস্থাদির আশংকা রয়েছে তাও দূরীভূত করবেন। অনুরূপভাবে, যে মনে অন্ধকারময়ী রাতে মানুষ ভোর উদয়ের অপেক্ষা করে তেমনি ভীত ব্যক্তি নিরাপত্তা ও আরামের জন্য অপেক্ষমান থাকে। এতদ্ব্যতীত, প্রভাত বিপদগ্রস্ত ও অস্থিরচিত্তদের দো'আ কবূল হবার সময়। সুতরাং অর্থ এ হলো যে, 'যখন বিপদগ্রস্ত ও চিন্তিতদের এ থেকে মুক্তি দেয়া হয় এবং দো'আ কবূল করা হয়, আমি ঐ সময়ের সৃষ্টিকর্তার আশ্রয় চাচ্ছি।' অন্য এক অভিমতানুসারে, 'ফালাক্ব' জাহান্নামের একটা উদ্যান।

টীকা-৩. প্রাণী হোক বা প্রাণহীন, শরীয়তের বিধানাবলী বর্তায় এমন হোক, বা না-ই হোক। কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন যে, 'মাখ্লূক' (সৃষ্টি) দ্বারা বিশেষভাবে ইব্লীসকে বুঝানো হয়েছে, যার চেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি আর কেউ নেই। যাদুকার্য সে ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের সাহায্যে সমাধা হয়ে থাকে।

টীকা-৪. হযরত উম্মুল মু'মেনীন আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা) থেকে বর্ণিত যে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম চন্দ্রের প্রতি লক্ষ্য করে তাঁকে বললেন, হে আয়েশা! এর অপকারিতা থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয়; যেহেতু এটা অন্ধকারাচ্ছন্নকারী, যখন অস্ত যায়।" (তিরমিযী) অর্থাৎ মাসের শেষ দিকে যখন চন্দ্র ডুবে যায়, তখন যাদুর ঐ আমল, যা অসুস্থ করার জন্য করা হয়, এ সময়েই করা হয়।

টীকা-৫. অর্থাৎ যাদুকর মেয়েরা, যারা রশিতে গিরা দিতে দিতে এর মধ্যে যাদুর মন্ত্র পড়ে ফুৎকার দেয়; যেমন লবীদের কন্যাগণ।

মাস্আলাঃ কবচ বানানো, এর উপর গিরা দেয়া এবং ক্বোরআনের আয়াত বা আল্লাহ্‌র নামসমূহ পড়ে ফুৎকার দেয়া জায়েজ। অধিকাংশ সাহাবী ও তাবে'ঈগণ এর উপর একমত। হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদিয়াল্লাহু আন্হার হাদীসে বর্ণিত আছে- যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম- এর পরিবারের মধ্যে

কেউ অসুস্থ হতেন, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা জ্ঞাপক সূরা ও দোয়াসমূহ পড়ে ফুৎকার দিতেন।

টীকা-৬. 'হিংসুক' হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে অপরের নি'মাতের পতন কামনা করে। এখানে 'হাসিদ' বা হিংসুক দ্বারা ইহুদীদের কথা বুঝানো হয়েছে- যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করতো, অথবা বিশেষ করে লবীদ ইবনে আসেম ইহুদীর কথা বুঝানো হয়েছে। 'হাসদ' (حسد) নিকৃষ্টতম দোষ এবং এটাই সর্বপ্রথম পাপ- যা আসমানের মধ্যে ইবলিশ থেকে সম্পাদিত হয় এবং যমীনে কাবিল থেকে। ★

****

টীকা-১. 'সূরা ওয়ান্নাস্' সহীহ্ রেওয়ায়ত মতে, মাদানী। এতে একটি রুকূ', ছয়টি আয়াত, বিশটি পদ এবং ঊনাশিটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. সকলের স্রষ্টা ও মালিক। মানুষের কথা তাদের সম্মানের জন্যই উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু, তাদেরকে 'আশরাফুল মাখলূক্বাত' (সৃষ্টির সেরা) করেছেন।

সূরা ঃ ১১৪ নাস্ ১১০৪ পারা ঃ ৩০

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

৫. এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে আমার প্রতি হিংসাপরায়ণ হয় (৬)।' ★

সূরা নাস্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা নাস্ মাদানী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৬ রুকূ'-১

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١
مَلِكِ النَّاسِ ۝٢
اِلٰهِ النَّاسِ ۝٣
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝٤
الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝٥
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦

১. আপনি বলুন, 'আমি তাঁরই আশ্রয়ে এসেছি, যিনি সকল মানুষের প্রতিপালক (২),

২. সকল মানুষের বাদশাহ্ (৩),

৩. সকল লোকের খোদা (৪)-

৪. তারই অনিষ্ট থেকে, যে অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় (৫) এবং আত্মগোপন করে (৬),

৫. যে মানুষের অন্তরসমূহে কু-প্ররোচনা ঢালে,

৬. জ্বিন ও মানুষ (৭)। ★★

মানযিল - ৭

টীকা-৩. তাদের কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনাকারী,

টীকা-৪. যেহেতু, ইলাহ্ ও মা'বূদ হওয়া তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট।

টীকা-৫. এর দ্বারা শয়তানের কথা বুঝানো হয়েছে

টীকা-৬. এটা হচ্ছে তার অভ্যাস। মানুষ যখন অমনোযোগী হয়, তখন তার অন্তরে কুপ্ররোচনা প্রদান করে এবং যখন মানুষ আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে, তখন শয়তান আত্মগোপন করে থাকে ও সরে যায়।

টীকা-৭. এ হচ্ছে কুমন্ত্রনা দানকারী শয়তানদের বিবরণ যে, তারা জিন্‌দের মধ্য থেকেও হয় এবং মানবদের মধ্য থেকেও। যেমন, জিন্-শয়তানগণ মানুষের মধ্যে কুপ্ররোচনা দেয় তেমনিভাবে মানুষ-শয়তানও উপদেশদাতা সেজে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। অতঃপর যদি মানুষ ঐ সকল কুমন্ত্রনাদি মান্য করে, তখন তার পরম্পরা বা সিলসিলাহ্ বৃদ্ধি লাভ করে এবং অত্যন্ত পথভ্রষ্ট করতে থাকে। আর যদি তার প্রতি অনীহা প্রকাশ করে, তখন সরে পড়ে এবং আত্মগোপন করে থাকে। মানুষের উচিত যেন, জিন্-শয়তান ও তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রর্থনা করে এবং মানুষ-শয়তান থেকেও। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে, সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন বিছানা মোবারকে তাশরীফ দিতেন, তখন আপন মুবারক হস্তদ্বয় একত্রিত করে এর মধ্যে ফুঁক দিতেন এবং সূরা 'কু্‌ল হুয়াল্লাহু আহাদ' ও 'কু্‌ল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক্ব' এবং 'কু্‌ল আ'উযু বিরাব্বিন্ নাস' পড়ে স্বীয় মুবারক হস্তদ্বয়কে মাথা মোবারক থেকে শুরু করে সমস্ত শরীর মুবারকে বুলাতেন- যতদূর হাত মুবারক পৌঁছতে পারতো। এ 'আমল' তিনবার করতেন। ★★

****

★ 'সূরা ফালাক্ব' সমাপ্ত।

★★ 'সূরা নাস্' সমাপ্ত।

★★ ত্রিংশতিতম পারা সমাপ্ত।

وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ وَاَسْرَارِ كِتَابِهٖ۔ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ
لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَاَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَاَزْكَى السَّلَامِ عَلٰى حَبِيْبِهٖ
وَسَيِّدِ اَنْبِيَائِهٖ وَرُسُلِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ط

অর্থাৎঃ এবং আল্লাহ্ তা'আলা এ ক্বোরআনের অর্থ ও রহস্য সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত, আমাদের দাবী হচ্ছে এ যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক, সর্বশ্রেষ্ট সালাত (রহমত) ও পবিত্রতম সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক আল্লাহ্‌র হাবীব, নবী ও রসূলগণের সরদার, আমাদের সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, তাঁর আওলাদ ও সাহাবীগণ- সবার উপর।

খত্‌মে ক্বোরআনের দো'আ

اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِىْ فِىْ قَبْرِىْ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ لِىْ
اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً ط اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِىْ مِنْهُ مَانَسِيْتُ وَعَلِّمْنِىْ مِنْهُ
مَاجَهِلْتُ وَارْزُقْنِىْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَاۤءَ الَّيْلِ وَاٰنَاۤءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِىْ حُجَّةً يَّا
رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ.

হে আল্লাহ্! ক্ববরের নির্জনতায় আমাকে ভালবাসা দান করো। হে আল্লাহ্! ক্বোরআন করীমের বরকতে আমার উপর দয়া করো। আর ক্বোরআনকে আমার জন্য পেশোয়া, আলো, হিদায়ত ও রহমত করো। হে আল্লাহ্! যা কিছু আমার তা থেকে বিস্মৃত হয়ে গেছে তা স্মরণ করিয়ে দাও। আর যা কিছু আমি জানিনা তা আমাকে বাতলিয়ে দাও এবং দিনরাত সেটার তেলাওয়াত নসীব করো। আর হে সমগ্র জগতের প্রতিপালক! ক্বোরআন আমার জন্য (পক্ষে) দলীল হোক!

تمت بالخير بعونه تعالىٰ
صلى الله على نبيه وسلم

محمد عبد المنان عفي عنه
٩/ ذي الحجه سنه ١٤١٢ھ
١٠/ ٦/ ١٩٩٢م

بوقت ١/٢ ٤
دبي
الإمارات

খত্‌মে ক্বোরআনের দো'আ

دُعَاءِ خَتْمِ الْقُرْاٰنِ

صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ ○ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ○
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا بِكُلِّ حَرْفٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ حَلَاوَةً وَّ
بِكُلِّ جُزْءٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ جَزَآءً اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا بِالْاَلِفِ اُلْفَةً وَّبِالْبَآءِ بَرَكَةً وَّبِالتَّآءِ تَوْبَةً وَّبِالثَّآءِ ثَوَابًا
وَّبِالْجِيْمِ جَمَالًا وَّبِالْحَآءِ حِكْمَةً وَّبِالْخَآءِ خَيْرًا وَّبِالدَّالِ دَلِيْلًا وَّبِالذَّالِ ذَكَآءً وَّبِالرَّآءِ رَحْمَةً وَّبِالزَّآءِ
زَكٰوةً وَّبِالسِّيْنِ سَعَادَةً وَّبِالشِّيْنِ شِفَآءً وَّبِالصَّادِ صِدْقًا وَّبِالضَّادِ ضِيَآءً وَّبِالطَّآءِ طَرَاوَةً
وَّبِالظَّآءِ ظَفَرًا وَّبِالْعَيْنِ عِلْمًا وَّبِالْغَيْنِ غِنًى وَّبِالْفَآءِ فَلَاحًا وَّبِالْقَافِ قُرْبَةً وَّبِالْكَافِ
كَرَامَةً وَّبِاللَّامِ لُطْفًا وَّبِالْمِيْمِ مَوْعِظَةً وَّبِالنُّوْنِ نُوْرًا وَّبِالْوَاوِ وُصْلَةً وَّبِالْهَآءِ هِدَايَةً
وَّبِالْيَآءِ يَقِيْنًا ۔ اَللّٰهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ○ وَارْفَعْنَا بِالْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ○ وَتَقَبَّلْ
مِنَّا قِرَآءَتَنَا وَتَجَاوَزْ عَنَّا مَا كَانَ فِيْ تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ مِنْ خَطَاٍ اَوْ نِسْيَانٍ اَوْ تَحْرِيْفِ كَلِمَةٍ
عَنْ مَّوَاضِعِهَا اَوْ تَقْدِيْمٍ اَوْ تَاْخِيْرٍ اَوْ زِيَادَةٍ اَوْ نُقْصَانٍ اَوْ تَاْوِيْلٍ عَلٰى غَيْرِ مَا اَنْزَلْتَهٗ
عَلَيْهِ اَوْ رَيْبٍ اَوْ شَكٍّ اَوْ سَهْوٍ اَوْ سُوْٓءِ الْحَانٍ اَوْ تَعْجِيْلٍ عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ اَوْ كَسَلٍ اَوْ
سُرْعَةٍ اَوْ زَيْغِ لِسَانٍ اَوْ وَقْفٍ بِغَيْرِ وُقُوْفٍ اَوْ اِدْغَامٍ بِغَيْرِ مُدْغَمٍ اَوْ اِظْهَارٍ بِغَيْرِ بَيَانٍ اَوْ
مَدٍّ اَوْ تَشْدِيْدٍ اَوْ هَمْزَةٍ اَوْ جَزْمٍ اَوْ اِعْرَابٍ بِغَيْرِ مَا كَتَبَهٗ اَوْ قِلَّةِ رَغْبَةٍ وَّرَهْبَةٍ عِنْدَ
اٰيَاتِ الرَّحْمَةِ وَاٰيَاتِ الْعَذَابِ فَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا وَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ○ اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ قُلُوْبَنَا
بِالْقُرْاٰنِ وَزَيِّنْ اَخْلَاقَنَا بِالْقُرْاٰنِ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْاٰنِ وَاَدْخِلْنَا فِي الْجَنَّةِ بِالْقُرْاٰنِ
اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْاٰنَ لَنَا فِي الدُّنْيَا قَرِيْنًا وَّفِي الْقَبْرِ مُوْنِسًا وَّعَلَى الصِّرَاطِ نُوْرًا وَّفِي الْجَنَّةِ
رَفِيْقًا وَّمِنَ النَّارِ سِتْرًا وَّحِجَابًا وَّاِلَى الْخَيْرَاتِ كُلِّهَا دَلِيْلًا فَاكْتُبْنَا عَلَى التَّمَامِ وَارْزُقْنَا
اَدَآءً بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَحُبَّ الْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ وَالْبَشَارَةِ مِنَ الْاِيْمَانِ ○ وَصَلَّى اللّٰهُ
تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ لُطْفِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ
اَجْمَعِيْنَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا ○

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ক্বোরআন মজীদ পাঠ করার ফযীলত

ক্বোরআন মজীদ পাঠ করার ও পড়ানোর বহু ফযীলত রয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে এতটুকু হৃদয়ঙ্গম করা যথেষ্ট যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলা'রই 'কালাম' বা বাণী। ইসলাম ও এর বিধানের মূলভিত্তি এটাই। এর তেলাওয়াত ও তাতে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করলে তা মানুষকে খোদা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। এখানে এ প্রসঙ্গে কতিপয় হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে–

হাদীসঃ সহীহ্ বোখারী শরীফে হযরত ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান– তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি যে ক্বোরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়।

হাদীসঃ সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত ওক্বাহ্ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- তোমাদের মধ্যে কে এ কথা পছন্দ করবে যে, 'বাতহান' অথবা 'আক্বীক' (মদীনা শরীফের নিকটবর্তী দু'টি স্থান)-এ গিয়ে সেখান থেকে পৃষ্ঠদেশের উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট দু'টি উষ্ট্রী নিয়ে আসবে এভাবে যেন পাপ না হয় ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না হয় (অর্থাৎ বৈধ পন্থায়)? আমি আরয করলাম– "একথা আমাদের সবারই পছন্দনীয়।" এরশাদ করলেন, "তাহলে ভোরে মসজিদে গিয়ে আল্লাহ্র কিতাবের দু'টি আয়াত কেন শিক্ষা করছোনা? কারণ, এটা দু'টি উষ্ট্রী অপেক্ষাও উত্তম। তিন তিনটা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ, চার চারটা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। এভাবে অনুমান করো।"

হাদীসঃ সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে হযরত আবু মূসা আশ্'আরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন– যে মু'মিন ব্যক্তি ক্বোরআন পাঠ করে তার উপমা হচ্ছে– কমলা লেবুর মতো, খুশবুও ভাল এবং স্বাদও রুচিসম্মত। আর যে মু'মিন ক্বোরআন পাঠ করেনা সে খেজুরের ন্যায়, এর মধ্যে খুশবু নেই, তবে স্বাদে মিষ্ট। আর যে মুনাফিক ক্বোরআন পাঠ করেনা সে তিক্তফলের মত। সেটার মধ্যে না আছে খুশবু, স্বাদেও তিক্ত। যে মুনাফিক ক্বোরআন পাঠ করে সে ফুলের ন্যায়– সেটার মধ্যে খুশবু আছে, কিন্তু স্বাদে তিক্ত।

হাদীসঃ সহীহ হাদীসে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন– আল্লাহ্ এ কিতাব দ্বারা অনেক লোককে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেন, অনেককে নীচে পতিত করেন। অর্থাৎ যারা এর উপর ঈমান আনে ও তদনুযায়ী কাজ করে তাদের জন্য উচ্চ মর্যাদা, আর যারা তা করে না তাদের জন্য নীচুতা।

হাদীসঃ সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন– যে ক্বোরআন পাঠে দক্ষ সে 'কিরামান কাতেবীন'-এর সাথে রয়েছে, আর যে ব্যক্তি থেমে থেমে ক্বোরআন পাঠ করে এবং সে সেটার প্রতি আগ্রহী; অর্থাৎ তার জিহ্বা সহজভাবে চলে না, কষ্ট সহকারে শব্দাবলী উচ্চারণ করে, তার জন্য দু'টি সওয়াব।

হাদীসঃ শরহ-ই-সুন্নাহয় হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান– তিনটি বস্তু ক্বিয়ামত দিবসে আরশের নীচে থাকবে–

এক) ক্বোরআন। এটা বান্দাদের পক্ষে বাদানুবাদ করবে। সেটার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দু'টি দিক রয়েছে, দুই) আমানত এবং তিন) আত্মীয়তার বন্ধন। তা এ আহ্বান করবে– যে আমাকে মিলিত করেছে, তাকে আল্লাহ্ মিলিত করবেন এবং যে আমাকে কর্তন করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কর্তন করবেন।

হাদীসঃ ইমাম আহমদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও নাসাঈ আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান– ক্বোরআনের ধারককে বলা হবে– পড় ও আরোহণ করো এবং 'তারতীল' (বর্ণগুলোর যথাযথ উচ্চারণ ও তাজভীদ) সহকারে পাঠ করো, যেভাবে দুনিয়াতে 'তারতীল' সহকারে পড়তে। তোমার (চূড়ান্ত) মর্যাদা হচ্ছে শেষ আয়াত, যা তুমি পাঠ করবে।

হাদীসঃ তিরমিযী ও দারমী হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন– যার মধ্যবর্তী স্থানে (বক্ষে) ক্বোরআনের কিছুই নেই তা বিজন বাড়ীর মতো।

হাদীসঃ তিরমিযী ও দারমী হযরত আবূ সা'ঈদ রাদিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণনা করেন- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন- যাকে ক্বোরআন আমার যিকর ও আমার নিকট যাঞ্চা করা থেকে মগ্ন রেখেছে তাকে আমি তদপেক্ষাও উত্তম দেবো যা যাঞ্চাকারীদেরকে দিয়ে থাকি এবং আল্লাহর কালামের ফযীলত (শ্রেষ্ঠত্ব) অন্যান্য কালামের (বাণী) উপর তেমনিই যেমন আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর সৃষ্টির উপর।

হাদীসঃ তিরমিযী ও দারমী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- যে ব্যক্তি কিতাবুল্লাহ্র একটা বর্ণ পাঠ করবে সে এমন একটা পূণ্য পাবে যা দশটা পূণ্যের সমান হবে। আমি এ কথা বলছি না যে, (الٓمٓ) (আলিফ-লাম-মীম) একটা মাত্র বর্ণ; বরং 'আলিফ' (ا) একটা বর্ণ, 'লাম' (ل) দ্বিতীয় বর্ণ এবং মী-ম (مِيم) তৃতীয় বর্ণ।

হাদীসঃ আবূ দাঊদ মা'আয জুহনী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান– যে ব্যক্তি ক্বোরআন পাঠ করেছে এবং যা কিছু তাতে রয়েছে তদনুযায়ী কাজ করেছে তার পিতা-মাতাকে ক্বিয়ামত-দিবসে এমন তাজ

পরানো হবে, যার আলোক সূর্য অপেক্ষাও উত্তম। যদি সে তোমাদের গৃহসমূহে থাকতো, তবে খোদ্ ঐ আমলকারী সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা?

হাদীসঃ ইমাম আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা ও দারমী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি ক্বোরআন পাঠ করেছে ও তা মুখস্থ করেছে- সেটার হালালকে হালাল জ্ঞান করেছে ও হারামকে হারাম জেনেছে তার পরিবার-পরিজন থেকে এমন দশজন লোকের পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা তার সুপারিশ গ্রহণ করবেন, যাদের উপর জাহান্নাম অনিবার্য হয়েছে।

হাদীসঃ তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজা হযরত আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন- ক্বোরআন শিক্ষা করো ও পাঠ করো। যে ব্যক্তি ক্বোরআন শিক্ষা করেছে ও পাঠ করেছে এবং সেটা সহকারে স্থির রয়েছে তার উপমা এমনই যেন মেশ্‌ক থলে ভর্তি রয়েছে এবং মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

হাদীসঃ বায়হাক্বী শুআবুল ঈমান-এ হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণনা করেন 'রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন- "এসব হৃদয়েও মরিচা পড়ে যায় যেমন লোহায় পানি লাগলে মরিচা লেগে যায়।" আরয করলেন, "এয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)! এর মসৃণতা কোন্ জিনিষ দ্বারা আসবে?" এরশাদ ফরমালেন, "অধিক পরিমাণে মৃত্যুকে স্মরণ করলে ও ক্বোরআন তেলাওয়াত করলে।"

হাদীসঃ সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম শরীফে জুনদাব ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন- ক্বোরআনকে তখন পর্যন্ত পাঠ করো যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে অনুরাগ ও সম্বন্ধ থাকে। আর যখন অন্তরে বিরক্তি এসে যায় তখন দাঁড়িয়ে যাও অর্থাৎ তেলাওয়াত বন্ধ করে দাও।

হাদীসঃ সহীহ্ বোখারী শরীফে হযরত আবূ হোরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণনা করা হয়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন- যে ব্যক্তি ক্বোরআনকে মধুর কণ্ঠে পাঠ করেনা সে আমাদের থেকে নয়।

হাদীসঃ ইমাম আহমদ, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজা ও দারমী হযরত বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- ক্বোরআনকে আপন কণ্ঠস্বরে সৌন্দর্যমণ্ডিত করো! দারমীর বর্ণনায় আছে- আপন কণ্ঠস্বর দ্বারা সুন্দর করো! কারণ, মধুর কণ্ঠ ক্বোরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

হাদীসঃ বায়হাক্বী ওবায়দা মুলায়কী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন- হে ক্বোরআনের ধারকরা! ক্বোরআনকে বালিশ বানিয়োনা। অর্থাৎ আলস্য ও উদাসীনতা প্রদর্শন করোনা। আর রাত ও দিনে সেটা তেলাওয়াত করো যেমনিভাবে তেলাওয়াত করা কর্তব্য এবং সেটার প্রসার ঘটাও। আর সেটা সুন্দর কণ্ঠস্বর দ্বারা পাঠ করো। সেটার বিনিময় নিওনা এবং যা কিছু তাতে রয়েছে তাতে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করো। যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারো। সেটার সাওয়াব প্রাপ্তিতে ত্বরা করোনা। কারণ সেটার সাওয়াব খুব বড় (যা আখিরাতে পাওয়া যাবে)।

হাদীসঃ আবূ দাউদ ও বায়হাক্বী হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা ক্বোরআন পাঠ করছিলাম। আমাদের সাথে গ্রাম্য অশিক্ষিত এবং অনারবীয় লোকও ছিলো। ইত্যবসরে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনয়ন করলেন আর এরশাদ ফরমালেন- ক্বোরআন পাঠ করো। তোমরা সবাই শ্রেয়। পরবর্তী যুগের এমন সম্প্রদায়সমূহ আসবে যারা ক্বোরআনকে এমনই সোজা করবে, যেমন তীর সোজা হয়। সেটার বিনিময় তাড়াতাড়ি নিতে চাইবে, দেরীতে নিতে চাইবে না। অর্থাৎ দুনিয়াতেই বিনিময় নিয়ে নিতে চাইবে।

হাদীসঃ বায়হাক্বী হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- ক্বোরআনকে আরবের সুরে ও স্বরে তেলাওয়াত করো। প্রেমিক, ইহুদী ও খৃষ্টানদের সুর থেকে বিরত থাকো। অর্থাৎ সঙ্গীতের নিয়মাবলী অনুসারে গাইও না। আমার পর এমন এক সম্প্রদায় আসবে যারা 'তারজী' (ترجيع) সহকারে ক্বোরআন পাঠ করবে যেভাবে গান ও বিলাপে 'তারজী' করা হয়। ক্বোরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তাদের অন্তর ফিৎনায় আক্রান্ত এবং তাদেরও, যাদের নিকট একথা ভাল লাগে।

হাদীসঃ আবূ সা'ঈদ ইবনে মু'আল্লা রাদিয়াল্লাহু আন্হু থেকে সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নামাযরত ছিলাম। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন। আমি জবাব দিলাম না। (যখন নামায সমাপ্ত করলাম) তখন হুযূরের খিদমতে হাযির হলাম আর আরয করলাম, "হে আল্লাহর রসূল! আমি নামায পড়ছিলাম।" এরশাদ ফরমালেন- আল্লাহ্ তা'আলা কি এরশাদ করেন নি- (اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ) অর্থাৎ

"আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট হাযির হয়ে যাও যখন তিনি তোমাদেরকে আহবান করেন।" অতঃপর এরশাদ ফরমান- মসজিদ থেকে বাইরে যাবার পূর্বে ক্বোরআনে যে সূরাটা সর্বাপেক্ষা বড় তা আমি বলবো। আর হুযূর আমার হাত হুযূরের নূরানী মুঠোর মধ্যে নিলেন। যখন বের হবার ইচ্ছা হলো, তখন আমি আরয করলাম- "হুযূর এরশাদ করেছিলেন যে, মসজিদ থেকে বের হবার পূর্বে ক্বোরআনের সর্বাপেক্ষা বড় সূরাটা শিক্ষা দেবেন।" এরশাদ ফরমালেন- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ঐ সপ্ত আয়াত সম্বলিত সূরা ও ক্বোরআনে আযীম, যা আমিই লাভ করেছি।

হাদীসঃ সূরা ফাতিহা প্রত্যেক রোগের শেফা। (দারমী ও বায়হাক্বী)

হাদীসঃ সহীহ্ মুসলিমে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম হুযূরের দরবারে হাযির ছিলেন। উপর থেকে একটা শব্দ আসলো। তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন যে, আস্মানের এ দরজা আজই খোলা হয়েছে। ইতিপূর্বে আর কখনো খোলা হয়নি। একজন ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হলেন। জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম বললেন, এ ফিরিশ্তা আজকের পূর্বে আর কখনো পৃথিবীতে আসেনি। সে সালাম করেছে এবং বলেছে, "হুযূরের প্রতি সুসংবাদ যে, দু'টি নূর হুযূরকে দেয়া হয়েছে– এ দু'টি হুযূরের পূর্বে কখনো কাউকে দেয়া হয়নি। সে দু'টি হচ্ছে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাক্বারার শেষাংশ। যে বর্ণটা আপনি পাঠ করবেন, তা আপনাকেই দেয়া হবে।"

হাদীসঃ সহীহ্ মুস্লিম শরীফে হযরত আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান– তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করোনা। শয়তান ঐ ঘর থেকে পলায়ন করে যে ঘরে সূরা বাক্বারা পাঠ করা হয়।

হাদীসঃ সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আমি এটা এরশাদ ফরমাতে শুনেছি– ক্বোরআন পাঠ করো। কেননা, তা ক্বিয়ামতের দিন আপন সাথীদের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আসবে। দু'টি আলোকিত সূরা– বাক্বারা ও আল-ই-ইমরান পাঠ করো। এ দু'টি সূরা ক্বিয়ামত-দিবসে এভাবে আসবে যেন দু'টি মেঘ অথবা দু'টি শামিয়ানা অথবা সারিবদ্ধ পাখীকুলের দু'টি ঝাঁক আর এ দু'টি তাদের সাথীদের পক্ষ থেকে বাদানুবাদ করবে, তাঁদের পক্ষে সুপারিশ করবে। সূরা বাক্বারা তেলাওয়াত করো। কেননা, তা গ্রহণ করা বরকত আর সেটা ত্যাগ করা দুঃখ। কিন্তু বাতিলরা সেটার শক্তি রাখেনা।

হাদীসঃ সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত উবাই ইবনে কা'আব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান– হে আবুল মুনযির (এটা উবাই ইবনে কা'আবের উপনাম।) তোমার নিকট ক্বোরআনের সর্বাপেক্ষা বড় আয়াত কোন্‌টা? আমি আরয করলাম আল্লাহ্ ও রসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। হুযূর এরশাদ ফরমান, হে আবুল মুনযির! তোমাদের জানা আছে কি ক্বোরআনের কোন্ আয়াতটা সর্বাপেক্ষা বড়? আমি আরয করলাম– اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ অর্থাৎ আয়াতুল কুরসী। হুযূর আমার বুকের উপর মুবারক হস্ত দ্বারা মৃদু আঘাত করলেন আর বললেন, হে আবুল মুনযির! তোমার জ্ঞান মুবারক হোক।

হাদীসঃ সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রমযানের যাকাত অর্থাৎ সাদ্‌কাতুল ফিতরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করলেন। একজন আগন্তুক আসলো এবং শস্য ভর্তি করতে লাগলো। আমি তাকে ধরে ফেললাম। আর বললাম, 'তোমাকে হুযূরের দরবারে পেশ করবো।' সে বলতে লাগলো, 'আমি একজন গরীব পরিবারের কর্তা, অভাবী লোক।' আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। যখন ভোর হলো তখন হুযূর এরশাদ ফরমালেন, 'তোমার রাতের বন্দীর কি হলো?' আমি আরয করলাম, 'এয়া রাসূলাল্লাহ্! সে অতি অভাব ও পরিবার নিয়ে কষ্টের কথা বললো, আমার দয়া হলো এবং ছেড়ে দিয়েছি।' এরশাদ ফরমালেন– 'সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে। সে আবার আসবে। আমি বুঝতে পারলাম যে, সে অবশ্যই আসবে।' কারণ, হুযূরই তা বলেছেন। তার অপেক্ষায় বসেছিলাম। সে আসলো ও শস্য ভর্তি করতে লাগলো। আমি তাকে ধরে ফেললাম। আর বললাম, 'আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করবো।' সে বললো, 'আমাকে ছেড়ে দাও! আমি একজন অভাবী লোক, পরিবারওয়ালা হই। আর আসবো না।' আমি দয়াপরবশ হলাম ও তাকে ছেড়ে দিলাম।' সকাল হলে হুযূর এরশাদ ফরমালেন, 'হে আবূ হোরায়রা! তোমার বন্দীর কি হলো?' আমি আরয করলাম, 'সে পরিবারওয়ালা হয়ে অত্যন্ত অভাবের অভিযোগ করলো। আমার মনে দয়া হলো এবং তাকে ছেড়ে দিয়েছি।' হুযূর এরশাদ ফরমালেন, 'সে তোমাকে মিথ্যা বলে গেছে। সে আবার আসবে।' আমি তার অপেক্ষায় ছিলাম। সে আসলো ও শস্য ভর্তি করতে লাগলো। আমি তাকে ধরে ফেললাম ও বললাম– 'আমি তোমাকে হুযূরের সামনে পেশ করবো। এ পর্যন্ত তিনবার হয়েছে। তুমি বলেছিলে আর আসবে না। কিন্তু পুনরায় এসেছো।' সে বললো, 'আমাকে ছেড়ে দাও! আমি তোমাকে এমন সব কলেমা শিক্ষা দিচ্ছি যে গুলো দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে উপকৃত করবে। যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন (আয়াতুল কুরসী) (اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ) শেষ পর্যন্ত পড়ে নেবে। ভোর পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে রক্ষণাবেক্ষণকারী নিয়োজিত হবে। শয়তান তোমার নিকটেও আসতে পারবে না।' আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। যখন ভোর হলো, তখন হুযূর এরশাদ ফরমালেন– "তোমার বন্দীর কি হলো?" আমি আরয করলাম, সে বললো, 'আমি তোমাকে কিছু কলেমা শিক্ষা দিচ্ছি যেগুলো দ্বারা আল্লাহ্ তোমাকে উপকৃত করবে।' হুযূর এরশাদ ফরমালেন, 'একথা সে সত্য বলেছে; কিন্তু সে বড় মিথ্যুক। তুমি কি জানো এ তিন রাতে কে তোমার সাথে কথা বলেছে?' আমি আরয করলাম, 'না'। হুযূর এরশাদ ফরমালেন– "সে হচ্ছে শয়তান।"

হাদীসঃ সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফদ্বয়ে হযরত আবূ মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান– সূরা বাক্বারার শেষ দু'আয়াত যে ব্যক্তি রাতে পাঠ করে নেয় তা তার জন্য যথেষ্ট।

হাদীসঃ আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার দু'হাজার বছর পূর্বে এক কিতাব লিখেছেন। এতে দু'টি আয়াত, যে দু'টি সূরা বাক্বারার সমাপ্তিতে নাযিল করেছেন। যে ঘরে তিন রাত যাবৎ পাঠ করা হবে, শয়তান সেটার নিকটেও আসতে পারবে না। (তিরমিযী ও দারমী)।

হাদীসঃ সূরা বাক্বারার শেষ দু'আয়াত আল্লাহ্ তা'আলার ঐ ভাণ্ডার থেকেই, যা আরশের নীচে অবস্থিত। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এ দু'টি আয়াত দিয়েছেন। সে দু'টি শিক্ষা করো এবং আপন স্ত্রীদের শিক্ষা দাও। কারণ সে দু'টি হচ্ছে রহমত, আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী ও দো'আ-প্রার্থনা। (দারমী)

হাদীসঃ সহীহ্ মুসলিমে আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন- 'সূরা

কাহ্ফ'-এর প্রথম দশ আয়াত যে ব্যক্তি মুখস্ত করবে সে দাজ্জাল থেকে নিরাপদে থাকবে।

হাদীসঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফ জুমা'আর দিন পাঠ করবে তার জন্য দু'জুম'আর মধ্যবর্তীতে 'নূর' (জ্যোতি) হবে। (বায়হাক্বী)

হাদীসঃ প্রত্যেক কিছুর হৃদয় আছে। ক্বোরআন পাকের হৃদয় হচ্ছে সূরা 'আয়াসীন'। যে ব্যক্তি সূরা আয়াসীন পড়েছে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দশবার ক্বোরআন পড়ার সাওয়াব লিখবেন। (তিরমিযী, দারমী)

হাদীসঃ আল্লাহ্ তা'আলা যমীন ও আসমান সৃষ্টি করার হাজার বছর পূর্বে 'ত্বোয়াহা' ও 'আয়াসিন' পড়েছেন। যখন ফিরিশ্তাগণ শুনলেন তখন বললেন- ধন্য হোক ঐ উম্মত, যাদের উপর এ দু'টি অবতীর্ণ হবে। ধন্য হোক ঐসব পেট (বক্ষ), যেগুলো এ দু'টির ধারক হবে। আর ধন্য হোক ঐসব জিহ্বা, যেগুলো এ দু'টি সূরা পাঠ করে। (দারমী শরীফ)

হাদীসঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য 'আয়াসীন' পড়বে তার পূর্ববর্তী গুনাহ্র মাগফিরাত হয়ে যাবে। সুতরাং তা তোমাদের মৃতদের নিকট পাঠ করো।

হাদীসঃ যে ব্যক্তি حٰمٓ اَلْمُؤْمِنُوْنَ (হা-মীম আল-মু'মিনূন) اِلَيْهِ الْمَصِيْر (ইলায়হিল মাসীর) পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরসী সকালে পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদে থাকবে। আর যে সন্ধ্যায় পড়বে সে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। (তিরমিযী ও দারমী)

হাদীসঃ যে ব্যক্তি حٰمٓ اَلدُّخَانُ (হা-মীম আদ-দুখান) জুমু'আহ্ রাত্রিতে পাঠ করবে তার মাগফিরাত হয়ে যাবে। (তিরমিযী)

হাদীসঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যতক্ষণ পর্যন্ত না تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ও الٓمٓ تَنْزِيْل পড়ে নিতেন ততক্ষণ শয়ন করতেন না। (আহমদ, তিরমিযী, দারমী)

হাদীসঃ খালিদ ইবনে মা'দান বলেন, 'মুক্তিদাতা'কে পাঠ করো। তা হচ্ছে الٓمٓ تَنْزِيْل ; আমি অবগত হলাম যে, এক ব্যক্তি সেটা পাঠ করছিলো, সেটা ব্যতীত অন্য কিছু পড়তো না। বস্তুতঃ সে ছিলো বড় পাপী। এ সূরাটা তার উপর আপন ডানা বিস্তার করলো। আর বললো, হে প্রতিপালক! তাকে ক্ষমা করে দাও! কারণ, সে আমাকে অধিক পরিমাণে পাঠ করতো। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সেটার সুপারিশ গ্রহণ করলেন। আর ফিরিশ্তাদেরকে বললেন, "তার প্রত্যেক পাপের স্থলে একটা করে নেকী লিখে দাও এবং একটা করে মর্যাদা উঁচু করে দাও"। খালিদ এও বলেছেন, এ (সূরা)টা তার পাঠকের পক্ষ থেকে কবরে দা'বী পেশ করবে আর বলবে- হে আল্লাহ্! যদি আমি তোমার কিতাবের মধ্য থেকে হই তবে আমার সুপারিশ কবূল করে নাও! আর যদি তোমার কিতাবের মধ্য থেকে না হই, তা'হলে তা থেকে আমাকে সরিয়ে দাও। এবং সেটা পাখীর মতো আপন ডানা তার উপর বিছিয়ে দেবে ও শাফা'আত করবে এবং কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। খালিদ 'তাবারাকা' সম্পর্কে এমনই বলেছেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে দু'টি পড়ে নিতেন না খালিদ শয়ন করতেন না। তাঊস বলেছেন- এ দু'টি সূরা ক্বোরআনের প্রত্যেকটি সূরার ষাট গুণ বেশী ফযীলত রাখে। (দারমী)

হাদীসঃ ক্বোরআনে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটা সূরা আছে যা মানুষের জন্য সুপারিশ করে। শেষ পর্যন্ত তার মাগফিরাত হয়ে যাবে। তা হচ্ছে تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ। (আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও ইবনে মা-জাহ্।)

হাদীসঃ কোন এক সাহাবী কবরস্থানে তাঁবু খাটিয়েছিলেন। তিনি জানতেন না যে, সেখানে কবর আছে। তাতে কোন এক ব্যক্তি تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করেছে। তিনি যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে ঐ ঘটনাটা বর্ণনা করলেন, তখন হুযূর এরশাদ ফরমালেন- তা হচ্ছে 'মুক্তিদাতা সূরা'। সেটা আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্তি দেয়। (তিরমিযী)

হাদীসঃ যে ব্যক্তি 'সূরা ওয়াক্বি'আহ্' প্রতি রাত্রে পাঠ করবে সে কখনো উপবাস থাকবে না। ইবনে মাস্‌ঊদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর সাহেবজাদীগণকে প্রত্যেক রাতে এ সূরাটা পাঠ করার নির্দেশ দিতেন। (বায়হাক্বী)

হাদীসঃ তোমরা কি প্রত্যেকদিন এক হাজার আয়াত তেলাওয়াত করার ক্ষমতা রাখোনা? লোকেরা আরয করলেন- কে সেটার সামর্থ্য রাখে? এর সামর্থ্য না থাকলে اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ (সূরা তাকাসুর) পড়ে নাও! (বায়হাক্বী)

হাদীসঃ তোমরা কি রাতে এক তৃতীয়াংশ ক্বোরআন তেলাওয়াত করতে অক্ষম? লোকেরা আরয করলেন এক তৃতীয়াংশ ক্বোরআন কেউ কিভাবে পড়তে পারে? এরশাদ ফরমালেন قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (সূরা ইখ্লাস একবার পাঠ করা) এক তৃতীয়াংশ ক্বোরআন পাঠ করার সমান। (বোখারী ও মুসলিম)

হাদীসঃ اِذَا زُلْزِلَتْ অর্দ্ধ ক্বোরআনের সমান। আর 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) এক তৃতীয়াংশ ক্বোরআনের সমান এবং قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ (সূরা কাফিরূন) এক চতুর্থাংশ ক্বোরআনের সমান। (তিরমিযী)

হাদীসঃ যে ব্যক্তি একদিনে দু'শ' বার 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) পড়বে তার পঞ্চাশ বৎসরের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে; কিন্তু যদি তার উপর কর্জ থাকে। (তিরমিযী)

হাদীসঃ যে ব্যক্তি শয়ন করার সময় ডান করটের উপর শুয়ে বিছানার উপর একশ'বার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়বে ক্বিয়ামত দিবসে তাকে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, "হে আমার বান্দা! তোমার ডান পার্শ্বে জান্নাতে চলে যাও!"

হাদীসঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়তে শুনলেন। এরশাদ করলেন- জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। (ইমাম মালেক, তিরমিযী, নাসাঈ)

হাদীসঃ কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! ক্বোরআনে সর্বাপেক্ষা বড় সূরা কোন্‌টা?" এরশাদ ফরমান– ' قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ '। সে আরয করলো, "ক্বোরআনে সর্বাপেক্ষা বড় আয়াত কোন্‌টা?" এরশাদ ফরমায়েছেন– " اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ "। সে আরয করলো, "এয়া রাসূলাল্লাহ্‌! কোন্ আয়াতটা আপনার ও আপনার উম্মতের নিকট পৌঁছতে আপনি পছন্দ করেন?" এরশাদ ফরমালেন– "সূরা বাক্বারার শেষ ভাগের আয়াত। কারণ, সেটা আল্লাহ্‌র রহমতের ভাণ্ডার থেকে, আল্লাহ্‌র আরশের নীচে থেকেই। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ আয়াত এ উম্মতকে দিয়েছেন। দুনিয়া ও আখিরাতের এমন কোন মঙ্গল নেই যা এ আয়াতের অন্তর্ভূক্ত নয়। (দারমী)

হাদীসঃ যে ব্যক্তি اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ তিনবার পড়ে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়বে আল্লাহ্ তা'আলা সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা নিয়োগ করবেন, যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য দো'আ করতে থাকবেন। আর যদি ঐ ব্যক্তি সেদিন মৃত্যু বরণ করে তবে সে শহীদ রূপেই মরবে। সন্ধ্যায় পড়লেও তার জন্য এরূপ হবে। (তিরমিযী)

হাদীসঃ যে ক্বোরআন পড়ে তার জন্য আল্লাহ্‌রই দরবারে দরখাস্ত করা উচিৎ। অনতিবিলম্বে এমন লোকও আসবে যারা ক্বোরআন পড়ে মানুষের নিকট ভিক্ষা করতে থাকবে। (আহমদ, তিরমিযী)

হাদীসঃ যে ব্যক্তি ক্বোরআন পড়ে মানুষের নিকট খাদ্য প্রার্থনা করবে সে ক্বিয়ামত দিবসে এভাবে আসবে যে, তার মুখমণ্ডলের উপর মাংস থাকবেনা। (বায়হাক্বী)

হাদীসঃ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা থেকে ক্বোরআনের কপি লেখার পারিশ্রমিক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বলেন, তাতে ক্ষতি নেই। সেসব লোক নক্‌শা তৈরী করে এবং আপন হস্ত শিল্পের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করে। অর্থাৎ এটা এক প্রকার হস্ত শিল্প। সেটার বিনিময় নেয়া বৈধ।

ক্বোরআন মজীদ সম্পর্কে কতিপয় নিয়মাবলী

মাস্‌আলাঃ ক্বোরআন মজীদের উপর স্বর্ণ বা রৌপ্যের পানি দিয়ে ক্বোরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা জায়েয। কারণ, তাতে ক্বোরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনই প্রকাশ পায়। তাতে হরকত ও নুক্বতাহ্ লাগানো মুস্তাহ্‌সান (উত্তম) কাজ। কারণ, অন্যথায় অধিকাংশ লোক বিশুদ্ধরূপে ক্বোরআন মজিদ পাঠ করতে পারবে না। অনুরূপভাবে, সাজদার আয়াতের উপর 'সাজদাহ্' শব্দ লিপিবদ্ধ করা, 'ওয়াক্বফ' (বিরতি)-এর চিহ্নসমূহ লিখা ও রুকূ'র চিহ্নসমূহ সংযোজন করা এবং তা'শীর অর্থাৎ দশ দশটা আয়াতের উপর চিহ্ন লাগানোও জায়েয। (দুর্‌রুল মুখ্‌তার, রাদ্দুল মুহ্‌তার)

বর্তমান যুগে ক্বোরআনের 'তরজমা' (অনুবাদ)ও ছাপানোর প্রচলন আছে। তরজমা ও তাফসীর যদি বিশুদ্ধ হয় তবে তা ক্বোরআন মজীদের সাথে ছাপালে ক্ষতি নেই। কারণ, এর ফলে ক্বোরআনের অর্থ ইত্যাদি জানা সহজ হয়। কিন্তু শুধু তরজমা ছাপানো উচিৎ নয়।

মাস্‌আলাঃ ক্বোরআন মজীদের লিখন পদ্ধতি অত্যন্ত সুন্দর ও সুস্পষ্ট হওয়া চাই। কাগজও উন্নত মানের হওয়া, কালিও উন্নত ধরণের হওয়া চাই, যেন দেখতে ভাল লাগে। (দুর্‌রুল মুখ্‌তার, রাদ্দুল মুহ্‌তার)

মাস্‌আলাঃ ক্বোরআন মজীদের সাইজ ছোট করা মাকরূহ। (দুর্‌রুল মুখ্‌তার) যেমন আজকাল কোন কোন প্রেসে এত ছোট আকারের ক্বোরআন ছাপানো হয় যে, তা পড়া যায়না।

মাস্‌আলাঃ ক্বোরআন মজিদের কোন কপি যদি এতই পুরাতন হয়ে যায় যে, তা আর তেলাওয়াত করা যায় না; এই সন্দেহ করা যায় যে, সেটার পাত'গুলো খুলে বিক্ষিপ্ত হয়ে বিনষ্ট হয়ে যাবে তাহলে সেটা কোন পবিত্র কাপড়ে জড়িয়ে কোন সতর্কতাপূর্ণ স্থানে নিয়ে দাফন করে ফেলা জরুরী। দাফন করার সময় সেটার জন্য 'লাহাদ' বানানো হবে, যাতে সেটার উপর মাটি না পড়ে। ক্বোরআনের কপি পুরাতন হয়ে গেলে সেটা জ্বালানো যাবে না। (আলমগীরী)

মাস্‌আলাঃ অভিধান, আরবী ব্যাকরণ ইত্যাদি কিতাবের একই মর্যাদা। এ ধরণের কিতাবাদি একটা অপরটার উপর রাখা যাবে। এর উপর ইলমে কালাম (আক্বাইদ সম্পর্কিত) কিতাবাদি রাখবে। এর উপর ফিক্বহ, হাদীস ও ওয়াজ-নসীহতের কিতাবাদি রাখা যাবে। ক্বোরআন মজীদ রাখবে এ সবের উপরে। যে সিন্দুকের ভিতর ক্বোরআনের কপি রাখা হয়, সেটার উপর কাপড় চোপড় ইত্যাদি রাখা যাবে না। (আলমগীরী)

মাস্‌আলাঃ কেউ শুধু বরকত লাভের উদ্দেশ্যে ঘরে ক্বোরআন মজীদ রেখেছে, তেলাওয়াত করে না; এটা গুনাহ্ নয়, বরং তার এ নিয়্যত সাওয়াবের কারণ।

মাস্‌আলাঃ ক্বোরআন মজিদের উপর অবমাননা করার উদ্দেশ্যে কেউ পা রাখলে সে কাফির হয়ে যাবে। (আলমগীরী)

মাস্‌আলাঃ যে ঘরে ক্বোরআন মজীদ রাখা হয় সে ঘরে স্ত্রী সহবাস করা জায়েয, যদি ক্বোরআনের উপর পর্দা রাখা হয়।

মাস্‌আলাঃ ক্বোরআন মজীদকে খুব সুন্দর আওয়াজে পাঠ করা উচিৎ। অনুরূপভাবে, আযানও সুন্দর কণ্ঠে দেয়া উচিত। অর্থাৎ যদি আওয়াজ সুন্দর না হয় তবে সুন্দর করার চেষ্টা করবে। তবে 'লাহ্‌ন' (لحن) সহকারে পড়া এমনিভাবে, যেমন গায়করা করে থাকে, না জায়েয; বরং পড়ার সময় 'তাজভীদ'-এর নিয়মাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। (দুর্‌রে মুখ্‌তার, রদ্দে মুহ্‌তার)

মাস্‌আলাঃ মুসলমানদের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত আছে যে, ক্বোরআন মজীদ তেলাওয়াতকালে কোথাও যাবার সময় তা বন্ধ করেই যায়; খোলা রেখে যায়না। এটা অবশ্যই আদবের কথা। তবে কিছু লোকের মধ্যে এ কথার প্রসিদ্ধি আছে যে, ক্বোরআন মজীদ খোলা রেখে গেলে তা শয়তান পড়ে নেবে– তা কিন্তু ভিত্তিহীন। সম্ভবতঃ ছোট ছেলেমেয়েদেরকে ঐ আদবের দিকে উৎসাহিত করার জন্য কেউ কেউ এ কথাটা অবিষ্কার করেছে।

মাস্‌আলাঃ ক্বোরআন মজীদের আদবসমূহের মধ্যে এটাও যে, সেটার প্রতি পিঠ দেবে না, পা প্রসারিত করবে না, পা সেটার উপরে উঠাবেনা এবং এমনও করবেনা যে, নিজে উপরে বসবে আর ক্বোরআন থাকবে নীচে।

মাস্‌আলাঃ ক্বোরআন মজীদকে জুযদান অথবা গিলাফের মধ্যে জড়িয়ে রাখা আদবের শামিল। সাহাবা ও তাবে'ঈন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুম)-এর যুগ থেকে এ নিয়মটাই চলে আসছে।

নামাযে ক্বোরআন মজীদ পাঠ করার বিধান

'ক্বিরআত' হচ্ছে সমস্ত হরফকে আপন আপন 'উচ্চারণের স্থান' (مخارج) থেকে এমনভাবে উচ্চারণ করা যেন প্রত্যেকটা হরফ অপর হরফ থেকে পৃথকভাবে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। নিম্নস্বরে পড়লে এতটুকু আওয়াজে পড়তে হবে যেন নিজে শুনতে পায়। যদি হরফকে বিশুদ্ধভাবে পড়েছে, কিন্তু নিজে শুনতে পায়নি এবং সেখানে শোরগোল কিংবা কানে বধিরতাও না থাকে, তবে নামাযই হয়নি– (আলমগীরী)। সাধারণতঃ যেখানে 'কিছু পাঠ করা' কিংবা 'বলা' নির্দ্ধারিত হয়, সেখানে এটাই উদ্দেশ্য থাকে যে, তা কমপক্ষে এতটুকু শব্দে উচ্চারিত হবে যে, নিজে শুনতে পাবে। যেমন তালাক্ব দেয়া, গোলাম আযাদ করা, পশু যবেহ করার মধ্যে। (আলমগীরী)

মাস্‌আলাঃ যে কোন একটা করে আয়াত তেলাওয়াত করা– ফরযের দু'রাক্'আতে, বিত্‌র, সুন্নাত ও নফলের প্রত্যেক রাক্'আতে– ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর উপর ফরয। মুক্বতাদীর জন্য কোন নামাযেই 'ক্বিরআত' জায়েয নয়। না সূরা ফাতিহা না অন্য কোন সূরা বা কোন আয়াত– না নিঃশব্দে ক্বিরআত সম্বলিত নামাযে, না সশব্দে ক্বিরআত সম্বলিত নামাযে। ইমামের ক্বিরআত মুক্তাদীর জন্যও যথেষ্ট। (ফিক্বহ্‌র কিতাবাদি)

মাস্‌আলাঃ ফরয নামাযের কোন রাক্'আতে ক্বোরআন থেকে পাঠ করেনি অথবা শুধু এক রাক্'আতে পড়েছে; এমতাবস্থায় নামায ফাসিদ (বিনষ্ট) হয়ে গেছে। (আলমগীরী)

মাস্‌আলাঃ ছোট আয়াত, যাতে দু' অথবা দু-এর অধিক শব্দ থাকে, পড়ে নিলে নামাযে ফরয আদায় হয়ে যাবে। আর যদি একটা মাত্র হরফের আয়াত হয় যেমন - ق-ن-ص ; যাকে কোন কোন ক্বারীর ক্বিরআতে আয়াত সাব্যস্ত করা হয়েছে, পাঠ করলে ফরয আদায় হবে না; যদিও এমন আয়াতকে বারংবার পাঠ করা হয়– (আলমগীরী, রাদ্দুল মুহ্‌তার)। বাকী রইলো, একটা মাত্র শব্দের আয়াত। যেমন– مُدْهَآمَّتٰنِ ; এতে মতভেদ আছে। পূর্ণ আয়াতরূপে সাব্যস্ত না করায় সতর্কতা রয়েছে।

মাস্‌আলাঃ সূরার প্রারম্ভে লিখিত بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ একটা পূর্ণ আয়াত। তবে শুধু তা পাঠ করলে ফরয আদায় হবেনা। (দুর্‌রুল মুখ্‌তার)

মাস্‌আলাঃ সূরার শেষ ভাগে যদি আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা থাকে, তবে উত্তম হচ্ছে ক্বিরআতকে তাক্‌বীরের সাথে মিলানো। যেমন–

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

; অর্থাৎ ' ثْ ' কে كسره সহকারে পড়ে 'আল্লাহ্ (الله) শব্দের সাথে মিলিয়ে নেবে। আর যদি শেষভাগে এমন কোন শব্দ থাকে যাকে আল্লাহ্‌র .... মহামহিম .... নামের (اللّٰه) সাথে মিলানো অশোভনীয় হয়, তবে পৃথক করে পাঠ করা উত্তম। অর্থাৎ ক্বিরআত খতম করে বিরতি দেবে। তারপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলবে। যেমন– اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ -এ বিরতি দিয়ে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে রুকূ'তে যাবে। আর যদি এ দু'য়ের কোনটা না থাকে তবে মিলানো কিংবা পৃথক করা উভয়ই জায়েয। (রাদ্দুল মুহ্‌তার, ফতোয়া রেযভিয়াহ্)

ক্বোরআন মজিদ পাঠ করার বিবরণ

আল্লাহ্ আয্‌যা ও জাল্লা শানুহু এরশাদ ফরমাচ্ছেন– فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ (সূরা মুয্‌যাম্মিল) অর্থাৎঃ ক্বোরআন মজীদ থেকে পাঠ করো যা সহজ বোধ হয়। আরো এরশাদ ফরমাচ্ছেন– وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ অর্থাৎঃ যখন ক্বোরআন মজীদ পাঠ করা হয় তখন তা শুনো ও চুপ থাকো এ আশায় যে, তোমাদেরকে দয়া করা হবে।

হাদীসঃ হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী ও হযরত আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা থেকে বর্ণিত, 'যখন ইমাম পড়বে তখন তোমরা সবাই চুপ থাকবে। (মুসলিম ১ম খণ্ড ঃ ১৭২ পৃষ্ঠা)

হাদীসঃ ইমাম বোখারী ও মুসলিম হযরত ওবাদাহ্ ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান– যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি তার নামায নেই, অর্থাৎ তার নামায পরিপূর্ণ নয়। অপর এক বর্ণনা সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, فَهِيَ خِدَاجٌ অর্থাৎ ঐ নামায অসম্পূর্ণ। এ হুকুম ঐ ব্যক্তির জন্য যে ইমাম হয় অথবা নামায একাকী পড়ে। মুক্তাদীকে পড়তে হয়না, ইমামের ক্বিরআতই তার ক্বিরআত। এ হাদীসখানা ইমাম মুহাম্মদ,

তিরমিযী ও হাকিম হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। আর অনুরূপই ইমাম আহমদ আপন 'মুসনাদে' বর্ণনা করেছেন। ইমাম হালবী বলেন, এ হাদীসখানা ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুসারে বিশুদ্ধ।

হাদীসঃ হযরত যায়দ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেন, ইমামের সাথে কোন নামাযেই ক্বোরআন থেকে কিছুই পড়বে না। (মুসলিম ১ম খণ্ডঃ ২১৫ পৃষ্ঠা)

হাদীসঃ ইমাম আবূ জা'ফর 'শরহে মা'আনিল আসার' (شرح معانی الآثار)-এ বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, যায়দ ইবনে সাবিত ও জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুম)-কে প্রশ্ন করা হলো, ঐসব হযরত বললেন, ইমামের পেছনে কোন নামাযেই ক্বিরআত পড়ো না।

হাদীসঃ ইমাম মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু 'মুআত্তা'য় বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে ইমামের পেছনে ক্বিরআত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বলেন, চুপ থাকো এবং ইমামের ক্বিরআতই তোমার জন্য যথেষ্ট। সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেন- যে ইমামের পেছনে ক্বিরআত পড়বে তার মুখে জ্বলন্ত আগুনের কয়লা হোক- এটাই আমি পছন্দ করি।

হাদীসঃ আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেন, যে ইমামের পেছনে ক্বিরআত পড়ে তার মুখের মধ্যে পাথর হোক।

হাদীসঃ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ইমামের পেছনে ক্বিরআত পড়েছে সে সুন্নাত (فطرت)-এর পরিপন্থী করেছে।

ফিক্বহ্-এর কতিপয় মাস্‌আলা

এ কথা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্বিরআতে এতটুকু আওয়াজ দরকার যে, যদি কোন প্রতিবন্ধকতা, যেমন- বধিরতা, শোরগোল ইত্যাদি না থাকে তবে যেন নিজে শুনতে পায়। এতটুকু উচ্চরবে না হলে নামায বিশুদ্ধ হবেনা। অনুরূপভাবে, যেসব বিষয়ে মুখে বলার দখল (আবশ্যকতা) রয়েছে, সেসব বিষয়েই এতটুকু আওয়াজ করা জরুরী। যেমন জন্তু যবেহ করার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ বলা, তালাক্ব দেয়া, গোলাম আযাদ করা, সাজদার আয়াত পাঠ করার পর সাজদা ওয়াজিব হওয়া ইত্যাদি।

মাস্‌আলাঃ ফজর, মাগরিব ও এশার নামাযের প্রথম দু'রাক্'আতে এবং জুমু'আহ্, দু'ঈদ, তারাবীহ্ ও রমযানের বিত্‌র নামাযের প্রত্যেক রাক্'আতে ইমামের জন্য ক্বিরআত উচ্চ রবে পাঠ করা ওয়াজিব। মাগরিবের তৃতীয় ও এশার নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ এবং যোহর ও আসরের নামাযের প্রত্যেক রাক্'আতে নীরবে পাঠ করা ওয়াজিব। (দুররে মুখ্‌তার ইত্যাদি)

মাস্‌আলাঃ উচ্চরবে বলতে এতটুকু শব্দ সহকারে পাঠ করা বুঝায় যাতে প্রথম কাতারের মুসল্লীগণ শুনতে পায়। এটা হচ্ছে উচ্চরবের সর্বনিম্ন পর্যায়। উর্ধ্বের কোন সীমা নির্দ্ধারিত নেই। আর 'নীরবে' মানে-যেন নিজে শুনতে পায়। (ফিক্বহ্‌র কিতাবাদি)

মাস্‌আলাঃ এ ভাবে পাঠ করা যেন শুধু পার্শ্ববর্তী দু'একজন লোক শুনতে পায়, তা উচ্চরবে পাঠ করা নয়; বরং তা হবে নীরবে পাঠ করা। (দুররে মুখ্‌তার)

মাস্‌আলাঃ প্রয়োজনের চেয়ে অধিক এতই উচ্চরবে পাঠ করা যে, তা নিজের জন্য ও অপরের জন্য কষ্টদায়ক হয়, মাকরূহ। (দুররে মুখ্‌তার)

মাস্‌আলাঃ নীরবে পাঠ করছিলো, ইত্যবসরে দ্বিতীয় ব্যক্তি নামাযে শামিল হয়ে গেলো, তখন যতটুকু অবশিষ্ট থাকে ততটুকু উচ্চরবে পড়বে, যা পড়ে ফেলেছে তা পুনর্বার পাঠ করার প্রয়োজন নেই। (দুররে মুখ্‌তার)

মাস্‌আলাঃ একটা বড় আয়াত, যেমন 'আয়াতুল কুরসী' অথবা 'আয়াতে মুদায়ানাহ'; যদি এক রাক্'আতে সেটার কিছু অংশ পাঠ করলো আর অবশিষ্টাংশ দ্বিতীয় রাক্'আতে পড়লো, তা হলে জায়েয হবে, যদি প্রত্যেক রাক্'আতে যতটুকু পড়েছে তা তিন আয়াতের সমান হয়। (আলমগীরী)

মাস্‌আলাঃ দিনের বেলায় নফল নামাযে নীরবে পাঠ করা ওয়াজিব। রাতের নফল সমূহে ইখ্‌তিয়ার আছে, যদি একাকী নামায আদায় করে থাকে। রাতের বেলায় নামায জমা'আত সহকারে আদায় করলে ক্বিরআত উচ্চরবে পাঠ করা ওয়াজিব। (দুররে মুখ্‌তার)

মাস্‌আলাঃ যেসব ওয়াক্তে ক্বিরআত উচ্চরবে সম্পন্ন করা হয় সেসব ওয়াক্তের কাযা নামায জামা'আত সহকারে আদায় করলে ইমামের জন্য ক্বিরআত উচ্চরবে পাঠ করা ওয়াজিব। আর নীরবে পড়ার ওয়াক্তসমূহের নামাযের কাযা দেয়ার সময় ক্বিরআত নীরবে পড়া ওয়াজিব-যদিও রাতে আদায় করে থাকে। (আলমগীরী ও দুররে মুখ্‌তার)

মাস্‌আলাঃ উচ্চরব সম্পন্ন নামায সমূহের বেলায় একাকী আদায়কারীর জন্য ইখ্‌তিয়ার আছে। উচ্চরবে আদায় করা উত্তম যদি নির্দ্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করে থাকে; কিন্তু কাযা পড়লে নীরবে পড়া ওয়াজিব। (দুররে মুখ্‌তার)

মাস্‌আলাঃ চার রাক্'আত সম্পন্ন ফরয নামাযের প্রথম দু'রাক্'আতে সূরা পড়তে ভুলে গেছে। এমতাবস্থায় পরবর্তী দু'রাক্'আতে পড়া ওয়াজিব। যদি এক রাক্'আতে ভুলে যায় তবে তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাক্'আতে পড়বে। মাগরিবের প্রথম দু'রাক্আতে ভুলে গেলে তৃতীয়

রাক্'আতে পড়বে– এক রাক্'আতের সূরা পাঠ বাদ পড়বে। আর ঐসব সূরার সূরা ফাতিহার সাথে পড়বে। উচ্চরবে পড়তে হয় এমন নামাযে 'ফাতিহা' ও 'সূরা' উচ্চরবে পড়বে, নতুবা নীরবে। এ সব ক'টি অবস্থায় সাজদা-ই-সাহ্ভ আদায় করবে। স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলে নামায পুনর্বার পড়বে। (দুর্‌রুল মুখ্‌তার, রাদ্দুল মুহ্‌তার)

মাস্আলাঃ এক আয়াত মুখস্ত করা প্রত্যেক এমন মুসলমানের উপর 'ফরয-ই-আইন', যার উপর শরীয়তের বিধি-নিষেধ বর্তায়। পূর্ণ ক্বোরআন মজিদ মুখস্ত করা 'ফরয-ই-কিফায়া'। সূরা ফাতিহা ও অন্য একটা ছোট সূরা অথবা সেটার সম-পরিমাণ যেমন তিনটি ছোট আয়াত অথবা একটি বড় আয়াত মুখস্ত করা 'ওয়াজিব-ই-আইন'। (দুর্‌রুল মুখ্‌তার)

মাস্আলাঃ বিত্‌র নামাযে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রথম রাক্'আতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى, দ্বিতীয় রাক্'আতে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ, এবং তৃতীয় রাক্'আতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ তেলাওয়াত করেছেন। সুতরাং বরকত লাভের আশায় কখনো কখনো এভাবে বিত্‌র নামাযে পড়ে নেবে– (আলমগীরী)। অবশ্য কখনো কখনো প্রথম রাক্'আতে সূরা أَعْلَى-এর পরিবর্তে إِنَّا أَنْزَلْنَا-ও পড়েছেন।

মাস্আলাঃ দ্বিতীয় রাক্'আতের ক্বিরআত প্রথম রাক্'আতের ক্বিরআত অপেক্ষা দীর্ঘ হওয়া মাকরূহ। (দুর্‌রুল মুখ্‌তার, রাদ্দুল মুহ্‌তার)

মাস্আলাঃ জুমু'আহ ও দু'ঈদের নামাযে প্রথম রাক্'আতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে هَلْ أَتَاكَ পড়া সুন্নাত। কারণ, এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। এটা অবশ্য পূর্ববর্তী মাস্আলা থেকে স্বতন্ত্র। (দুর্‌রুল মুখ্‌তার ও রাদ্দুল মুহ্‌তার)

মাস্আলাঃ সূরাসমূহ নির্ধারিত করে নেয়া যে, অমুক নামাযে অমুক সূরাই পড়বে, মাক্রূহ। হাঁ, যে সব সূরার কথা হাদীসসমূহে বর্ণিত সেগুলো কখনো কখনো পড়ে নেয়া মুস্তাহাব। কিন্তু সব সময় পড়বে না, যাতে কেউ তা ওয়াজিব মনে করে না বসে। (দুর্‌রুল মুখ্‌তার, রাদ্দুল মুহ্‌তার)

মাস্আলাঃ উভয় রাক্'আতে একই সূরা বারবার পড়া মাকরূহ-ই-তান্‌যীহী। যদি কোন বাধ্যবাধকতা না হয়। কোন বাধ্যবাধকতা হলে মোটেই মাকরূহ নয়। যেমন প্রথম রাক্'আতে পূর্ণ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ পড়ে ফেলেছে। তখন দ্বিতীয় রাক্'আতেও একই সূরা পড়বে। অথবা যদি দ্বিতীয় রাক্'আতেও প্রথম রাক্'আতে যেই সূরাটা পড়েছে সেটাই শুরু করে দিয়েছে অথবা অন্য কোন সূরা স্মরণে না থাকে, তবে ঐ প্রথম রাক্'আতে পঠিত সূরাই পড়বে। (দুর্‌রুল মুখ্‌তার)

মাস্আলাঃ নফল নামাযসমূহে প্রত্যেক রাক্'আতে একই সূরা বারবার পড়লে অথবা একই রাক্'আতে একই সূরা একাধিকবার পাঠ করা জায়েয আছে– (গুনিয়াহ)। যদি প্রথম রাক্'আতে পূর্ণ ক্বোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে নেয় তবে দ্বিতীয় রাক্'আতে সূরা ফাতিহার পর আবার الٓمّٓ থেকে শুরু করবে। (আলমগীরী)

মাস্আলাঃ ফরয নামাযসমূহে প্রথম রাক্'আতে কয়েকটা আয়াত পড়লো। আর দ্বিতীয় রাক্'আতে অন্য জায়গা থেকে কয়েকটা আয়াত পড়লো, যদিও একই সূরা থেকে হোক, তাহলে মাঝখানে যদি দু' অথবা দু'অপেক্ষা অধিক সংখ্যক আয়াত থেকে যায় তবে ক্ষতি নেই। অবশ্য বিনা কারণে এমনই করা উচিৎ নয়। আর যদি একই রাক্'আতে কয়েকটা আয়াত পড়লো, অতঃপর কিছু ছেড়ে অন্য জায়গা থেকে পড়লো, তাহলে মাকরূহ। ভুলবশতঃ এমনটি হয়ে গেলো পুনরায় পূর্বস্থানে ফিরে আসবে এবং ছেড়ে যাওয়া আয়াতগুলো পড়ে নেবে। (রাদ্দুল মুহ্‌তার)

মাস্আলাঃ প্রথম রাক্'আতে কোন সূরার শেষাংশ পড়া আর দ্বিতীয় রাক্'আতে কোন ছোট সূরা পাঠ করা, যেমন– প্রথম রাক্'আতে اٰمَنَ الرَّسُوْلُ এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ তাতে কোন ক্ষতি নেই। (আলমগীরী)

মাস্আলাঃ ফরযের এক রাক্'আতে দু'সূরা পড়বে না। তবে একাকী নামায আদায়কারী পড়ে নিলে ক্ষতি নেই। এ শর্তে যে, উভয় সূরার মধ্যখানে যেন কোন ব্যবধান না থাকে। মধ্যখানে একটা বা দু'টি সূরা ছেড়ে গেলে মাকরূহ হবে। (রাদ্দুল মুহ্‌তার)

মাস্আলাঃ প্রথম রাক্'আতে কোন সূরা পড়লো, দ্বিতীয় রাক্'আতে কোন ছোট সূরা মধ্যখানে বাদ দিয়ে পড়লো, তবে তা মাকরূহ। হা যদি মধ্যখানে কোন বড় সূরা থাকে, যা পড়লে প্রথম রাক্'আতের সূরা অপেক্ষা দীর্ঘ হয়ে যাবে, তবে কোন ক্ষতি নেই। যেমন– وَالتِّيْنِ-এর পর — إِنَّا أَنْزَلْنَا — পড়লে কোন ক্ষতি নেই। তবে — إِذَا جَاءَ — এর পর قُلْ هُوَ اللّٰهُ পড়া উচিত নয়। (দুর্‌রুল মুখ্‌তার, রাদ্দুল মুহ্‌তার)

মাস্আলাঃ ক্বোরআন মজীদ উল্টো পড়া, অর্থাৎ দ্বিতীয় রাক্'আতে প্রথম রাক্'আতে যে সূরা পড়েছিলো সেটার উপর থেকে পড়া, মাকরূহ-ই-তাহরীমী। যেমন– প্রথম রাক্'আতে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ পড়লো, দ্বিতীয় রাক্'আতে পড়লো أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ এর বিরুদ্ধে কঠিন হুমকি এসেছে (দুর্‌রুল মুখ্‌তার)। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌ঊদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "যে ব্যক্তি ক্বোরআনকে উল্টা পড়ে সে কি এ ভয় করেনা যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরকে উল্টিয়ে দেবেন। অবশ্য ভুলবশতঃ পড়লে না গুনাহ্ আছে, না সাজদা-ই-সাহভ।

মাস্আলাঃ ছোট ছেলেমেয়েদের সুবিধার জন্য عَمَّ پاره (আম্ পারা) উল্টো নিয়মে পড়া জায়েয।

— • —

'ওয়াক্বফ' বা বিরতি চিহ্ন

[ওয়াক্বফ' মানে 'থামা' আর এর বিপরীত হচ্ছে– 'ওয়াস্ল' অর্থাৎ মিলানো]

○ — এটা একটা গোলাকার বৃত্ত। এটা 'আয়াত'-এর চিহ্ন। যদি এর উপর ' ط ' ও ' م ' ইত্যাদি কোন চিহ্ন না থাকে, তবে এর উপর থেমে যাওয়া চাই। আর যদি অন্য কোন চিহ্ন থাকে, তবে তদনুযায়ী পাঠ করতে হবে।

لا ○ — যখন আয়াতের উপর (لا) হয় তখন সেখানে থামা বা না থামা সম্পর্কে মতভেদ আছে। প্রসিদ্ধ অভিমতানুসারে, থামবে না।

ط — 'ওয়াক্বফ্-ই-মুত্লাক্ব'-এর চিহ্ন। এর উপর থামা উত্তম।

م — 'ওয়াক্বফ-ই-লাযিম'-এর চিহ্ন। এখানে ওয়াক্বফ্ করা অর্থাৎ থেমে যাওয়া জরুরী।

ج — 'ওয়াক্বফ-ই-জায়েয'-এর চিহ্ন। এখানে থামা ও না থামা উভয়ই ইচ্ছাধীন।

ز — 'জায়েয'-এর চিহ্ন বটে; তবে না থামাটাই উত্তম।

ص — 'ওয়াকক্বফ্-ই মুরাখ্খাস'-এর চিহ্ন। এখানে ' وصل ' বা মিলানো উত্তম। অবশ্য পাঠক ইচ্ছা করলে থামারও অনুমতি আছে।

ق — ' قِيْلَ ' (ক্বীলা)-এর চিহ্ন। এখানে না থামা চাই।

صلے — ' الوصل اولى ' (আল্-ওয়াস্লু আওলা)-এর সংক্ষেপ রূপ। এখানে মিলিয়ে পড়া উত্তম।

صل — قَدْ يُوْصَلُ (ক্বাদ যু-সালু)-এর চিহ্ন। এখানে থামা উত্তম।

ك — كَذٰلِكَ (কাযা-লিকা)-এর চিহ্ন। এর অর্থ এ যে, এখানে ঐ 'ওয়াক্বফ'-ই প্রযোজ্য, যা এর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

قِفْ — এটা নির্দেশ সূচক ক্রিয়া। এর অর্থ হচ্ছে 'থেমে যাও'। এখানে থামা উত্তম।

سَكْتَة — 'সাক্তাহ'। এখানে স্বল্পক্ষণ থামবে, কিন্তু নিঃশ্বাস অব্যাহত রাখবে।

س — এটাও 'সাক্তাহ'-এর চিহ্ন।

لا — যেখানে لا (লা) লিখা হয় সেখানে 'ওয়াসল' বা মিলানো জরুরী, 'ওয়াক্বফ' বা থামা দুরস্ত নয়।

ه — পাঁচটা আয়াত পূর্ণ হবার চিহ্ন।

ے — দশটা আয়াতের চিহ্ন।

عب — 'আশরা-ই বাসারিয়্যাহ্' (عشرهٔ بصريه)-এর চিহ্ন। এর অর্থ এ যে, এখানে বসরার ক্বারীগণের গণনায় দশ আয়াত পূর্ণ হয়েছে।

خب — 'খামসাহ্-ই-বাসারিয়া' (خمسهٔ بصريه)-এর চিহ্ন। এর অর্থ এ যে, বসরার ক্বারীদের গণনায় এখানে পাঁচ আয়াত পূর্ণ হয়েছে।

تب — 'আয়াতে বাসারিয়া (آيت بصريه)-এর চিহ্ন। এখানে বসরার ক্বারীদের মতে আয়াত।

لب — لَيْسَ بِاٰيَةٍ عِنْدَ الْبَصَرِيِّيْنَ -এর চিহ্ন। অর্থাৎ এখানে বসরাবাসী ক্বারীদের মতে 'আয়াত' নয়।

জরুরী হিদায়ত

ক্বোরআন পাক তেলাওয়াত করার সময় 'যের', 'যবর' ও 'পেশ' ইত্যাদি উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক।

ক্বোরআন পাকে বিশটি স্থান এমনও রয়েছে, যেগুলো পাঠ করার সময় সামান্যটুকু অসতর্কতা অবলম্বন বা ভুল করলেও 'কুফরী কলেমা' পাঠ সম্পন্ন হয়ে যায়। কারণ, 'যবর', 'যের' ও 'পেশ'-কে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ না করে ভুল ও ব্যতিক্রম করলে ঐসব স্থানে অর্থে এমনভাবে পরিবর্তন আসে, যা 'কবীরাহ্ গুনাহ্' (মহাপাপ)-এ পরিগণিত হয়। জেনেশুনে ঐসব স্থানে ভুল পড়লে কুফরের মত জঘন্য গুনাহ্র সম্পাদনকারী হতে হয়। ঐ বিশটা স্থান নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নম্বর	স্থান	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
১	সূরা ফাতিহা	إِيَّاكَ نَعْبُدُ	إِيَاكَ نَعْبُدُ
২	সূরা ফাতিহা	أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ	أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ
৩	সূরা বাক্বারা-রুকূ'-১৫ ঃ আয়াত ১২৪	وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ	إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ
৪	সূরা বাক্বারা-রুকূ'-৩৩ ঃ আয়াত ২৫১	قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ	قَتَلَ دَاوُدَ جَالُوتُ
৫	সূরা বাক্বারা (আয়াতুল কুরসী)-রুকূ'-৩৪ঃ আয়াত ২৫৫	اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ	(মাদ্দ সহকারে) آللّٰهُ
৬	সূরা বাক্বারা-রুকূ'-৩৬ ঃ আয়াত ২৬১	وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ	وَاللّٰهُ يُضَاعَفُ
৭	সূরা নিসা-রুকূ'-২৩ ঃ আয়াত ১৬৫	رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ	مُبَشَّرِينَ وَمُنْذَرِينَ
৮	সূরা তাওবা-রুকূ'-১ঃ আয়াত ৩	مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ	وَرَسُولِهِ
৯	সূরা বনী ইস্রাঈল-রুকূ'-২ ঃ আয়াত ১৫	وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ	مُعَذَّبِينَ
১০	সূরা তোয়াহা-রুকূ'-৭ ঃ আয়াত ১২১	وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ	آدَمَ رَبُّهُ
১১	সূরা আম্বিয়া-রুকূ'-৬ ঃ আয়াত ৮৭	إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِينَ	إِنِّي كُنْتَ
১২	সূরা শু'আরা-রুকূ'-১১ ঃ আয়াত ১৯৪	لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ	مِنَ الْمُنْذَرِينَ
১৩	সূরা ফাতির-রুকূ'-৪ ঃ আয়াত ২৮	يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا	يَخْشَى اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ
১৪	সূরা সাফ্ফাত্-রুকূ'-২ ঃ আয়াত ৭২	فِيهِمْ مُنْذِرِينَ	مُنْذَرِينَ
১৫	সূরা ফাত্হ-রুকূ'-৪ ঃ আয়াত ২৭	صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ	صَدَقَ اللّٰهَ رَسُولُهُ
১৬	সূরা হাশ্র-রুকূ'-৩ ঃ আয়াত ২৪	مُصَوِّرُ	مُصَوَّرُ
১৭	সূরা আল-হাক্ব্ ক্বাহ্-রুকূ'-১ঃ আয়াত ৩৭	إِلَّا الْخَاطِئُونَ	إِلَّا الْخَاطَئُونَ
১৮	সূরা মুয্যাম্মিল-রুকূ'-১ঃ আয়াত ১৬	فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ	فِرْعَوْنَ الرَّسُولُ
১৯	সূরা মুরসালাত-রুকূ'-২ ঃ আয়াত ৪১	فِي ظِلَلٍ	فِي ظَلَلٍ
২০	সূরা আন্না-যি'আত-রুকূ'-২ ঃ আয়াত ৪৫	إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ	أَنْتَ مُنْذَرُ

এ ক্বোরআন মজীদের পারা ও সূরার সূচী

পারা নং	পারার নাম	পারার পৃষ্ঠা	সূরার নাম	সূরার পৃষ্ঠা	সূরার রুকূ' সংখ্যা	সূরার আয়াত সংখ্যা
২৭	ক্বালা ফামা খাত্বুকুম	৯৩৫	হাদীদ	৯৬৮	৪	২৯
২৮	ক্বাদ সামি'আল্লাহ্	৯৭৫	মুজাদালাহ্	৯৭৫	৩	২২
			হাশ্‌র	৯৮১	৩	২৪
			মুমতাহিনাহ্	৯৮৭	২	১৩
			সাফ্‌ফ	৯৯৩	২	১৪
			জুমু'আহ্	৯৯৬	২	১১
			মুনাফিকূন	৯৯৯	২	১১
			তাগাবুন	১০০১	২	১৮
			তালাক্ব	১০০৪	২	১২
			তাহ্‌রীম	১০০৮	২	১২
২৯	তাবারাকাল্লাযী	১০১৩	মুল্‌ক	১০১৩	২	৩০
			ক্বালাম	১০১৭	২	৫২
			আল্-হাক্ক্বাহ্	১০২২	২	৫২
			মা'আরিজ	১০২৬	২	৪৪
			নূহ্	১০২৯	২	২৮
			জিন্	১০৩২	২	২৮
			মুয্‌যাম্মিল	১০৩৫	২	২০
			মুদ্দাস্‌সির	১০৩৮	২	৫৬
			ক্বিয়ামাহ্	১০৪২	২	৪০
			দাহ্‌র	১০৪৫	২	৩১
			মুরসালাত	১০৪৯	২	৫০
৩০	'আম্মা	১০৫৩	নাবা	১০৫৩	২	৪০
			আন্-নাযি'আত	১০৫৬	২	৪৬
			আবাসা	১০৫৯	১	৪২
			তাক্‌ভীর	১০৬১	১	২৯
			ইন্‌ফিতা'র	১০৬৩	১	১৯
			মুতাফ্‌ফিফীন	১০৬৪	১	৩৬
			ইন্‌শিক্বা'ক্ব	১০৬৭	১	২৫
			বুরূজ	১০৬৯	১	২২

পারা নং	পারার নাম	পারার পৃষ্ঠা	সূরার নাম	সূরার পৃষ্ঠা	সূরার রুকূ' সংখ্যা	সূরার আয়াত সংখ্যা
৩০	'আম্মা	১০৫৩	তা-রিক্ব	১০৭১	১	১৭
			আ'লা	১০৭৩	১	১৯
			গাশিয়াহ্	১০৭৪	১	২৬
			ফজর	১০৭৬	১	৩০
			বালাদ	১০৭৯	১	২০
			শাম্স্	১০৮১	১	১৫
			লায়ল	১০৮২	১	২১
			দোহা	১০৮৪	১	১১
			ইন্শিরাহ্	১০৮৬	১	৮
			তীন্	১০৮৭	১	৮
			তালাক্ব	১০৮৮	১	১৯
			ক্বদর	১০৯০	১	৫
			বাইয়্যেনাহ্	১০৯১	১	৮
			যিল্যাল	১০৯২	১	৮
			'আদিয়াত	১০৯৩	১	১১
			ক্বারি'আহ্	১০৯৩	১	১১
			তাকাসুর	১০৯৪	১	৮
			আসর	১০৯৫	১	৩
			হুমাযাহ্	১০৯৬	১	৯
			ফীল	১০৯৬	১	৫
			ক্বোরায়শ	১০৯৮	১	৪
			মা'উন	১০৯৮	১	৭
			কাওসার	১০৯৯	১	৩
			কাফিরূন	১১০০	১	৬
			নাস্র	১১০০	১	৩
			লাহাব	১১০১	১	৫
			ইখ্লাস	১১০২	১	৪
			ফালাক্ব	১১০৩	১	৫
			নাস্	১১০৪	১	৬